নারদ পুরাণোক্ত

অষ্টাদশ মহা পুরাণীয় অনুক্রমণিকা।

শ্রী[illegible]জয় মিত্র কর্তৃক

অনুবাদিত

কলিকাতা

পূর্ণচন্দ্র যন্ত্রে মুদ্রিত।

শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ, প্রকাশক।

শকাব্দাঃ ১৭৭৭।

পুরাণানুক্রমণিকা।

অর্থাৎ

অষ্টাদশ মহাপুরাণীয় শ্লোক, পর্ব্ব, খণ্ড, ভাগ এবং উপাখ্যান নিরূপণ।

এতদ্দেশের প্রাচীন ধার্ম্মিক হিন্দু মহাশয়গণ স্বস্ব গৃহে অষ্টাদশ মহাপুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্র সংগ্রহ করণে যত্নবান হইয়া থাকেন, কিন্তু কাল এবং দুর্দ্দৈব বশতঃ শাস্ত্র সকল লোপ হওয়াতে বহু ক্লেশেও সে আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ হওয়া সুকঠিন, আর যে যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া থাকেন তাহাও খণ্ডিত হইয়া উঠে, কারণ এমত কোন পুরাণানুক্রমণিকা প্রচলিত নাই যাহাতে কোন্ পুরাণে কত খণ্ড, কিং পর্ব্ব, কিম্বা ভাগ এবং কিং উপাখ্যান আছে তাহা জানিতে পারা যায়, এবং তদ্দৃষ্টে সমুদায় গ্রন্থ সংগ্রহ হইতে পারে। যদিচ ভাগবতাদি শাস্ত্রে পুরাণের নাম এবং শ্লোক সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু তাহাতে কোন্ পুরাণে কি কি উপাখ্যানাদি আছে তাহা নিরূপিত হইতে পারে না, সুতরাং শ্লোক সংখ্যায় ঐক্য হয় না। একারণ দুষ্প্রাপ্য নারদ পুরাণ হইতে এতৎ অনুক্রমণিকা উদ্ধৃত এবং নানা পুরাণের সহিত ঐক্য করিয়া বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিলাম। ইহা দৃষ্টে বিষয়ি মহোদয় গণের পুরাণ সংগ্রহ করণের উপকার দর্শিতে পারিবেক, এবং কোন পুরাণে কত শ্লোক, পর্ব্ব, ভাগ, খণ্ড এবং কিং উপাখ্যান আছে তাহা অনায়াসে বোধ হইবেক।

অনুক্রমণিকার নির্ঘন্ট।

নারদ পুরাণোক্ত অষ্টাদশ মহা পুরাণীয় অনুক্রমণিকা।

ব্যাসাদি ঋষি প্রণীত পুরাবৃত্তাত্মক শাস্ত্রের নাম পুরাণ। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত, এই পঞ্চ বিষয়ের বর্ণন ইহার উদ্দেশ্য, তৎপ্রযুক্ত শাস্ত্র কারেরা পুরাণের নাম পঞ্চ লক্ষণ রাখিয়াছেন। ইহাতে বেদার্থ বর্ণিত আছে, একারণ ইহার অপরাভিধান পঞ্চম বেদ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। সর্ব্ব কালেই পুরাণ স্বতঃ সিদ্ধ প্রমাণ। পরন্তু প্রতি দ্বাপরে ভগবান্ স্বয়ং ব্যাস রূপে অবতীর্ণ হইয়া অষ্টাদশ মহাপুরাণ উদ্ধার এবং প্রতি কল্পে তাহা প্রকাশ করেন। ঐ পুরাণ দেব লোকে শত কোটি আছে তাহার সারাংশ চারি লক্ষ মাত্র জগতে প্রকাশমান যথা,—অদ্যাপি দেব লোকে তু শতকোটি প্রবিস্তরং। আস্তে যস্তস্য সারন্তু চতুর্লক্ষেণ বর্ণ্যতে ॥

এই পুরাণ শ্রবণ করিলে সকল শাস্ত্র শ্রবণের ফল লাভ হয় এবং ইহার অর্থ জানিলে সকল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জানা যায়। যথা—যস্মিন্ শ্রুতে শ্রুতং সর্ব্বং জ্ঞাতে জ্ঞাতং কৃতে কৃতং। বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মঃ সাক্ষাৎ কারত্ব মেষ্যতি ॥

অষ্টাদশ পুরাণ।

যথা—ব্রাহ্মং (১) পাদ্মং (২) বৈষ্ণবং (৩) বার্হিবীয়ং (৪) তথৈবচ। ভাগবতং (৫) নারদীয়ং
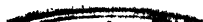
(৬) মার্কণ্ডেয়ঞ্চ (৭) কীর্ত্ত্যতে। আগ্নেয়ঞ্চ (৮) ভবিষ্যঞ্চ (৯) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত (১০) লিঙ্গকে (১১)। বারাহঞ্চ (১২) তথা স্কান্দং (১৩) বামনং (১৪) কূর্ম্ম (১৫) সাংজ্ঞিকং। মাৎস্যঞ্চ (১৬) গারুড়ং (১৭) তদ্বদ্ব্রহ্মাণ্ডাখ্য (১৮) মিতি ত্রিষট্‌॥

অষ্টাদশ মহা পুরাণীয় শ্লোক সংখ্যা শ্রীমদ্ভাগবতীয় দ্বাদশ স্কন্ধে উক্ত আছে। যথা।

(১) ব্রাহ্মং দশ সহস্রাণি (২) পাদ্মং পঞ্চোন ষষ্টি চ। (৩) শ্রীবৈষ্ণবং ত্রয়োবিংশচ্চতুর্বিংশতি (৪) শৈবকং। দশাষ্টৌ (৫) শ্রীভাগবতং (৬) নারদং পঞ্চ বিংশতি। (৭) মার্কণ্ডং (৮) নব বাহ্নন্তু দশ পঞ্চ চতুঃশতং। চতুর্দ্দশং (৯) ভবিষ্যং স্যাত্তথা পঞ্চ শতানি চ। দশাষ্টৌ (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত্তং (১১) লৈঙ্গমেকাদশৈব তু। চতুর্বিংশতি (১২) বারাহ মেকাশীতি সহস্রকং। (১৩) স্কান্দং শতং তথাচৈকং (১৪) বামনং দশ কীর্ত্তিতং। (১৫) কৌর্ম্মং সপ্ত দশাখ্যাতং (১৬) মাৎস্যং তচ্চ চতুর্দ্দশ। একোনবিংশ (১৭) সৌপর্ণং (১৮) ব্রহ্মাণ্ডং দ্বাদশৈব তু॥ সমুদয়েন চতুর্লক্ষ শ্লোকাঃ।

ঐ রূপ ব্রহ্ম বৈবর্ত্তীয় শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ড মতে শিবপুরাণ অষ্টাদশ পুরাণান্তর্গত, কিন্তু নারদীয় পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং মৎস্য পুরাণে শিব পুরাণ ত্যাগ করিয়া বায়ু পুরাণ গ্রহণ করিয়াছেন, এ স্থলে নারদ পুরাণোক্ত মতই গৃহীত হইল।

প্রথম—ব্রহ্ম পুরাণ।

এই পুরাণ পূর্ব্ব এবং উত্তর দুই ভাগে বিভক্ত, অত্রস্থ শ্লোক সংখ্যা ১০০০০ দশ সহস্র। সূত শৌনক সম্বাদে নানা প্রসঙ্গ এবং বিবিধ ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ব্ব ভাগে।

১ দেবতা এবং অসুরদিগের উন্নতি বর্ণন ২ দক্ষাদি প্রজাপতির উন্নতি বর্ণন ৩ সূর্য্য বংশ বর্ণন এবং তন্মধ্যে শ্রীরামের চতুর্ব্যূহ কথন ৪ সোম বংশ বর্ণন তৎপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র কথন ৫ দ্বীপ কথন ৬ বর্ষ কথন ৭ পাতাল কথন ৮ স্বর্গ কথন ৯ নরক কথন ১০ সূর্য্যের স্তুতি ১১ পার্ব্বতীর জন্ম এবং বিবাহ কথন ১২ দক্ষের আখ্যান এবং ১৩ একাম্র ক্ষেত্র কথন।

উত্তর ভাগে।

১ পুরুষোত্তম বর্ণন ২ তীর্থ যাত্রা বিস্তার কথন ৩ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বিস্তার কথন ৪ যমলোক কথন ৫ পিতৃ শ্রাদ্ধ বিধি ৬ বর্ণাশ্রমাচার ধর্ম্ম নিরূপণ ৭ বিষ্ণু ধর্ম্ম কথন ৮ যুগাখ্যান ৯ প্রলয় কথন ১০ যোগ কথন ১১ সাংখ্য কথন ১২ ব্রহ্মবাদ কথন ১৩ পুরাণাংশ কথন।

ফলশ্রুতি।

এই পুরাণ লেখাইয়া বৈশাখ মাসে স্বর্ণযুক্ত জলধেনু করিয়া পৌরাণিক ব্রাহ্মণকে অর্চ্চনা পূর্ব্বক দান করিলে এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতি কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্ম লোকে স্থিতি হয় এবং সংযত হইয়া এই পুরাণ শ্রবণ কি পাঠ করিলে সকল ধর্ম্মের ফল লভ্য হয় ইতি।

দ্বিতীয়—পদ্ম পুরাণ।

পাঁচ খণ্ডে ৫৫০০০ সহস্র শ্লোক। সেই পঞ্চ খণ্ড যথা,

১ সৃষ্টি খণ্ড ২ ভূমি খণ্ড ৩ স্বর্গ খণ্ড ৪ পাতাল খণ্ড ৫ উত্তর খণ্ড।

প্রথম সৃষ্টি খণ্ডে।

পুলস্ত্য ভীষ্ম সংবাদে সৃষ্ট্যাদির উপক্রম এবং নানা ধর্ম্ম আখ্যান ও ইতিহাস কথন হইয়াছে।

এই খণ্ডে ১ পুষ্কর মাহাত্ম্য বিস্তার ২ ব্রহ্ম যজ্ঞ বিধি ৩ বেদ পাঠাদি লক্ষণ ৪ দানের বিবরণ ৫ পৃথক্ব্রত কথন ৬ শৈল জায়ার বিবাহ ৭ তারকাখ্যান ৮ গো মাহাত্ম্য ৯ কালকেয়াদি দৈত্য বধ ১০ গ্রহ সকলের পূজা এবং দান বিবরণ আছে।

দ্বিতীয় ভূমি খণ্ডে।

সূত শৌনক সংবাদ।

১ পিতৃ মাতৃ পূজা কথন ২ শিব শর্ম্মার কথা ৩ সুব্রতের চরিত্র ৪ বৃত্রাসুর বধ ৫ পৃথর্বনের আখ্যান ৬ ধর্ম্ম কথা ৭ পিতৃ শুশ্রূষণ কথন ৮ নহুষের কথা ৯ যযাতি চরিত্র ১০ গুরু তীর্থ নিরূপণ ১১ রাজার সহিত জৈমিনি সংবাদে বহু আশ্চর্য্য কথা ১২ অশোক সুন্দরীর কথা ১৩ হুণ্ড দৈত্য বধ ১৪ কামোদাখ্যান ১৫ বিহুণ্ড বধ ১৬ চ্যবন কুঞ্জলের সংবাদ ১৭ সিদ্ধাখ্যান ১৮ গ্রন্থের ফলশ্রুতি।

তৃতীয় স্বর্গ খণ্ডে।

১ ঋষিদিগের সহিত সৌতির কথা প্রসঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি কথন ২ ভূমি লোক সংস্থান ৩ তীর্থ আখ্যান ৪ নর্ম্মদার উৎপত্তি ৫ নর্ম্মদাস্থ তীর্থের উপাখ্যান ৬ কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থ কথন ৭ কালিন্দীর পুণ্য কথা ৮ কাশী মাহাত্ম্য ৯ গয়া মাহাত্ম্য ১০ প্রয়াগ মাহাত্ম্য ১১ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এবং যোগ নিরূপণ ১২ ব্যাস জৈমিনি সংবাদে

পুণ্য কথা ১৩ সমুদ্র মথন ১৪ ব্রত কথন ১৫ শ্রেষ্ঠ মহা-তপঃস্তোত্র।

চতুর্থ পাতাল খণ্ডে।

১ শ্রীরামের অশ্বমেধ এবং রাজ্যাভিষেক কথন ২ অগস্ত্যাদির আগমন ৩ পৌলস্ত্যের উপাখ্যান ৪ অশ্বমেধ করণাদেশ ৫ অশ্বমেধীয় ঘোটক গমন ৬ নানা রাজার কথা ৭ জগন্নাথ দেবের বৃত্তান্ত ৮ বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য ৯ তন্মধ্যে লীলাবতারির নিত্য লীলানুকথন ১০ বৈশাখে স্নান দান এবং অর্চ্চন মাহাত্ম্য ১১ ধরা বরাহ সংবাদ ১২ যম এবং ব্রাহ্মণের কথা ১৩ রাজার আচরণ ১৪ শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র ১৫ শিবশম্ভু মিলন ১৬ দধীচির আখ্যান ১৭ ভস্ম ধারণ মাহাত্ম্য ১৮ শিব মাহাত্ম্য ১৯ ইন্দ্র পুত্রের আখ্যান ২০ পুরাণবিৎ জনের প্রশংসা ২১ গৌতমের আখ্যান ২২ শিব গীতা ২৩ ভারদ্বাজের আশ্রমে শ্রীরামচন্দ্রের কল্পান্তরীয় ইতিহাস কথন।

পঞ্চম উত্তর খণ্ডে।

শিব পার্ব্বতী সংবাদ যাহা শ্রবণ করিলে সর্ব্ব পাপ ক্ষয় এবং অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

১ পর্ব্বতের আখ্যান ২ জালন্ধরের কথা ৩ শ্রীশৈলাদির বিবরণ ৪ সগরের উপাখ্যান ৫ গঙ্গা, প্রয়াগ, কাশী এবং গয়ার পুণ্য কথা ৬ আন্নাদি দান মাহাত্ম্য ৭ মহাদ্বাদশী ব্রত কথন ৮ চতুর্ব্বিংশতি একাদশী মাহাত্ম্য ৯ বিষ্ণু ধর্ম্ম কথন ১০ বিষ্ণু সহস্র নাম ১১ কার্ত্তিক ব্রত ফল ১২ মাঘ স্নান ফল ১৩ জম্বু দ্বীপের তীর্থ সকলের মাহাত্ম্য ১৪ সাভ্রমতীর মহিমা ১৫ নৃসিংহোৎপত্তি কথন ১৬ দেবশর্ম্মার আখ্যান ১৭ গীতা মাহাত্ম্য ১৮ ভক্তির মাহাত্ম্য ১৯ শ্রীভাগবত মাহাত্ম্য ২০ ইন্দ্র প্রস্থের মহিমা ২১ নানা

তীর্থ কথা ২২ মন্ত্র রত্নের কথা ২৩ ত্রিপাদ বিভূতির কথন ২৪ মৎস্যাদি অবতার কথন ২৫ শ্রীরামের শত নাম এবং তন্মাহাত্ম্য ২৬ ভৃগুর বিষ্ণু বিভব পরীক্ষা।

ফলশ্রুতি।

এই পুরাণ লেখাইয়া স্বর্ণযুক্ত করিয়া পুরাণবিৎ ব্রাহ্মণকে দান করিলে অথবা শ্রবণ করিলে বৈষ্ণব ধাম প্রাপ্তি হয় এবং ইহার অনুক্রমণিকা শ্রবণ করিলে সমুদায় পুরাণ শ্রবণের ফল লাভ হয় ইতি।

তৃতীয়—বিষ্ণু পুরাণ।

আদি এবং অন্ত ২ ভাগে ২৩০০০ সহস্র শ্লোক। তন্মধ্যে আদি ভাগ ৬ অংশে বিভক্ত।

মৈত্রেয় পরাশর সংবাদ। বরাহ কল্পোপাখ্যান।

প্রথম ভাগের প্রথম অংশে।

১ সৃষ্টির আদি কারণ এবং সৃষ্টি বর্ণন ২ দেবাদির উৎপত্তি ৩ সমুদ্র মন্থন ৪ দক্ষাদি কথন ৫ ধ্রুব চরিত্র ৬ পৃথু চরিত্র ৭ প্রাচেতার আখ্যান ৮ প্রহ্লাদের উপাখ্যান ৯ প্রহ্লাদ রাজ্যের পৃথক্ আখ্যান।

প্রথম ভাগের দ্বিতীয় অংশে।

১ প্রিয়ব্রতের উপাখ্যান ২ দ্বীপ ও বর্ষের নিরূপণ ৩ পাতাল কথন ৪ নরক কথন ৫ সপ্ত স্বর্গ নিরূপণ ৬ সূর্য্যাদি সঞ্চার ৭ ভরতের চরিত্র ৮ মুক্তি মার্গ নিরূপণ ৯ নিদাদি আদি ঋভু সংবাদ।

প্রথম ভাগের তৃতীয় অংশে।

১ মন্বন্তরের কথা ২ বেদব্যাসের অবতার ৩ নরকের উদ্ধার ও কর্ম্ম ৪ সগর এবং ঔর্ব্বের সংবাদে সর্ব্ব ধর্ম্ম নিরূপণ ৫ বর্ণাশ্রম নিরূপণ ৬ শ্রাদ্ধ কল্প ৭ সদাচার কথন ৮ মায়া মোহের কথা।

প্রথম ভাগের চতুর্থ অংশে

১ সূর্য্য বংশের কথা ২ সোম বংশের কথা।

প্রথম ভাগের পঞ্চম অংশে।

১ নানা রাজার কথা ২ শ্রীকৃষ্ণাবতার প্রশ্ন ৩ গোকুলের কথা ৪ শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলায় পূতনাদি বধ ৫ কৌমারে অঘাসুরাদি বধ ৬ কৈশোরে কংস বধাদি মথুরা লীলা ৭ যৌবনে দ্বারবতী লীলা, তন্মধ্যে দৈত্য বধ এবং বিবাহ ৮ ভূভার হরণ ৯ অষ্টাবক্র উপাখ্যান।

প্রথম ভাগের ষষ্ঠ অংশে!

১ কলিজাত চরিত্র ২ চতুর্বিধ লয়ের কথা ৩ ব্রহ্ম জ্ঞানের কথা ৪ কেশিধ্বজ কর্তৃক খাণ্ডিক্য নিরূপণ।

দ্বিতীয় ভাগে।

সূত শৌনক সংবাদ।

১ বিষ্ণু ধর্ম্ম কথন ২ নানা ধর্ম্ম কথন ৩ পূণ্যব্রতের নিয়ম এবং যম কথন ৪ ধর্ম্ম শাস্ত্র ৫ অর্থ শাস্ত্র ৬ বেদান্ত শাস্ত্র ৭ জ্যোতিঃ শাস্ত্র ৮ বংশের আখ্যান ৯ স্তব কথন ১০ মনু সকলের কথা।

ফলশ্রুতি।

এই পুরাণ লেখাইয়া আষাঢ় মাসে ঘৃত ধেনু করিয়া পৌরাণিক ব্রাহ্মণকে দানকরিলে সূর্য্যের রথারোহণ করিয়া বিষ্ণু ধামে গমন হয় এবং ভক্তি করিয়া পাঠ কিম্বা শ্রবণ করিলে বিষ্ণু লোকে বাস ও দিব্য ভোগ প্রাপ্তি হয়। আর ইহার অনুক্রমণিকা পাঠ বা শ্রবণ করিলে সমুদয় পুরাণ শ্রবণ ফল লভ্য হয় ইতি।

চতুর্থ—বায়ু পুরাণ।

পূর্ব্ব এবং উত্তর দুই ভাগে ২৪০০০ সহস্র শ্লোক। বায়ু শ্বেত কল্প প্রসঙ্গে ধর্ম্ম সকল কহিয়াছেন।

পূর্ব্ব ভাগে।

১ স্বর্গাদি লক্ষণ বিস্তার কথন ২ সকল মন্বন্তরের রাজগণের বংশ কথন ৩ গয়াসুরের বধ ৪ মাস সকলের মহিমা এবং মাঘ মাসের বিশেষ ফল কথন ৫ দান ধর্ম্ম এবং রাজধর্ম্ম বিস্তার কথন ৬ ভূচর পাতালচর দিক্‌চর এবং আকাশচরদিগের বিবরণ ৭ ব্রত সকলের বিবরণ।

উত্তর ভাগে।

১ নর্ম্মদা তীর্থ কথন ২ শিব সংহিতা কথন।

ফলশ্রুতি।

এই পুরাণ লিখিয়া গুড় ধেনু করিয়া গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে শ্রাবণ মাসে দান করিলে চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পরিমিত কাল রুদ্র লোকে বাস হয়। নিয়ম এবং হবিষ্য করিয়া এই পুরাণ শ্রবণ করিলে এবং শ্রবণ করাইলে রুদ্র তুল্য হয়। অপর এই পুরাণের অনুক্রমণিকা শুনিলে সমুদয় পুরাণ শ্রবণ ফল লাভ হয় ইতি।

পঞ্চম—শ্রীভাগবত।

দ্বাদশ স্কন্ধে ১৮০০০ সহস্র শ্লোক।

প্রথম স্কন্ধে।

১ সূত ও ঋষি সকলের মিলন ২ ব্যাসদেবের পুণ্যচরিত্র ৩ পাণ্ডবদিগের চরিত্র ৪ পরীক্ষিতের উপাখ্যান।

দ্বিতীয় স্কন্ধে।

১ পরীক্ষিত শুক সংবাদে স্তুতিদ্বয় নিরূপণ ২ ব্রহ্ম নারদ সংবাদে অবতার কথন ৩ পুরাণ লক্ষণ ৪ সৃষ্টি প্রকরণ কথন।

তৃতীয় স্কন্ধে।

১ বিদুরের চরিত্র এবং মৈত্রেয় সহ সাক্ষাৎ ২ ব্রহ্মার সৃষ্টি প্রকরণ ৩ কপিলের সাংখ্য কথন।

চতুর্থ স্কন্ধে।

১ সতীর চরিত্র ২ ধ্রুবের চরিত্র ৩ পৃথুর চরিত্র ৪ প্রাচীন বর্হির আখ্যান।

পঞ্চম স্কন্ধে।

১ প্রিয়ব্রতের চরিত্র এবং তাহার বংশ কথন ২ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত লোক সকলের বৃত্তান্ত ৩ নরক স্থিতি কথন।

ষষ্ঠ স্কন্ধে।

১ অজামীলের চরিত্র ২ দক্ষের সৃষ্টি নিরূপণ ৩ বৃত্রাসুরের আখ্যান ৪ মরুতের জন্ম কথন।

সপ্তম স্কন্ধে।

১ প্রহ্লাদের চরিত্র ২ বর্ণাশ্রম নিরূপণ ৩ বাসনা কর্ম্ম এবং কর্ম্ম বাসনা কীর্ত্তন।

অষ্টম স্কন্ধে।

১ গজেন্দ্র মোক্ষণ ২ মন্বন্তর নিরূপণ ৩ সমুদ্র মথন ৪ বলির বৈভব এবং বন্ধন ৫ মৎস্যাবতার চরিত্র।

নবম স্কন্ধে।

১ সূর্য্য বংশ কথন ২ সোম বংশ নিরূপণ ৩ বংশ কথন।

দশম স্কন্ধে।

১ শ্রীকৃষ্ণের বাল চরিত্র ২ কৌমার চরিত্র ৩ ব্রজে স্থিতি ৪ কৈশোর লীলা ৫ মথুরা বাস ৬ যৌবন কথন ৭ দ্বারকায় স্থিতি ৮ ভূভার হরণ।

একাদশ স্কন্ধে।

১ বসুদেব নারদ সংবাদ ২ যদু দত্তাত্রেয় সংবাদ

৩ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদ ৪ যাদব দিগের পরস্পর মুক্তি কথন।

দ্বাদশ স্কন্ধে।

১ ভবিষ্য এবং কলির কথা ২ পরীক্ষিতের মোক্ষ ৩ বেদশাখা কথন ৪ মার্কণ্ডেয়ের তপস্যা ৫ সৌরী বিভূতি কথন ৬ পুরাণ সংখ্যা কথন।

ফলশ্রুতি।

এই পুরাণ হেম সিংহাসনস্থ করিয়া ভাদ্রপূর্ণিমায় প্রীতি পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে বস্ত্র এবং স্বর্ণ সহিত দান করিলে ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়। আর শ্রবণ করিলে অথবা শ্রবণ করাইলে ভক্তি ও মুক্তি লাভ হয়। অপর ইহার অনুক্রমণিকা শ্রবণ করিলে কিম্বা শ্রবণ করাইলে সম্পূর্ণ ভাগবত শ্রবণ ফল লভ্য হয় ইতি।

ষষ্ঠ—নারদ পুরাণ।

পূর্ব্ব এবং উত্তর দুই ভাগে ২৫০০০ সহস্র শ্লোক। পরন্তু পূর্ব্ব ভাগ চারি পাদে বিভক্ত।

সূত শৌনক সংবাদ।

পূর্ব্ব ভাগের প্রথম পাদে।

১ সৃষ্টির সংক্ষেপ বর্ণন, এবং নানা ধর্ম্ম কথা।

পূর্ব্ব ভাগের দ্বিতীয় পাদে।

১ মোক্ষ ধর্ম্ম কথনে মোক্ষোপায় নিরূপণ ২ বেদাঙ্গ কথন ৩ সনন্দন কর্তৃক নারদ প্রতি শুকোৎপত্তি কথন ৪ মহাতন্ত্রে পশুপাশ বিমোচন ৫ মন্ত্র শোধন ৬ দীক্ষা ৭ মন্ত্রোদ্ধার পূজা প্রয়োগ কবচ বিষ্ণুর সহস্র নাম এবং স্তোত্র ৮ গণেশ সূর্য্য বিষ্ণু শিব এবং শক্তির ক্রমশ উপাখ্যান কথন।

পূর্ব্ব ভাগের তৃতীয় পাদে।

১ নারদ ও সনৎকুমার সংবাদ ২ পুরাণ লক্ষণ প্রমাণ এবং দান কাল কথন ৩ চৈত্রাদি মাসের প্রতিপদাদি তিথি ব্রত বিস্তার কথন।

পূর্ব্ব ভাগের চতুর্থ পাদে।

১ সনাতন কর্ত্তৃক নারদের প্রতি বৃহদাখ্যান কথন।

উত্তর ভাগে।

১ একাদশী ব্রত বিষয়ক প্রশ্ন ২ বশিষ্ঠ এবং মান্ধাতার সংবাদ ৩ রুক্মাঙ্গদের কথা ৪ মোহিনীর উৎপত্তি এবং সংবাদ ৫ মোহিনীর প্রতি বসুর শাপ এবং উদ্ধার ৬ গঙ্গার পুণ্য কথা ৭ গয়া যাত্রা ৮ কাশীর মাহাত্ম্য ৯ পুরুষোত্তম বর্ণন ১০ ক্ষেত্র যাত্রা এবং অন্যান্য বহু কথা ১১ প্রয়াগ মাহাত্ম্য ১২ কুরুক্ষেত্র মাহাত্ম্য ১৩ হরিদ্বার মাহাত্ম্য ১৪ কামোদা আখ্যান ১৫ বদরী তীর্থ মাহাত্ম্য ১৬ কামাখ্যা মাহাত্ম্য ১৭ প্রভাস মাহাত্ম্য ১৮ পুরাণ আখ্যান ১৯ গৌতমাখ্যান ২০ বেদ পাদ স্তব ২১ গোকর্ণ ক্ষেত্র মাহাত্ম্য ২২ লক্ষ্মণের আখ্যান ২৩ সেতু মাহাত্ম্য ২৪ নর্ম্মদা মাহাত্ম্য ২৫ অবন্তী মাহাত্ম্য ২৬ মথুরা মাহাত্ম্য ২৭ বৃন্দাবন মাহাত্ম্য ২৮ ব্রহ্মার নিকটে বসুর গমন ২৯ মোহিনী চরিত্র কথন।

ফলশ্রুতি।

এই পুরাণ শ্রবণ করিলে কিম্বা শ্রবণ করাইলে ব্রহ্মধাম প্রাপ্তি হয়। ইহার অনুক্রমণিকা শ্রবণ করিলে কি শ্রবণ করাইলে স্বর্গ লাভ হয়। আর এই পুরাণ আশ্বিনী পূর্ণিমায় সপ্ত ধেনুযুক্ত করিয়া উত্তম ব্রাহ্মণকে দান করিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় ইতি।

সপ্তম—মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

৯০০০ সহস্র শ্লোক।

১ মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক জৈমিনিকে পক্ষিদিগের নিকট প্রেরণ ২ধর্ম্ম পক্ষি সকলের জন্ম নিরূপণ ৩ ঐ পক্ষিদিগের পূর্ব্ব জন্ম কথা ৪ সূর্য্যের বিক্রিয়া কথন ৫ বলদেবের তীর্থ যাত্রা ৬ দ্রৌপদেয় কথা ৭ হরিশ্চন্দ্রের পুণ্য কথা ৮ আড়ি-বক নামে যুদ্ধের কথা ৯ পিতা পুত্রের কথা ১০ দত্তাত্রেয়ের কথা ১১ হৈহয়ের চরিত্র এবং মাহাত্ম্য ১২ মদালসার কথা ১৩ অলর্কের চরিত্র ১৪ ষষ্ঠী সংকীর্ত্তন ১৫ নয় প্রকার পুণ্যের কথা ১৬ কতিপয় অন্ত কাল নির্দ্দেশ ১৭ পক্ষি সৃষ্টি নিরূপণ ১৮ রুদ্রাদি সৃষ্টি ১৯ দ্বীপ এবং বর্ষের কথা ২০ মনুদিগের কথা ও তাহার মধ্যে অষ্টম মন্বন্তরে দেবী মাহাত্ম্য কথা ২১ প্রণবোৎপত্তি কথা, বেদ এবং তেজের জন্ম ২২ মার্ত্তণ্ডের জন্ম ও মাহাত্ম্য ২৩ বৈবস্বতের চরিত্র সহিত বৎসমীর চরিত্র ২৪ খনিত্রের পুণ্য কথা ২৫ অবক্ষতের চরিত্র ২৬ কিমিচ্ছ ব্রত ২৭ অবিনাশ চরিত্র ২৮ ইক্ষ্বাকু চরিত্র ২৯ তুলসীর চরিত্র ৩০ রাম চন্দ্রের উত্তম কথা ৩১ কুশ বংশের আখ্যান ৩২ সোম বংশের কথা ৩৩ পুরুরবার কথা ৩৪ নহুষের অদ্ভুত কথা ৩৫ যযাতির চরিত্র ৩৬ যদু বংশের কীর্ত্তন ৩৭ শ্রীকৃষ্ণের বাল চরিত্র ৩৮ মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র ৩৯ দ্বারকার চরিত্র ৪০ সকল অবতারের কথা ৪১ সাংখ্যযোগ উদ্দেশ ৪২ প্রপঞ্চ এবং অসত্য কীর্ত্তন ৪৩ মার্কণ্ডেয় চরিত্র ৪৪ পুরাণ শ্রবণ ফল।

ফলশ্রুতি।

এই পুরাণ লেখাইয়া সুবর্ণ করি সংযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে ব্রহ্ম পদ পায় এবং ভক্তি পূর্ব্বক শ্রবণ

করিলে কিম্বা শ্রবণ করাইলে মার্কণ্ডেয়ের তুল্য গতি প্রাপ্তি ও বাঞ্ছিত ফল হয়। ইতি।

অষ্টম—অগ্নি পুরাণ।

১৫০০০ সহস্র শ্লোক। ঈশান কল্প কথা বশিষ্ঠ নল উপাখ্যান।

১ পুরাণ প্রশ্ন ২ সর্ব্ব অবতার কথা ৩ সৃষ্টি প্রকরণ কথন ৪ বিষ্ণু পূজাদি বিধি ৫ অগ্নি পূজা মন্ত্র ও মুদ্রাদি লক্ষণ ৬ দীক্ষা বিধান ৭ অভিষেক কথন ৮ মণ্ডল কল্পের লক্ষণ ৯ কুশমার্জন ১০ পবিত্র রোপণ বিধি ১১ দেবালয় করণ বিধি ১২ শালগ্রাম পূজা এবং লক্ষণ কথন ১৩ প্রতিষ্ঠা প্রকরণ ১৪ ন্যাসাদি বিধি ১৫ বিনায়ক দীক্ষা বিধি ১৬ অন্যান্য কথন ১৭ দেব প্রতিষ্ঠা বিধি ১৮ ব্রহ্মাণ্ড নিরূপণ ১৯ গঙ্গাদি তীর্থ মাহাত্ম্য ২০ দ্বীপ বর্ণন ২১ ঊর্দ্ধ এবং অধো লোক রচনা ২২ জ্যোতিষ চক্র নিরূপণ ২৩ জ্যোতিষ শাস্ত্র বর্ণন ২৪ যুদ্ধ জয় করণ শাস্ত্র ২৫ ষট্ কর্ম্ম কথা ২৬ মন্ত্র যন্ত্র ঔষধ প্রকরণ ২৭ কুব্জিকাদির অর্চ্চনা ২৮ ছয় প্রকার ন্যাস বিধি ২৯ কোটি হোম বিধান এবং তাহার বিস্তার নিরূপণ ৩০ ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম ৩১ শ্রাদ্ধ কল্প বিধি ৩২ গ্রহ যজ্ঞ ৩৩ বেদোক্ত এবং স্মৃত্যুক্ত কর্ম্ম ৩৪ প্রায়শ্চিত্ত কথন ৩৫ তিথি সকলে ব্রতাদি কথন ৩৬ বারের ব্রত ৩৭ নক্ষত্রের ব্রত ৩৮ মাসের ব্রত ৩৯ দীপ দান বিধি ৪০ নূতন ব্যূহার্চ্চন প্রকরণ ৪১ নরক নিরূপণ ৪২ ব্রত এবং দান নিরূপণ ৪৩ নাড়ী চক্র বর্ণন ৪৪ সন্ধ্যা বিধি ৪৫ গায়ত্রীর অর্থ ৪৬ শিবলিঙ্গের স্তোত্র ৪৭ রাজাভিষেক মন্ত্র ৪৮ রাজধর্ম্ম এবং রাজকার্য্য ৪৯ রাজার অধ্যয়ন ৫০ শকুন্যাদি শুভাশুভ দৃষ্টি নিরূপণ ৫১ মণ্ডলাদির নির্দ্দেশ

৫২ রণ দীক্ষা বিধি ৫৩ শ্রীরামোক্ত নীতি ৫৪ রত্ন লক্ষণ ৫৫ ধনুর্ব্বিদ্যা ৫৬ ব্যবহার নিরূপণ ৫৭ দেবাসুর বিমর্দ্দনের আখ্যান ৫৮ আয়ুর্ব্বেদ নিরূপণ ৫৯ গজাদির চিকিৎসা, রোগ এবং আরোগ্য কথন ৬০ গো অশ্বাদির চিকিৎসা ৬১ নানা পূজা প্রকরণ ৬২ বিবিধ শান্তি ৬৩ ছন্দঃশাস্ত্র ৬৪ সাহিত্য শাস্ত্র ৬৫ একার্ণবাদি শাস্ত্র সমাখ্যান ৬৬ প্রসিদ্ধ শিষ্টানুশাসন ৬৭ ধনাগার এবং সৃষ্ট্যাদি বর্গ ৬৮ প্রলয়ের লক্ষণ ৬৯ শারীরিক নিরূপণ ৭০ নরক বর্ণন ৭১ যোগশাস্ত্র ৭২ ব্রহ্ম জ্ঞান ৭৩ পুরাণ শ্রবণ মাহাত্ম্য।

ফলশ্রুতি।

এই পুরাণ লিখিয়া অগ্রহায়ণ মাসে স্বর্ণ কমল সহিত অথবা তিল ধেনু করিয়া পুরাণবিৎ ব্রাহ্মণকে দান করিলে স্বর্গ লাভ হয় এবং এই পুরাণ শ্রদ্ধা করিয়া শ্রবণ করিলে কিম্বা শ্রবণ করাইলে সকল পাপ ক্ষয় হয়। আর ভক্তি যুক্ত হইয়া এই পুরাণের অনুক্রমণিকা পাঠ করিলে সকল পুরাণ পাঠের ফল লভ্য হয় ইতি।

নবম—ভবিষ্য পুরাণ।

পঞ্চ পর্ব্বে ১৪০০০ সহস্র শ্লোক। অঘোর কল্প বৃত্তান্ত। নানা আশ্চর্য্য কথা। প্রথম পর্ব্ব ব্রাহ্ম্য পর্ব্ব। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম পর্ব্ব একত্র উক্ত হইয়াছে।

প্রথম পর্ব্বে।

সূত শৌনক সম্বাদে।

১ পুরাণ প্রশ্ন ২ নানা আখ্যান যুক্ত সূর্য্যের চরিত্র বর্ণন ৩ তন্মধ্যে সৃষ্ট্যাদি লক্ষণ ৪ পুস্তক লেখক এবং লিখনের লক্ষণ ৫ সকল প্রকার সংস্কারের লক্ষণ ৬ প্রতিপদাদি তিথি এবং সপ্ত কল্পের কথন ৭ বিষ্ণু

বিষয়ে অষ্টম্যাদি শেষ কল্প কথা ৮ শৈব বিষয়ে ইচ্ছা-ধীন, ভিন্ন ভিন্ন কল্প সকলের কথন ৯ সৌর বিষয়ে শেষের কথা ১০ নানা আখ্যান যুক্ত প্রতি সৃষ্টির নাম বর্ণন ১১ পুরাণের উপসংহার এবং পঞ্চ পর্ব্ব কথন। অপর এই পর্ব্ব মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ে ব্রহ্মার মহিমার আধিক্য কথন।

দ্বিতীয় পর্ব্বে।

ভোগ বিষয়ে শিব মাহাত্ম্য কথন।

তৃতীয় পর্ব্বে।

মোক্ষ বিষয়ে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কথন।

চতুর্থ পর্ব্বে।

চতুর্ব্বর্গ বিষয়ে সূর্য্য মাহাত্ম্য কথন।

পঞ্চম পর্ব্বে।

সর্ব্ব কথাযুক্ত প্রতি সর্গ বর্ণন।

এই পুরাণে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের গুণ তারতম্যে রূপ ভেদ এবং সকল দেবতার সমতা বর্ণিত আছে।

ফলশ্রুতি।

এই পুরাণ লিখিয়া পৌষী পূর্ণিমায় গুড় ধেনু করিয়া স্বর্ণ বস্ত্র মাল্য সহিত পুরাণ পাঠক ব্রাহ্মণকে দান করিলে এবং শ্রবণ কিম্বা পাঠ করিলে সকল ঘোর পাপ হইতে বিমুক্তি পায় এবং ব্রহ্ম পদ প্রাপ্তি হয়। আর এই পুরাণের অনুক্রমণিকা পাঠ কিম্বা শ্রবণ করিলে ভক্তি মুক্তি লভ্য হয় ইতি।

দশম—ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ।

চারি খণ্ডে ১৮০০০ সহস্র শ্লোক। প্রথম ব্রহ্ম খণ্ড। দ্বিতীয় প্রকৃতি খণ্ড। ততীয় গণেশখণ্ড। চতুর্থ শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড।

সূত ঋষি সংবাদ।

প্রথম ব্রাহ্ম খণ্ডে।

১ সৃষ্টি প্রকরণ ২ নারদ ও ব্রহ্মার বিবাদ এবং শাপান্ত ৩ নারদের শিব লোকে গমন এবং গান শিক্ষা ৪ শিবাদেশে মরীচির সহিত নারদের সাবর্ণি প্রবোধার্থ সিদ্ধাশ্রমে গমন।

দ্বিতীয় প্রকৃতি খণ্ডে।

১ সাবর্ণি নারদ সংবাদ ২ শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য যুক্ত নানাখ্যান ৩ প্রকৃতির অংশ ও কলা সকলের মাহাত্ম্য বর্ণন ৪ তাঁহাদিগের পূজাদি বিস্তার ও মাহাত্ম্য বর্ণন।

তৃতীয় গণেশ খণ্ডে।

১ গণেশ জন্মের প্রশ্ন ২ পুণ্যক ব্রত কথন ৩ পার্ব্বতী হইতে কার্ত্তিক এবং গণেশের জন্ম ৪ কার্ত্তবীর্য্যের চরিত্র ৫ পরশুরামের বিবরণ ৬ জমদগ্নি এবং গণেশের আশ্চর্য্য বিবাদ।

চতুর্থ শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে

১ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম প্রশ্ন এবং জন্মের কথা ২ গোকুলে গমন ৩ পূতনাদির বধ ৪ বাল্য কৌমার বিবিধ লীলা বর্ণন ৫ শরৎ কালে গোপী সহিত রাসক্রীড়া ৬ শ্রীরাধিকা সহিত নির্জ্জনে ক্রীড়া বিস্তার বর্ণন ৭ অক্রূর সহিত হরির মথুরা গমন ৮ কংসাদি বধ ৯ দ্বিজ সংস্কার ১০ সন্দীপনির নিকট বিদ্যোপার্জ্জন ১১ কাল যবন বধ ১২ দ্বারকায় গমন ১৩ নরকাদি বধ বর্ণন।

ফলশ্রুতি।

এই পুরাণ লিখিয়া মাঘ মাসে ধেনু সহিত ব্রাহ্মণকে দান করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় এবং অজ্ঞান বন্ধন

হইতে মুক্তি পায়। আর ইহা পাঠ কিম্বা শ্রবণ করিলে সংসার বন্ধন ক্ষয় হয়। অপর এই পুরাণের অনুক্রমণিকা পাঠ করিলে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে বাঞ্ছিত ফল লাভ হয় ইতি।

একাদশ—লিঙ্গ পুরাণ।

পূর্ব্ব এবং উত্তর দুই ভাগে ১১০০০ সহস্র শ্লোক।

শিব মাহাত্ম্য প্রকাশক অগ্নি কল্প কথা।

পূর্ব্ব ভাগে।

১ পুরাণারম্ভে সৃষ্টি বিষয়ক সংক্ষেপ প্রশ্ন ২ যোগাখ্যান ৩ কল্পাখ্যান ৪ লিঙ্গের উদ্ভব এবং পূজা ৫ সনৎকুমার ও শৈলাদির সংবাদ ৬ দধীচির চরিত্র ৭ যুগধর্ম্ম নিরূপণ ৮ ভুবন কোষ কথন ৯ সূর্য্য বংশ এবং সোম বংশ বর্ণন ১০ সৃষ্টি বর্ণন এবং ত্রিপুরের আখ্যান ১১ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কথন ১২ পশুপাশ বিমোক্ষণ ১৩ শিব ব্রত ১৪ সদাচার নিরূপণ ১৫ প্রায়শ্চিত্ত কথন ১৬ শ্রীশৈল বর্ণন ১৭ অন্ধকের আখ্যান ১৮ বরাহ চরিত্র ১৯ নৃসিংহ চরিত্র ২০ জলন্ধর বধ ২১ শিব সহস্র নাম ২২ দক্ষ যজ্ঞ বিনাশ ২৩ কামদেবের দহন ২৪ গিরিজা সহ শিব বিবাহ ২৫ বিনায়কের আখ্যান ২৬ শিব নৃত্য ২৭ উপমন্যু কথা।

উত্তর ভাগে।

১ বিষ্ণু মাহাত্ম্য ২ অম্বরীষ কথা ৩ সনৎকুমার নন্দীশ সংবাদ ৪ শিব মাহাত্ম্য ৫ স্নান যাগাদি বর্ণন ৬ সূর্য্য পূজা বিধি ৭ শিব পূজা ৮ বহু বিধ দানাদি বিধি ৯ শ্রাদ্ধ প্রকরণ ১০ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা প্রকরণ ১১ ঘোরতমের কথা ১২ ব্রজেশ্বরী মহা বিদ্যা গায়ত্রী মহিমা বর্ণন ১৩ ত্র্যম্বক মাহাত্ম্য ১৪ পুরাণ শ্রবণ মাহাত্ম্য।

ফলশ্রুতি।

এই পুরাণ লেখাইয়া ফাল্গুনী পূর্ণিমায় তিল ধেনু করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দান করিলে জরা মরণ বর্জ্জিত হইয়া শিব সাযুজ্য প্রাপ্তি হয়। অপর এই পুরাণ পাঠ বা শ্রবণ করিলে নানা ভোগ করিয়া অন্তে শিব লোকে গমন হয়। আর ইহার অনুক্রমণিকা শ্রবণ কি পাঠ করিলে শ্রোতা এবং পাঠক উভয়েতেই শিবভক্ত হয়েন এবং বহু কাল স্বর্গ ভোগ করেন ইতি।

দ্বাদশ—বরাহ পুরাণ।

পূর্ব্ব এবং উত্তর দুই ভাগে ২৪০০০ সহস্র শ্লোক। বিষ্ণু মাহাত্ম্য বর্ণন। ভূমি বরাহ সংবাদ। মানবকল্প প্রসঙ্গ।

পূর্ব্ব ভাগে।

১ আদিকৃত বৃত্তান্তে বৃত্তোর চরিত্র কথন ২ দুর্জ্জয়ের প্রতি শ্রাদ্ধকল্প কথা ৩ মহাতপস্যার আখ্যান ৪ গৌরীর উৎপত্তি কথন ৫ বিনায়কের কথা ৬ নাগের কথা ৭ সেনানী এবং আদিত্যের কথা ৮ দেবীগণের কথা ৯ কুবের গণ সকলের কথা ১০ বৃষের কথা ১১ সত্যতপসের কথা ১২ ব্রতের আখ্যান ১৩ অগস্ত্যগীতা ১৪ রুদ্রগীতা ১৫ মহিষাসুর বধে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিবের শক্তি এবং মাহাত্ম্য কথন ১৬ পর্ব্বাধ্যায় ১৭ শ্বেত উপাখ্যান ১৮ গো দান কথা ১৯ ভগবদ্ধর্ম্ম কথন ২০ ব্রত এবং তীর্থ কথা ২১ বত্রিশ অপরাধের কথা ২২ শারীরিক প্রায়শ্চিত্ত ২৩ সকল তীর্থের মহিমা ২৪ মথুরা মাহাত্ম্য বিশেষ বর্ণন ২৫ ঋষিপুত্রের প্রসঙ্গাধীন যমলোকের বর্ণন ২৬ কর্ম্মবিপাক ২৭ বিষ্ণুব্রতনিরূপণ ২৮ গোকর্ণ মাহাত্ম্য।

উত্তর ভাগে।

১। পুলস্ত্য কুরুরাজ সংবাদে সকল তীর্থের মাহাত্ম্য পৃথক এবং বিস্তারিত রূপে বর্ণন ২ অশেষ ধর্ম্মাখ্যান ৩ পৌষ্করের পুণ্য কথা।

ফল শ্রুতি।

এই পুস্তক লিখিয়া চৈত্রী পূর্ণিমায় কাঞ্চনের গরুড় এবং তিল ধেনু সমন্বিত করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দান করিলে বৈষ্ণব ধাম প্রাপ্তি হয়, এবং দেবতা ও ঋষিগণের দ্বারা বন্দিত হয়। অপর এই পুরাণ পাঠ করিলে কিম্বা শ্রবণ করিলে ভগবানে ভক্তি হয়। আর ইহার অনুক্রমণিকা পাঠ কি শ্রবণ করিলে সংসার নাশিনী বিষ্ণুভক্তি লভ্য হয় ইতি।

ত্রয়োদশ—স্কন্দ পুরাণ।

সপ্ত খণ্ডে ৮১০০০ সহস্র শ্লোক।

১ মাহেশ্বর খণ্ড ২ বৈষ্ণব খণ্ড ৩ ব্রহ্মখণ্ড ৪ কাশীখণ্ড ৫ অবন্তী খণ্ড ৬ নাগর খণ্ড ৭ প্রভাসখণ্ড।

এই পুরাণে কার্ত্তিকেয় মাহেশ্বর ধর্ম্ম কহিয়াছেন।

প্রথম মাহেশ্বর খণ্ডে।

প্রায় ১২০০০ সহস্র শ্লোক।

১ কেদার মাহাত্ম্য ২ দক্ষ যজ্ঞ কথা ৩ শিবলিঙ্গ অর্চ্চন ফল ৪ সমুদ্রমন্থন ৫ দেবেন্দ্র চরিত্র ৬ পার্ব্বতীর উপাখ্যান এবং বিবাহ ৭ কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি ৮ তারকাসুরের যুদ্ধ ৯ পাশুপতের আখ্যান ১০ চণ্ডাখ্যান ১১ দূত প্রবর্ত্তন ১২ নারদের সমাগম ১৩ কুমারের মাহাত্ম্য ১৪ পঞ্চতীর্থ কথা ১৫ ধর্ম্মবর্ম্ম-নৃপাখ্যান ১৬ নদী এবং সাগর কীর্ত্তন ১৭ ইন্দ্রদ্যুম্ন কথা ১৮ নাড়ীজঙ্ঘ কথা

১৯ পৃথিবীর প্রাদুর্ভাব ২০ দমনকের কথা ২১ মহীসাগর সংযোগ ২২ কুমারেশের কথা ২৩ নানা আখ্যান যুক্ত তারকের যুদ্ধ ২৪ তারকের বধ ২৫ পঞ্চলিঙ্গ নিবেশ ২৬ দ্বীপাখ্যান ২৭ ঊর্দ্ধ লোকের স্থিতি ২৮ ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি এবং পরিমাণ ২৯ বর্কেরেশের কথা ৩০ মহাকালের সমুদ্ভব এবং অদ্ভুত কথা ৩১ বাসুদেবের মাহাত্ম্য ৩২ কবি তীর্থ বর্ণন ৩৩ নানাতীর্থের কথা ৩৪ গুপ্তক্ষেত্রের কথা ৩৫পাণ্ডবদিগের পুণ্যকথা ৩৬ মহাবিদ্যা প্রসাধন ৩৭ তীর্থ যাত্রা সমাপ্তি ৩৮ অরুণাচল মাহাত্ম্য ৩৯ সনক এবং ব্রহ্মার কথা ৪০ গৌরীর তপস্যা এবং তীর্থ নিরূপণ ৪১ মহিষাসুর পুত্রের আখ্যান এবং তাহার অদ্ভুত বধ ৪২ শোণাচলে ভগবতীর নিত্য অবস্থান কথন।

দ্বিতীয় বৈষ্ণব খণ্ডে।

১ ভূমিবরাহ আখ্যানে রোচক কুণ্ডের মাহাত্ম্য ২ কমলার কথা ৩ শ্রীনিবাসের স্থিতি ৪ কুলাল আখ্যান ৫ সুবর্ণ মুখরী কথা ৬ নানাখ্যান যুক্ত ভারদ্বাজ কথা ৭ মতঙ্গা জনসম্বাদ ৮ উৎকলে পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য ৯ মার্কণ্ডেয় কথা ১০ অম্বরীষের কথা ১১ ইন্দ্রদ্যুম্নের আখ্যান ১২ বিদ্যানতি কথা ১৩ জৈমিনির কথা ১৪ নারদের কথা ১৫ নীলকণ্ঠের আখ্যান ১৬ নৃসিংহের বর্ণন ১৭ রাজার অশ্বমেধের কথা এবং ব্রহ্মলোক গতি ১৮ রথ যাত্রা বিধি এবং জন্ম ও স্নান যাত্রা বিধি ১৯ দক্ষিণা মূর্ত্তি আখ্যান ২০ গুণ্ডিচা আখ্যান ২১ রথ রক্ষার বিধান ২২ শয়নোৎসব বর্ণন ২৩ মন্ত্রোক্ত শ্বেতোপাখ্যান ২৪ শক্রোৎসব ২৫ দোলোৎসব ২৬ ভগবানের সাংবৎসরিক ব্রত কথন ২৭ অলক নিয়োক কৃত বিষ্ণু পূজা ২৮ মোক্ষ সাধন মন্ত্রোক্ত নানা যোগ নিরূপণ ২৯ দশাবতার কথা ৩০ স্নানাদি কীর্ত্তন

৩১ বদরিকা মাহাত্ম্য ৩২ বৈনতেয় শিলাজাত অগ্ন্যাদি তীর্থ মাহাত্ম্য ৩৩ ভগবানের বাসের কারণ কপালমোচন তীর্থের কথা ৩৪ পঞ্চধারা তীর্থ কথা ৩৫ মেরু সংস্থাপন ৩৬ কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে মদলালসার মাহাত্ম্য ৩৭ ধূম্র-কেশের আখ্যান ৩৮ কার্ত্তিক মাসের দিনকৃত্য ৩৯ ভীষ্ম পঞ্চক ব্রত আখ্যান ৪০ তীর্থমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে স্নান বিধান ৪১ পুণ্ড্রাদি কীর্ত্তন এবং মালাধারণ কথা ও পঞ্চামৃত স্নান এবং ঘন্টা বাদনাদি ফল ৪২ নানা পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনফল ৪৩ তুলসী দলে অর্চ্চনফল ৪৪ নৈবেদ্য মাহাত্ম্য ৪৫ হরি বাসর বর্ণন ৪৬ অখণ্ডৈকাদশী এবং জাগরণ মাহাত্ম্য ৪৭ মৎস্যোৎসব বিধান ৪৮ নাম মাহাত্ম্য ৪৯ ধ্যানাদি পুণ্যকথা ৫০ মথুরা তীর্থ মাহাত্ম্য ৫১ দ্বাদশ বনের মাহাত্ম্য ৫২ শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্য ৫৩ বজ্র শাণ্ডিল্য সম্বাদ ৫৪ অন্তর্লীলা কথন ৫৫ মাঘে স্নান দান জপ মাহাত্ম্য ও নানাখ্যান ৫৬ বৈশাখ মাহাত্ম্য ৫৭ শয্যাদান ফল ৫৮ জলদান ফল ৫৯ কামাখ্যা বর্ণন ৬০ শ্রুতদেবের চরিত্র ৬১ ব্যাধের উপাখ্যান ৬২ অক্ষয় তৃতীয়াদির বিশেষ পুণ্য কীর্ত্তন ৬৩ অযোধ্যা মাহাত্ম্যে চক্র ব্রহ্ম তীর্থ প্রসঙ্গে ঋণের প্রতি বিমোক্ষ কথায় আধার সহস্রের এবং স্বর্গ দ্বার চন্দ্র হরি ও ধর্ম্ম হরির বর্ণন ৬৪ স্বর্ণ বৃষ্টির আখ্যান ৬৫ তিলদ্বার সহিত সরযূর মিলন কথা ৬৬ সীতাকুণ্ড কথা ৬৭ গুপ্ত হরির কথা ৬৮ সরযূর ঘর্ঘরার আখ্যান ৬৯ গো-প্রতার ৭০ দুগ্ধোদ ও ৭১ গুরুকুণ্ডাদি পঞ্চ তীর্থের কথা ৭২ ঘোষার্কাদি ত্রয়োদশ তীর্থ বর্ণন ৭৩ গয়া কূপের মাহাত্ম্য ৭৪ মাণ্ডব্যের আশ্রম ও পূর্ব্ব তীর্থ বর্ণন ৭৫ অজিতাদি মানসাদি অসংখ্য তীর্থ বর্ণন।

তৃতীয় ব্রহ্ম খণ্ডে।

১ সেতু মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে স্নান এবং দর্শন জন্য ফল কথন ২ গালবের তপস্যা ৩ রাক্ষসাখ্যান ৪ চক্র তীর্থ মাহাত্ম্য ৫ দেবী পতন কথা ৬ বেতাল তীর্থ মাহাত্ম্য ৭ পাপ নাশাদি তীর্থ কথন ৮ মঙ্গলাদি তীর্থ মাহাত্ম্য ৯ ব্রহ্ম কুণ্ড বর্ণন ১০ হনূমৎ কুণ্ড মহিমা ১১ অগস্ত্য তীর্থ ফল ১২ রাম তীর্থ কথন ১৩ লক্ষ্মী তীর্থ নিরূপণ ১৪ শঙ্খাদি তীর্থ মহিমা ১৫ সাধ্যামৃত তীর্থ মহিমা ১৬ ধনুষ্কোট্যাদি তীর্থ মহিমা ১৭ ক্ষীর কুণ্ডাদি মাহাত্ম্য ১৮ গায়ত্র্যাদি তীর্থ মাহাত্ম্য ১৯ রামনাথ মহিমা এবং তত্ত্বজ্ঞানো-পদেশ ২০ সেতু যাত্রাভিধান ২১ ধর্ম্মারণ্য মাহাত্ম্য এবং তৎস্থানের সম্ভূতি ও পুণ্য কথা ২২ কর্ম্ম সিদ্ধের আখ্যান ২৩ ঋষি বংশ ২৪ অপ্সরা তীর্থ মাহাত্ম্য ২৫ বর্ণ এবং আশ্রম সকলের ধর্ম্ম ও তত্ত্ব নিরূপণ ২৬ দেব স্থান বিভাগ ২৭ বকুলার্কের কথা ২৮ এবং তথায় ছত্রা নন্দা শান্তা শ্রীমাতা এবং মতঙ্গিনী দেবীর অবস্থিতি ২৯ ইন্দ্রেশ্বরাদির মাহাত্ম্য ৩০ দ্বারকাদি নিরূপণ ৩১ লোহাসুরের আখ্যান ৩২ গঙ্গা কূপ নিরূপণ ৩৩ শ্রীরাম চরিত্র ৩৪ সত্য মন্দির বর্ণন ৩৫ জীর্ণ মন্দিরাদি উদ্ধার কথা ৩৬ শাসন প্রতি-পাদন ৩৭ জাতি ভেদ কথন ৩৮ স্মৃতিধর্ম্ম নিরূপণ ৩৯ নানা খ্যানে বৈষ্ণব ধর্ম্ম নিরূপণ ৪০ চাতুর্ম্মাস্যের সকল ধর্ম্ম নিরূপণ ৪১ দান প্রশংসা ৪২ ব্রত মহিমা ৪৩ তপস্যা পূজা এবং সচ্ছত্র কথন ৪৪ প্রকৃতির আখ্যান ৪৫ শালগ্রাম নিরূপণ ৪৬ তারকাসুর বধের উপায় ৪৭ লক্ষ্মীর অর্চনা এবং মহিমা ৪৮ বিষ্ণুর শাপে বৃক্ষত্ব প্রাপ্তি এবং পার্ব্ব-তীর অনুনয় ৪৯ মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য, রাম নাম নিরূপণ ৫০ হর লিঙ্গের পতন ৫১ জবনের কথা ৫২ পার্ব্বতীর

জন্ম ও চরিত্র ৫৩ তারকের বধ ৫৪ প্রণবের ঐশ্বর্য্য কথন ৫৫ দ্বারকার চরিত্র ৫৬ দক্ষ যজ্ঞ সমাপ্তি ৫৭ দ্বাদশ অক্ষরের নিরূপণ ৫৮ জ্ঞানযোগের আখ্যান ৫৯ দ্বাদশ আদিত্যের মহিমা ৬০ মনুষ্যের সুখদ শ্রবণাদি পুণ্য কথা।

তৃতীয় ব্রহ্ম খণ্ডের উত্তর ভাগে।

১ শিবের অদ্ভুত মাহাত্ম্য ২ পঞ্চাক্ষরের মহিমা ৩ গোকর্ণ মহিমা ৪ শিব রাত্রের মহিমা ৫ প্রদোষ ব্রত কীর্ত্তন ৬ সোমবার ব্রত ৭ সীমন্তিনীর কথা ৮ ভদ্রায়ুর উৎপত্তি কথন ৯ সদাচার নিরূপণ ১০ শিব ধর্ম্ম কথা ১১ ভদ্রায়ুর বিবাহ এবং মহিমা ১২ ভস্ম মাহাত্ম্য ১৩ শবরাখ্যান ১৪ উমা মাহেশ্বর ব্রত ১৫ রুদ্রাক্ষ মাহাত্ম্য ১৬ রুদ্রাধ্যায় মাহাত্ম্য শ্রবণাদির পুণ্য কথন।

চতুর্থ কাশী খণ্ডে।

বিষ্ণু নারদ সম্বাদ।

১ সত্যলোকের প্রভাব ২ অগস্ত্যাশ্রমে দেবতা সকলের আগমন ৩ পতিব্রতা চরিত্র ৪ তীর্থ যাত্রার প্রশংসা ৫ সপ্ত পুরীর আখ্যান ৬ যম পুরী নিরূপণ ৭ শিব শর্ম্মার ধ্রুবলোক ইন্দ্র লোক অগ্নিলোক প্রাপ্তি ৮ অগ্নির উদ্ভব ৯ ক্রব্যাদ হইতে বরুণের সম্ভব ১০ গন্ধবতী অলকাপুরী এবং ঈশ্বরীর উদ্ভব, চন্দ্র মঙ্গল বুধ এবং রবি আদি লোকের উদ্ভব ১১ সপ্ত ঋষি এবং ধ্রুব ও তপোলোকের বর্ণন ১২ ধ্রুব লোকের পুণ্যকথা ১৩ সত্যলোক নিরূপণ ১৪ স্কন্দ ও অগস্ত্যের আলাপ ১৫ মণিকর্ণিকার উদ্ভব ১৬ গঙ্গার প্রভাব এবং সহস্র নাম ১৭ বারাণসী প্রশংসা ১৮ ভৈরবের আবির্ভাব ১৯ দণ্ডপাণি এবং জ্ঞান রবির উদ্ভব ২০ কলাবতীর আখ্যান ২১ সদাচার নিরূপণ ২২ ব্রহ্মচারির কথা ২৩ স্ত্রীলক্ষণ কথন ২৪ কৃত্যাকৃত্য নির্দ্দেশ ২৫ অবিমুক্তে-

শ্বর বর্ণন ২৬ গৃহস্থ এবং যোগির ধর্ম্ম২৭ কালজ্ঞান ২৮ দিব-দাস কথা ২৯ কাশী বর্ণন ৩০ যোগী চর্চা, লোলার্ক এবং ৩১ শাম্বার্ক কথা ৩২ দ্যুপদার্ক এবং তার্ক্ষ তীর্থ কথা ৩৩ অরুণার্কের উদয় ৩৪ দশাশ্বমেধের আখ্যান ৩৫ মন্দ-রাচল হইতে গণপতির আগমন ৩৬ পিশাচ মোচন আখ্যান ৩৭ গণেশ প্রেরণ ৩৮ গণপতির মায়া প্রকাশ ৩৯ পৃথিবীতে মায়ার প্রাদুর্ভাব ৪০ বিষ্ণু মায়া বিস্তার ৪১ দিবদাস বিমোচন ৪২ পঞ্চ নদোৎপত্তি ৪৩ বিন্দু মাধব সম্ভব ৪৪ বৈষ্ণবতীর্থ আখ্যান ৪৫মহাদেবের কাশিতে আ-গমন ৪৬ জৈগীষব্যের সহিত মহেশের আখ্যান ৪৭ শিব ক্ষেত্র আখ্যান ৪৮ কন্দুকেশ্বর এবং ব্যাঘ্রেশ্বরের উদ্ভব, ৪৯ শৈলেশ্বর ঈশ্বর এবং কৃত্তিবাসের উদ্ভব ৫০ দেবতা সকলের অধিষ্ঠান ৫১ দুর্গাসুরের পরাক্রম ৫২ দুর্গা বিজয় ৫৩ ওঁকারেশ্বর বর্ণন ৫৪ ওঁকার মাহাত্ম্য ৫৫ ত্রিলোচন সমুদ্ভব ৫৬ কেদার আখ্যান ৫৭ ধর্ম্মেশ্বর কথা ৫৮ বীরে-শ্বরের আখ্যান ৫৯ গঙ্গা মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ৬০ বিশ্বকর্ম্মেশ্বর মহিমা ৬১ দক্ষযজ্ঞোদ্ভব ৬২ সতীশ্বর এবং অমৃতেশ্বরের উপাখ্যান ৬৩ পরাশরের ভুজ স্তম্ভ ৬৪ ক্ষেত্র তীর্থ সমূহ বর্ণন ৬৫ মুক্তি মণ্ডপ কথা ৬৬ বিশ্বেশ্বর বিভব ৬৭ যাত্রা পরিক্রম।

পঞ্চম অবন্তী খণ্ডে।

১ মহাকাল যবনের আখ্যান ২ ব্রহ্ম শীর্ষ ছেদ ৩ প্রায়-শ্চিত্ত বিধি ৪ অগ্নির উৎপত্তি এবং দেবতার আগমন ৫ দেব দীক্ষা ৬ নানা পাপ নাশন শিব স্তোত্র ৭ কপাল মোচন আখ্যান এবং মহাকাল বন স্থিতি ৮ কণখলেশ তীর্থ আখ্যান ৯ অপ্সরা কুণ্ডের কথা ১০ সর্গে রুদ্র কুণ্ড উপাখ্যান ১১ কুন্দুড়ংবেশ এবং মর্কটেশ্বর তীর্থ বর্ণন

১২ স্বর্গ দ্বার, চতুঃ সিন্ধু, শঙ্করাক্ষ গন্ধবতী এবং দশাশ্ব-মেধে কালাংশ তীর্থ বর্ণন ১৩ পিশাচকাদি যাত্রা ১৪ হনূমান এবং যমেশ্বর বর্ণন ১৫ মহাকালেশ্বরযাত্রা ১৬ বল্মীকেশ্বর তীর্থ ১৭ ভেষজাখ্য শুক্র তীর্থ কুশস্থলী প্রদক্ষিণ ১৮ অক্রূর, মন্দাকিনী, কপাদ চন্দ্রার্ক বৈভব, করভেশ লড্ডুকেশাদি তীর্থ বর্ণন ১৯ মার্কণ্ডেশ্বর ২০ যজ্ঞ বাপী ২১ সোমেশ ২২ নরকান্তক ২৩ কেদারেশ্বর ২৪ রামেশ্বর ২৫ সৌভাগ্যেশ্বর ২৬ নরার্ক ২৭ কেশার্ক ২৮ শক্তিভেদ ২৯ স্বর্ণাক্ষর মুখ ও ৩০ ওঁকারেশ্বরাদি তীর্থ বর্ণন ৩১ অন্ধক স্তুতি কীর্ত্তন ৩২ কালারণ্যে লিঙ্গ সংখ্যা ৩৩ স্বর্ণ শৃঙ্গ ৩৪ কুশ স্থলী ৩৫ অবন্ত্যাখ্য ৩৬ উজ্জয়িনী ৩৭ পদ্মাবতী ৩৮ কুমদ্বতী ও ৩৯ বৃষাবতী নামক তীর্থ উপাখ্যান ৪০ বিশালা এবং প্রতি কল্য ও ৪১ জ্বর শান্তিক তীর্থ কথন ৪২ শিপ্রা স্নানাদি ফল ৪৩ নাগ কৃত শিব স্তুতি ৪৪ হিরণ্যাক্ষ বধাখ্যান ৪৫ সুন্দর কুণ্ড ৪৬ নীল গঙ্গা ৪৭ পুষ্কর ৪৮ বিন্ধ্য বাসন ৪৯ পুরুষোত্তম ৫০ অধিমাস ৫১ অঘ নাশন ৫২ গোমতী ও ৫৩ বামন এবং কুণ্ড তীর্থ বর্ণন ৫৪ বিষ্ণু সহস্র নাম ৫৫ কাল ভৈরব তীর্থে বীরেশ্বর সরোবর আখ্যান ৫৬ নাগ পঞ্চমীতে নৃসিংহের মহিমা বর্ণন ৫৭ জয়ন্তিকা কুঠারেশ্বর যাত্রা ৫৮ দেব সাধক ও ৫৯ কর্করাজ ৬০ বিঘ্নেশাদি সুরোহণ তীর্থ বিবরণ ৬১ রুদ্র কুণ্ডাদিতে বহু তীর্থ নিরূপণ ৬২ অষ্ট তীর্থ যাত্রা ৬৩ রেবা মাহাত্ম্য ৬৪ ধর্ম্ম পুত্রের বৈরাগ্য বশতঃ মার্কণ্ডেয় সঙ্গম ৬৫ প্রাগলয়ের উপাখ্যান ৬৬ অমৃতার কীর্ত্তন ৬৭ প্রতি কল্পে নর্ম্মদা বর্ণন ৬৮ আর্ষ স্তব ৬৯ নর্ম্মদার স্তব ৭০ কাল রাত্রি কথা ৭১ মহাদেবের স্তুতি ৭২ পৃথক্২ কল্পের অদ্ভুত কথা ৭৩ বিশল্যাখ্যান ৭৪ জালেশ্বর কথা

৭৫ গৌরীব্রত ৭৬ ত্রিপুর দহন কথা ৭৭ দেহ পাত বিধান ৭৮ কাবেরী সঙ্গম ৭৯ দারু তীর্থে ব্রহ্মা ভিন্ন ঈশ্বরের কথা ৮০ অগ্নি ৮১ রবি ৮২ মেঘনাদ ৮৩ দ্বিদারুক ৮৪ দেব ৮৫ নর্ম্মদেশ্বর ৮৬ কপিলাখ্য ৮৭ করঞ্জক ৮৮ কুণ্ডলেশ্বর ৮৯ পিপ্পলাদ ও ৯০ বিমলেশ্বরাদি তীর্থ কথন ৯১ শচীহরণ আখ্যান ৯২ মন্দকের বধ ৯৩ শূল ভেদের উদ্ভব ৯৪ পৃথক্ দান ধর্ম্ম কথন ৯৫ দীর্ঘ তপস আখ্যান ৯৬ ঋষ্য শৃঙ্গ কথা ৯৭ চিত্রসেন কথা ৯৮ কাশীরাজের মোক্ষণ ৯৯ দেব শিলা আখ্যান ১০০ শবরী চরিত্র ১০১ ব্যাধাখ্যান ১০২ পুস্করিণ্যর্ক ১০৩ তাপিত্যেশ্বর ১০৪ শক্র ১০৫ করোটীক ১০৬ কুমারেশ ১০৭ অগস্তেশ ১০৮ মাতৃজ ১০৯ লোকেশ ১১০ ধনদেশ ১১১ মঙ্গলেশ ১১২ কামজ ১১৩ নাগেশ ১১৪ গোপার ১১৫ গৌতম ১১৬ শঙ্খচূড়জ ১১৭ নারদেশ ১১৮ নন্দিকেশ ১১৯ বরুণেশ্বর ১২০ দধি স্কন্ধ ১২১ হনূমন্তেশ্বর ১২২ রামেশ্বর ১২৩ সোমেশ ১২৪ পিঙ্গলেশ্বর ১২৫ ঋণ মোক্ষ ১২৬ কপিলেশ্বর ১২৭ পূতিকেশ্বর ১২৮ জলেশয় ১২৯ চণ্ডার্ক ১৩০ যম ১৩১ কহ্লাড়ীশ ১৩২ নান্দিক ১৩৩ নারায়ণ ১৩৪ কোটীশ্বর ১৩৫ ব্যাস ১৩৬ প্রভাসিক ১৩৭ নাগেশ্বর ১৩৮ সঙ্কর্ষণ ১৩৯ মন্মথেশ্বর ১৪০ এরণ্ডীসঙ্গম ১৪১ সুবর্ণাশীল ১৪২ করঞ্জ ১৪৩ কামহ ১৪৪ ভাণ্ডীর ১৪৫ বাহিনী ভব ১৪৬ চক্র ১৪৭ ধৌত পাপ ১৪৮ স্কান্দ ১৪৯ আঙ্গিরস ১৫০ কোটি ১৫১ অযোনি ১৫২ অঙ্গার ১৫৩ ত্রিলোচন ১৫৪ ইন্দ্রেশ ১৫৫ কম্বুকেশ ১৫৬ সোমেশ ১৫৭ কোহনাংশক ১৫৮ নার্ম্মদ ১৫৯ আর্ক ১৬০ আগ্নেয় ১৬১ ভার্গবেশ্বর ১৬২ ব্রাহ্ম ১৬৩ দেব ১৬৪ ভাগেশ ১৬৫ আদি বারাহ ১৬৬ রামেশ ১৬৭ সিদ্ধেশ ১৬৮ আহল্য ১৬৯ কঙ্কটেশ্বর

১৭০ শাক্র ১৭১ সৌম্য ১৭২ নান্দেশ ১৭৩ তাপেশ ১৭৪ রুক্মিণীভব ১৭৫ যোজনেশ ১৭৬ বরাহেশ ১৭৭ দ্বাদশী তীর্থ ১৭৮ শিব ১৭৯ সিদ্ধেশ ১৮০ মঙ্গলেশ্বর ১৮১ লিঙ্গ বরাহ ১৮২ কুণ্ডেশ ১৮৩ শ্বেত বারাহ ১৮৪ ভার্গবেশ ১৮৫ রবীশ্বর ১৮৬ শুক্লাদি ১৮৭ হুঙ্কার স্বামি ১৮৮ সঙ্গমেশ ১৮৯ নরকেশ ১৯০ মোক্ষ ১৯১ সার্প ১৯২ গোপক ১৯৩ নাগ ১৯৪ শাব ১৯৫ সিদ্ধেশ ১৯৬ মার্কণ্ড ১৯৭ অক্রুর ১৯৮ কামোদ ১৯৯ শূল এবং আরোপ ২০০ মাণ্ডব্য ২০১ গোপকেশ্বর ২০২ কপিলেশ ২০৩ পিঙ্গলেশ ২০৪ ভূতেশ ২০৫ গাঙ্গ ২০৬ গৌতম ২০৭ আশ্বমেধ ২০৮ মৃদুকচ্ছ ২০৯ কেদারেশ্বর ২১০ কণখলেশ ২১১ জালেশ্বর ২১২ শালগ্রাম ২১৩ বরাহ ২১৪ চন্দ্রপ্রভাস ২১৫ আদিত্য ২১৬ শ্রীপতি ২১৭ হংসক ২১৮ মূলস্থান ২১৯ শূলেশ ২২০ আগ্নেয় এবং চিত্র দৈবক ২২১ শিখীশ্বর ২২২ কোটি ২২৩ দশকন্য ২২৪ সুবর্ণক ২২৫ ঋণ মোক্ষ ২২৬ ভার ভূতি ২২৭ পুঙ্খ ২২৮ মুণ্ডিম ২২৯ আমলেশ্বর ২৩০ কপালেশ্বর ২৩১ শৃঙ্গে রুণ্ডী ভব ২৩২ কোটী ২৩৩ ও লোটনেশ্বর তীর্থ বিবরণ ২৩৪ ফলস্তুতি কথন ২৩৫ দৃমি জঙ্গল মাহাত্ম্যে রোহিতাশ্ব কথা ২৩৬ ধুন্ধুমার উপাখ্যান ২৩৭ ধুন্ধুমার বধোপায় ২৩৮ ধুন্ধুমার বধ কথন ২৩৯ চিত্র বহের উদ্ভব এবং ২৪০ মহিমা কথন ২৪১ চণ্ডীশ প্রভাব ২৪২ রতীশ্বর বর্ণন ও কেদারেশ্বর বর্ণন ২৪৩ লক্ষ তীর্থ কথন ২৪৪ বিষ্ণুপদীর উদ্ভব ২৪৫ মুখার ২৪৬ চ্যবনাক্ষ ২৪৭ ব্রহ্ম সরোবর ২৪৮ চক্র ২৪৯ ললিতা ২৫০ বহুগোমখ ২৫১ রুদ্রাবর্ত্ত ২৫২ মার্কণ্ড ২৫৩ রাবণেশ্বর ২৫৪ শুদ্ধপট ২৫৫ দেবান্ধু ২৫৬ প্রেত ২৫৭ জিহ্বোদ ২৫৮ সন্তুতি ও ২৫৯ শিবোদ ভেদ তীর্থ বর্ণন ২৬০ ফল শ্রুতি।

ষষ্ঠ নাগর খণ্ডে।

১ লিঙ্গোৎপত্তি আখ্যান ২ হরিশ্চন্দ্র কথা ৩ বিশ্বামিত্রের মাহাত্ম্য ৪ ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ গতি ৫ হাটকেশ্বর মাহাত্ম্য ৬ বৃত্রাসুর বধ ৭ নাগবিল ও ৮ শঙ্খ তীর্থ কথা ৯ অচলেশ্বর বর্ণন ১০ চমৎকার পুরাখ্যান ১১ গয়শীর্ষ ১২ বালসখ্য ১৩ বালমণ্ড ১৪ মৃগাহ্বয় ১৫ বিষ্ণু পাদ ১৬ গোকর্ণ ১৭ যুগরূপ ১৮ সমাশ্রয় ১৯ সিদ্ধেশ্বর ২০ নাগ সরোবর ২১ সপ্তার্ষেয় ২২ অগস্ত ২৩ ভ্রূণগর্ত্ত নলেশ ২৪ ভৈষ্ম ও ইন্দু বৈর ও অর্ক ২৫ সার্মিষ্ট ২৬ শোভনার্থ ও ২৭ দৌর্গ মান অর্জকেশ্বর তীর্থ বর্ণন ২৮ জমদগ্নির উপাখ্যান ২৯ নৈঃক্ষত্রিয় কথা ৩০ রামহ্রদ ৩১ নাগপুর ৩২ যড়লিঙ্গ ৩৩ যজ্ঞভু ৩৪ মুণ্ডিরাদি ৩৫ ত্রিকার্ক ৩৬ সতী পরিণয়াগেশ ৩৭ যাগেশ বালখিল্য ও ৩৮ গাড় তীর্থ কথন ৩৯ লক্ষ্মীর সপ্তবিংশতি শাপ কথন ৪০ সোম প্রসাদ কথন ৪১ অশ্বা বৃক্ষ ৪২ পাদুকাখ্য ৪৩ আগ্নেয় ৪৪ ব্রহ্মকুণ্ড ৪৫ গোমুখ ৪৬ লোহযষ্ট্যাখ্য ৪৭ অজাপালেশ্বরী ৪৮ শালেশ্বর ৪৯ রাজ বাপী ৫০ রামেশ্বর ৫১ লক্ষ্মণেশ্বর ৫২ কুশেশ্বর ও ৫৩ লবেশ্বর তীর্থ বর্ণন ৫৪ লিঙ্গউপাখ্যান ৫৫ অষ্টযষ্টি সমাখ্যান ৫৬ দময়ন্তী এবং ত্রিজাতক উপাখ্যান ৫৭ রেবতী ৫৮ ভর্তৃকা তীর্থ ৫৯ ক্ষেমঙ্করী ৬০ কেদার ৬১ শুল্ক ৬২ মুখারকণ্ড ৬৩ সত্য সন্ধেশ্বর তীর্থ আখ্যান ৬৪ কর্ণোৎপলানদী কথা ৬৫ অটেশ্বর ৬৬ যাজ্ঞবল্ক্য ৬৭ গৌরী ও ৬৮ গণেশ তীর্থ কথা ৬৯ বাস্তুপদা আখ্যান ৭০ অজাগ্রহ কথা ৭১ সৌভাগ্যাদি কথা ৭২ শূলেশ্বর কথা ৭৩ ধর্ম্মরাজ কথা ৭৪ মিষ্টান্নদেশ্বর আখ্যান ৭৫ গাণপত্য ত্রয়েব কথা ৭৬ জাবালি চরিত্র ৭৭ মকরেশ্বর কথা ৭৮ কালেশ্বরী

এবং ৭৯ অন্ধকা উপাখ্যান ৮০ অপ্সরা কুণ্ড উপাখ্যান ৮১ পুষ্পাদিত্য উপাখ্যান ৮২ রোহিতাশ্ব উপাখ্যান ৮৩ নাগরোৎপত্তি কীর্ত্তন ৮৪ ভার্গব চরিত্র ৮৫ বিশ্বামিত্র চরিত্র ৮৬ সারস্বত, ৮৭ পৈপ্পলাদ ৮৮ কংসারীশ এবং ৮৯ পৌণ্ড্রক তীর্থ বর্ণন ৯০ সাবিত্র্যাখ্যান সহিত ব্রহ্মার যজ্ঞচরিত্র এবং রৈবত ভর্ত্তৃ যজ্ঞাখ্য কথা ৯১ মুখতীর্থ নিরীক্ষণ ৯২ কৌরব ক্ষেত্র ৯৩ হাটকেশ ক্ষেত্র ৯৪ এবং প্রভাস ক্ষেত্র উপাখ্যান ৯৫ পৌষ্কর ক্ষেত্র ৯৬ নৈমিষ ক্ষেত্র এবং ৯৭ ধর্ম্ম অরণ্য ক্ষেত্র এই তিনের কীর্ত্তন ৯৮ বারাণসী ৯৯ দ্বারকা এবং ১০০ অবন্তী এই তিন পুরীর কথন ১০১ বৃন্দাবন ১০২ খণ্ড বারব্য এবং ১০৩ অদ্বৈতাখ্য এই তিন পুরীর কথন ১০৪ কল্প ১০৫ শালগ্রাম এবং ১০৬ নন্দগ্রাম এই তিন গ্রামের উপাখ্যান ১০৭ অসি ১০৮ শুক্ল এবং ১০৯ পিতৃ সংজ্ঞ এই তিন তীর্থের বর্ণন ১১০ শ্চ্যবুর্দা ১১১ রৈবত এবং ১১২ শৈব এই তিন পর্ব্বতের উপাখ্যান ১১৩ গঙ্গা ১১৪ নর্ম্মদা এবং ১১৫সরস্বতী এইতিন নদীর উপাখ্যান, ১১৬ কুপিকাও শঙ্খ ১১৭ অমরক এবং বাল মণ্ডন এই চারি তীর্থেতে হাটকেশ্বর তীর্থ ক্ষেত্রের সম ফল হয় ১১৮ সাম্বাদিত্য ১১৯ শ্রাদ্ধ কল্প ১২০ যুধিষ্ঠির ১২১ আন্ধক ১২২ জলশায়ি ১২৩ চতুর্ম্মাস্য এবং ১২৪ অশূন্য শয়ন ব্রত কথন ১২৫ মঙ্গলেশ ১২৬ শিবরাত্রি ১২৭ তুলাপুরুষ দান ১২৮ পৃথ্বীদান কথন ১২৯ বালকেশ্বর ১৩০ কপাল মোচনেশ্বর ১৩১ পাপপিণ্ড ও ১৩২ সপ্তলিঙ্গ বর্ণন ১৩৩ যুগ পরিমাণাদি কথন ১৩৪ নিম্বেশ শাক ১৩৫ ভার্য্যাখ্যা কথন ১৩৬ একাদশ রুদ্র কথন ১৩৭ দান মাহাত্ম্য ১৩৮ দ্বাদশ আদিত্যের উপাখ্যান।

সপ্তম প্রভাস খণ্ডে।

১ সোমেশ বর্ণন ২ বিশ্বেষ বর্ণন ৩ অর্কস্থল বর্ণন ৪ সিদ্ধেশ্বরাদির পৃথক্ উপাখ্যান ৫ অগ্নি তীর্থ ও ৬ কপর্দ্দীশ তীর্থ বর্ণন ৭ ভীম ৮ ভৈরব ৯ চণ্ডীশ ১০ ভাস্কর ১১ অঙ্গারকেশ্বর ১২ বুধ বৃহস্পতি মঙ্গল চন্দ্র শনি ১৩ রাহু কেতু এবং ১৪ শিব স্বরূপ মূর্ত্তি বর্ণন ১৫ সিদ্ধেশ্বরাদি পঞ্চ রুদ্র অবস্থিতি বর্ণন ১৬ বরারোহা ১৭ অজাপালা ১৮ মঙ্গলা ১৯ ললিতা এবং ঈশ্বরী ২০ লক্ষ্মীশ ২১ বাড়বেশ ২২ অর্ঘীশ ২৩ কামেশ্বর ২৪ গৌরীশ্বর ২৫ বরুণেশ্বর ২৬ উশীষ ২৭ গণেশ্বর ২৮ কুমারেশ ২৯ শাকল্য ৩০ শকলো এবং উত্তঙ্ক ৩১ গৌতম ৩২ দৈত্যঘ্নেশ ও ৩৩ চক্র তীর্থ সংনিহত্যাখ্য কথন ৩৪ ভূতেশাদি লিঙ্গ কথন ৩৫ আদি নারায়ণ কথন ৩৬ চক্রধরাখ্যান ৩৭ সাম্বাদিত্য কথা ৩৮ কণ্টক শোধিনীর কথা ৩৯ মহিষঘ্নী কথা ৪০ কপালীশ্বর কথা ৪১ কোটীশ কথা ৪২ বাল ব্রহ্মাহ্ব কথা ৪৩ নরকেশ ৪৪ সম্বর্ত্তেশ এবং ৪৫ নিধীশ্বর কথা ৪৬ বল ভদ্রেশ্বর কথা ৪৭ গঙ্গার কথা এবং গণেশের কথা ৪৮ জাম্ববতী কথা ৪৯ পাণ্ডু কূপের সৎকথা ৫০ শতমেধ, লক্ষমেধ এবং কোটিমেধ কথা ৫১ দুর্ব্বাসার্ক ৫২ যদুস্থান এবং ৫৩ হিরণ্যা সঙ্গম কথা ৫৪ নগরার্ক ৫৫ শ্রীকৃষ্ণের ৫৬ সঙ্কর্ষণের এবং সমুদ্রের কথা ৫৭ কুমারি ক্ষেত্র পাল এবং ৫৮ ব্রহ্মেশের পৃথক্ কথা ৫৯ পিঙ্গলা ৬০ সঙ্গমেশ্বর ৬১ শঙ্করার্ক এবং ৬২ ঘটেশের কথা ৬৩ ঋষী তীর্থ ৬৪ নন্দার্ক তীর্থ ৬৫ ত্রিতকূপের কীর্ত্তন ৬৬ শশপাল ৬৭ পর্ণার্ক এবং ৬৮ অংশুমতীর অদ্ভুত কথা ৬৯ বারাহ ৭০ স্বামি বৃত্তান্ত ৭১ ছায়া লিঙ্গাখ্য এবং ৭২ গুল্ফ কথা ৭৩ কনকনন্দা ৭৪ কুন্তী এবং ৭৫ গঙ্গেশের

কথা ৭৬ চপসোচ্ছেদ ৭৭ বিদুর এবং ৭৮ ত্রিলোকেশ কথা ৭৯ মঙ্কনেশ ৮০ ত্রৈপুরেশ ও ৮১ ষণ্ডতীর্থ কথা ৮২ সূর্য্য প্রাচী ৮৩ ত্রীক্ষণ এবং ৮৪ উমানাথ কথা ৮৫ ভৃঙ্গীর ৮৬ মূলস্থল এবং ৮৭ চ্যবনার্কেশ কথা ৮৮ অজাপালেশ ৮৯ বালার্ক এবং ৯০ কুবের স্থলের কথা ৯১ ঋষি তোয়া কথা ৯২ সঙ্গালেশ্বর কীর্ত্তন ৯৩ নারদাদিত্য কথন ৯৪ নারায়ণ নিরূপণ ৯৫ তপ্তকুণ্ড মাহাত্ম্য ৯৬ মূল চণ্ডীশ বর্ণন ৯৭ চতুর্বক্র গণাধ্যক্ষ এবং ৯৮ কলম্বেশ্বর কথা ৯৯ গোপাল স্বামি ১০০ বকুল স্বামি এবং ১০১ মরুতী কথা ১০২ ক্ষেমার্ক ১০৩ উন্নত ১০৪ বিঘ্নেশ এবং ১০৫ জল স্বামি কথা ১০৬ কালমেঘ ১০৭ রুক্মিণী ১০৮ উর্ব্বশীশ্বর এবং ১০৯ ভদ্রার কথা ১১০ শঙ্খাবর্ত্ত ১১১ ঈক্ষু তীর্থ ১১২ গোষ্পদ এবং অচ্যুত গৃহ কথা ১১৩ জালেশ্বর ১১৪ হুঁকার কূপ এবং ১১৫ চণ্ডীশ কথা ১১৬ আশাপুর বিঘ্নেশ এবং ১১৭ কলাকুণ্ড কথা ১১৮ কপিলেশ্বর কথা ১১৯ জরদ্গব শিবের কথা ১২০ নল ১২১ কর্কোটেশ্বর ও ১২২ হাটকেশ্বর কথা ১২৩ নারদেশ ১২৪ মন্ত্র ভূষা এবং দুর্গকূট এবং গণেশের কথা ১২৫ সুপর্ণেলাখ্য ১২৬ ভৈরবী এবং ১২৭ ভল্ল তীর্থ কথা ১২৮ কর্দ্দমাল কীর্ত্তন ১২৯ গুপ্ত সোমেশ্বর কীর্ত্তন ১৩০ বহু স্বর্ণেশ ১৩১ শৃঙ্গেশ এবং ১৩২ কোটীশ্বর কথা ১৩৩ মার্কণ্ডেশ্বর ১৩৪ কোটীশ্বর এবং ১৩৫ দামোদর গৃহের কথা ১৩৬ স্বর্ণরেখা ১৩৭ ব্রহ্ম কুণ্ড ১৩৮ কুন্তীশ্বর ১৩৯ ভীমেশ্বর কথা ১৪০ বস্ত্রাপথ ক্ষেত্রে মৃগী কুণ্ড এবং ১৪১ সর্ব্বস্ব কথা ১৪২ বিল্লেশ ১৪৩ গঙ্গেশ এবং ১৪৪ রৈবতের কথা ১৪৫ অর্ব্বুদেশ্বর কথা ১৪৬ অচলেশ্বর কথা ১৪৭ নাগ তীর্থ কথা ১৪৮ বশিষ্ঠাশ্রম বর্ণন ১৪৯ ভদ্রং কর্ণের মাহাত্ম্য ১৫০ ত্রিনেত্রের মাহাত্ম্য

২১৭ শিব লিঙ্গ ২১৮ মহাতীর্থ এবং ২১৯ কৃষ্ণ পূজাদি কীর্ত্তন ২২০ ত্রিবিক্রমের মূর্ত্তি কথা ২২১ দুর্ব্বাসা এবং শ্রীকৃষ্ণ কথন ২২২ কুশ দৈত্য বধোপাখ্যান ২২৩ এবং প্রতিমা আখ্যান এবং ২২৪ বিশেষ পূজা ফল ২২৫ গোমতী এবং দ্বারকায় তীর্থের আগমন কীর্ত্তন ২২৬ কৃষ্ণ মন্দির দর্শন ফল ২২৭ দ্বারাবতী অভিষেক ২২৮ দ্বারকাতে তীর্থের বাস কথা ২২৯ দ্বারকার পুণ্য কীর্ত্তন।

ফল শ্রুতি।

এই পুরাণ লিখিয়া হেম শূল যুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে শিব লোক প্রাপ্ত হয় ইতি।

চতুর্দ্দশ—বামন পুরাণ।

পূর্ব্ব উত্তর দুই ভাগে ১০০০০ দশ সহস্র শ্লোক।

এই উত্তর ভাগ বৃহৎ বামন সংজ্ঞক। এই পুরাণে ত্রিবিক্রম চরিত্র বহুবিধ বর্ণন হয়। কূর্ম্ম কল্পের আখ্যান তিন বর্গের কথা।

প্রথম পূর্ব্ব ভাগে।

১ পুরাণ প্রশ্ন ২ ব্রহ্মার শিরঃছেদ কথা ৩ কপাল মোচন আখ্যান ৪ দক্ষ যজ্ঞ বিনাস ৫ মহাদেবের কাল রূপ ধারণ ৬ কামদেবের দহন ৭ প্রহ্লাদ নারায়ণের যুদ্ধ এবং দেবতা অসুরের যুদ্ধ ৮ সুকেশী এবং সূর্য্যের কথা ৯ ভুবন কোশ বর্ণন ১০ কাম্য ব্রতের আখ্যান ১১ দুর্গার চরিত্র ১২ তপতীর চরিত্র ১৩ কুরুক্ষেত্রের বর্ণন ১৪ সরো-বর মাহাত্ম্য ১৫ পার্ব্বতীর জন্ম কথন তপস্যা এবং বিবাহ ১৬ গৌরীর উপাখ্যান ১৭ কৌশিকীর উপাখ্যান ১৮ কুমা-রের চরিত্র ১৯ অন্ধক বধের উপাখ্যান ২০ সাধ্যের উপা-

খ্যান ২১ জাবালি চরিত্র ২২ অরজার কথা ২৩ অন্ধকের যুদ্ধ এবং গণের কথন ২৪ মরুতের জন্ম কথা ২৫ বলির চরিত্র ২৬ লক্ষ্মীর চরিত্র ২৭ ত্রিবিক্রমের চরিত্র ২৮ প্রহ্লাদের পূর্ব্ব দিকে তীর্থ যাত্রা ২৯ ধুন্ধুর চরিত্র ৩০ প্রেতের উপাখ্যান ৩১ নক্ষত্র পুরুষের আখ্যান ৩২ শ্রীদামের চরিত্র ৩৩ ত্রিবিক্রমের চরিত্র ৩৪ ব্রহ্ম উক্ত স্তব ৩৫ প্রহ্লাদ এবং বলির সংবাদে সুতলে হরির প্রশংসা কথন।

দ্বিতীয় উত্তর ভাগে।

১ মাহেশ্বরী সংহিতায় শ্রীকৃষ্ণের এবং ভক্তের কীর্ত্তন।
২ ভাগবতী সংহিতায় জগন্মাতার অবতার কথা।
৩ সৌরী সংহিতায় সূর্য্যের মহিমা কথন।
৪ গানেশ্বরী সংহিতায় গনেশের মহিমাদি কথন।

এই সংহিতা চতুষ্টয়ের প্রত্যেক সংহিতায় এক সহস্র শ্লোক।

এই পুরাণ প্রসঙ্গ প্রথম পুলস্ত নারদকে কহেন। দ্বিতীয় নারদ ব্যাসদেবকে কহেন। তৃতীয় ব্যাস রোমহর্ষণকে কহেন। চতুর্থ রোমহর্ষণ নৈমিষারণ্যে ঋষি সকলকে কহেন।

ফল শ্রুতি।

এই পুরাণ লিখিয়া কার্ত্তিকী সংক্রান্তিতে ঘৃত ধেনু করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করিলে নরক ভোগ হইতে মুক্ত ও স্বর্গলাভ হয় এবং ভোগাদি করিয়া দেহান্তে বিষ্ণুর পরম পদ পায় এই পুরাণ পাঠ কিম্বা শ্রবণ করিলে পরম গতি প্রাপ্তি হয় ইতি।

পঞ্চদশ কূর্ম্ম পুরাণ।

পূর্ব্ব এবং উত্তর ভাগে ১৭০০০ সহস্র শ্লোক।
তন্মধ্যে উত্তর ভাগ পঞ্চ পাদে বিভক্ত।

লক্ষ্মী কল্প চরিত্র। এই কল্পে হরি কূর্ম্ম রূপ ধারণ করেন এবং ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রসঙ্গে ধর্ম্মার্থ, কাম মোক্ষের মাহাত্ম্য কথন হয়।

প্রথম পূর্ব্ব ভাগে।

১ পুরাণ উপক্রম কথন ২ লক্ষ্মী ইন্দ্রদ্যুম্ন সম্বাদ ৩ কূর্ম্ম ঋষিগণের কথা ৪ বর্ণাশ্রমাচার কথা ৫ জগদুৎপত্তি কথা ৬ কাল সংখ্যা এবং লয়ান্তে শিবের স্তব ৭ স্বর্গের সংক্ষেপ কথা ৮ শঙ্করের চরিত্র ৯ পার্ব্বতীর সহস্র নাম ১০ যোগের নিরূপণ ১১ ভৃগু বংশের আখ্যান ১২ সায়ম্ভুবের কথা ১৩ দেবতাদির উৎপত্তি ১৪ দক্ষ যজ্ঞ নষ্ট ১৫ বৃক্ষ সৃষ্টি কথা ১৬ কশ্যপের বংশ কথন ১৭ আত্রেয়ের বংশ কথন ১৮ কৃষ্ণের চরিত্র ১৯ মার্কণ্ডেয় কৃষ্ণ সংবাদ ২০ ব্যাস পাণ্ডবের কথা ২১ যুগ ধর্ম্ম কথা ২২ ব্যাস জৈমিনীর কথা ২৩ বারাণসীর মাহাত্ম্য ২৪ প্রয়াগের মাহাত্ম্য ২৫ ত্রিলোকের বর্ণন ২৬ বেদ শাখা নিরূপণ।

দ্বিতীয় উত্তর ভাগে।

১ ঐশ্বরী গীতা ২ নানা ধর্ম্ম প্রকাশিকা ব্যাস গীতা ৩ নানাবিধ তীর্থের পৃথক্ মাহাত্ম্য ৪ ব্রাহ্মী সংহিতা কথন ইহার পর ৫ ভগবতী সংহিতা, যাহাতে সকল বর্ণের পৃথক বৃত্তি নিরূপণ হইয়াছে।

উত্তর ভাগের প্রথম পাদে ব্রাহ্মণের সদাচারাত্মিকা ব্যবস্থিতি কথন। দ্বিতীয় পাদে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি নিরূপণ। তৃতীয় পাদে বৈশ্যজাতির চারি প্রকার বৃত্তি নিরূপণ। চতুর্থ পাদে শূদ্রের বৃত্তি কথন। পঞ্চম পাদে বর্ণশঙ্করের বৃত্তি কথন।

ফল শ্রুতি।

এই পুরাণ লিখিয়া ভক্তি পূর্ব্বক হেম কূর্ম্ম যুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে পরমা গতি পায়। এই

পুরাণ শ্রবণ কি পাঠ করিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতিকে পায় ইতি।

ষোড়শ—মৎস্য পুরাণ।

১৪০০০ সহস্র শ্লোক। সত্য কল্প কথা।

১ ব্যাস কর্ত্তৃক নরসিংহের বর্ণন ২ মনু এবং মৎস্য সংবাদ ৩ ব্রহ্মাণ্ড বর্ণন ৪ ব্রহ্মা দেব এবং অসুর উৎপত্তি কথন ৫ মারুতের উৎপত্তি ৬ মদন দ্বাদশী কথা ৭ লোক পাল পূজা ৮ মন্বন্তর কথন ৯ বৈশ্যের রাজ্যাভি বর্ণন ১০ সূর্য্য এবং বৈবস্বতের উৎপত্তি ১১ বুধের সঙ্গমন ১২ পিতৃ বংশানুকথন ১৩ শ্রাদ্ধ কাল নিরূপণ ১৪ পিতৃ তীর্থ প্রচার ১৫ সোমোৎপত্তি ১৬ সোম বংশ কীর্ত্তন ১৭ যজাতির চরিত্র ১৮ কার্ত্তবীর্য্যের চরিত্র ১৯ সৃষ্ট বংশের কীর্ত্তন ২০ ভৃগুর শাপ ২১ বিষ্ণুর দশ মূর্ত্তি ধারণ ২২ পুরু বংশের কথা ২৩ হুতাশন বংশের কথন ২৪ ক্রিয়া যোগ কথন ২৫ পুরাণ কীর্ত্তন ২৬ নক্ষত্র পুরুষের কথন এবং ব্রত ২৭ মার্ত্তণ্ডেয়ের শয়ন ২৮ কৃষ্ণাষ্টমী ব্রত ২৯ তড়াগ বিধি মাহাত্ম্য ৩০ পাদুকোৎসর্গ ৩১ সৌভাগ্য শয়নের বর্ণন ৩২ অগস্ত্য ব্রত কথন ৩৩ অনন্ত তৃতীয়া ৩৪ রস কল্যাণনী ব্রত কথা ৩৫ আনন্দ করী ব্রত ৩৬ সারস্বত ব্রত ৩৭ উপরাগ অভিষেক ৩৮ সপ্তমী স্নপন ব্রত কথা ৩৯ ভীম দ্বাদশী ব্রত ৪০ অনঙ্গ শয়ন ব্রত ৪১ অশূন্য শয়ন ব্রত ৪২ আঙ্গারক ব্রত ৪৩ সপ্তমী সপ্তক ব্রত ৪৪ বিশোক দ্বাদশী ব্রত ৪৫ দশধা মেরু প্রদান ব্রত ৪৬ গ্রহশান্তি ৪৭ গ্রহ স্বরূপ কথন ৪৮ শিব চতুর্দ্দশী ব্রত ৪৯ সর্ব্ব ফল ত্যাগ ব্রত ৫০ সূর্য্যবার ব্রত ৫১ সংক্রান্তি স্নান ৫২ বিভূতী দ্বাদশী ব্রত ৫৩ ষষ্ঠীর ব্রতের মাহাত্ম্য ৫৪ স্নান বিধির ক্রম

৫৫ প্রয়াগ মাহাত্ম্য ৫৬ দ্বীপ এবং লোকানুবর্ণন ৫৭ অন্ত-রীক্ষচারীদিগের কথন ৫৮ ধ্রুব মাহাত্ম্য ৫৯ ইন্দ্র ভবন বর্ণন ৬০ ত্রিপুর ঘাতন ৬১ পিতৃ প্রবর মাহাত্ম্য ৬২ মন্বন্তর নির্ণয় ৬৩ চতুর্যুগ সম্ভূতি যুগ ধর্ম্ম নিরূপণ ৬৪ বজ্রাঙ্গের সম্ভূতি ৬৫ তারকাসুরোৎপত্তি এবং মাহাত্ম্য ৬৬ ব্রহ্ম দেবের অনুকীর্ত্তন ৬৭ পার্ব্বতী সম্ভব কথা ৬৮ শিবের তপোবন বর্ণন ৬৯ অনঙ্গের দেহ দাহ ৭০ রতির বিলাপ ৭১ গৌরীর তপবন ৭২ শিবের প্রসাদন ৭৩ পার্ব্বতী ঋষি সম্বাদ এবং বিবাহ ৭৪ কার্ত্তিকের জন্ম এবং বিজয় ৭৫ তার-কের বধ ৭৬ নরসিংহের বর্ণন ৭৭ পদ্মকল্প কথা ৭৮ অন্ধ-কাসুর ঘাতন ৭৯ বারাণসীর মাহাত্ম্য ৮০ নর্ম্মদার মাহাত্ম্য ৮১ প্রবরানুক্রম ৮২ পিতৃ গাথা কীর্ত্তন ৮৩ উভয় মুখী দান ৮৪ কৃষ্ণাজিন দান ৮৫ সাবিত্র্যুপাখ্যান ৮৬ রাজধর্ম্ম ৮৭ বিবিধোৎপাৎ কথন ৮৮ গ্রহ শান্তি কথন ৮৯ যাত্রা নিমিত্ত কথন ৯০ স্বপ্ন মঙ্গল কীর্ত্তন ৯১ বামন মাহাত্ম্য ৯২ বরাহ মাহাত্ম্য ৯৩ সমুদ্র মথন ৯৪ কালকূট অভিশান্তন ৯৫ দেবাসুর বিমর্দন ৯৬ বাস্তু বিদ্যা ৯৭ প্রতিমা লক্ষণ ৯৮ দেবতা স্থাপন ৯৯ প্রসাদ লক্ষণ ১০০ দেব মণ্ডপ লক্ষণ ১০১ ভবিষ্য রাজা সকলের উদ্দেশ কথন ১০২ মহাদান কথন ১০৩ কল্পের কথা।

ফল শ্রুতি।

এই পুরাণ লিখিয়া ভক্তি পূর্ব্বক বিষুব সংক্রান্তিতে ব্রাহ্মণকে দান করিলে পরম পদ পায়। এই পুরাণ পাঠ কি শ্রবণ করিলে আয়ুঃ কীর্ত্তি কল্যাণ বৃদ্ধি হয় এবং হরির ভবন প্রাপ্তি হয় ইতি।

সপ্তদশ—গরুড় পুরাণ।

পূর্ব্ব এবং উত্তর দুই খণ্ডে ১৯০০০ সহস্র শ্লোক। গরুড়ের প্রতি ভগবান কহিয়াছেন। এই পুরাণে তার্ক্ষ কল্প কথা।

প্রথম পূর্ব্ব খণ্ডে।

১ পুরাণ উপক্রম বর্ণন ২ সংক্ষেপে স্বর্গ বর্ণন ৩ সূর্য্যাদি পূজা বিধি ৪ দীক্ষা বিধি ৫ লক্ষ্মী পূজা প্রকরণ ৬ নব ব্যূহ অর্চ্চন ৭ বিষ্ণু পূজা বিধান ৮ বৈষ্ণব পঞ্জর ৯ যোগাধ্যায় ১০ বিষ্ণু সহস্র নাম ১১ বিষ্ণুর ধ্যান ১২ সূর্য্য পূজা ১৩ মৃত্যুঞ্জয়ার্চ্চন ১৪ মালামন্ত্র ১৫ শিব পূজা ১৬ গণ পূজা ১৭ গোপাল পূজা ১৮ ত্রৈলোক্য মোহন শ্রীধরার্চ্চন ১৯ বিষ্ণুর পূজা এবং পঞ্চতত্ত্ব পূজা ২০ চক্রার্চ্চন ২১ দেব পূজা ২২ ন্যাসাদি কথন ২৩ সন্ধ্যাদি উপাসনা ২৪ দুর্গার্চ্চন ২৫ সুরার্চ্চন ২৬ মাহেশ্বর পূজা ২৭ পবিত্রা রোহণার্চ্চন ২৮ মূর্ত্তি ধ্যান ২৯ বাস্তু প্রমাণ ৩০ প্রসাদের লক্ষণ ৩১ সকল দেবতার প্রতিষ্ঠা ৩২ সকল দেবতার পৃথক্ পূজা ৩৩ অষ্টাঙ্গ যোগ ৩৪ দান ধর্ম্ম ৩৫ প্রায়শ্চিত্ত বিধি ক্রম ৩৬ দ্বীপ ঈশ্বর ও নরক বর্ণন ৩৭ সূর্য্য ব্যূহ কথন ৩৮ জ্যোতিষ শাস্ত্র বর্ণন ৩৯ সামুদ্রিক স্বর জ্ঞান ৪০ নব-রত্ন পরীক্ষা ৪১ তীর্থের মাহাত্ম্য ৪২ গয়ার মাহাত্ম্য ৪৩ মন্বন্তরের পৃথক্২ আখ্যান ৪৪ পিত্রাখ্যান ৪৫ বর্ণ ধর্ম্ম ৪৬ দ্রব্য শুদ্ধি ৪৭ দ্রব্য সমর্পণ ৪৮ শ্রাদ্ধ কথা ৪৯ বিনায়ক পূজা ৫০ গ্রহ যজ্ঞ ৫১ আশ্রম কথা ৫২ মননাখ্যান এবং প্রেতাশৌচ ৫৩ নীতিসার ৫৪ ব্রতোক্তি ৫৫ সূর্য্য বংশ ৫৬ সোম বংশ ৫৭ হরির অবতার কথন ৫৮ রামায়ণ ৫৯ হরি বংশ ৬০ ভারতাখ্যান ৬১ আয়ুর্ব্বেদ ৬২ নিদান ৬৩ চিকিৎ-

আত্মবোধ।

অর্থাৎ।

শ্রীভগবান শঙ্করাচার্য্যকৃত বেদান্তদর্শনান্তর্গত

আত্মতত্ত্ব বোধোপযোগি গ্রন্থ, নানা যুক্তি

সহকারে গৌড়ীয় সাধুভাষায়

শ্রীযুক্তশ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি কর্ত্তৃক

অনুবাদিত হইয়া

মূলের সহিত

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকারকর্ত্তৃক

শ্রীরামপুর

জ্ঞানারুণোদয় যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

শকাব্দা ১৭৭৬।

আত্মবোধাখ্যগ্রন্থঃ।

ভূমিকা।

প্রণম্য ব্রজগোপালপাদাম্ভোরুহমন্বহং।
আত্মবোধস্য ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে দেশভাষয়া॥

পরমেশ্বরের অবিচিন্ত্য সামর্থ্য কৌশলদ্বারা উ-দ্ভাবিত এই সুবিশাল অবনীমণ্ডলমধ্যে পশু পক্ষি কীটপ্রভৃতি বহুতর ভিন্ন২ প্রাণিসমূহ অপেক্ষা মানবমণ্ডলীর জ্ঞানজ্যোতির আতিশয্য হেতু তাহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে নিরূপিত হইয়াছে। জ্ঞান যে কি অমূল্য পদার্থ ও ইহার কীদৃক্ আনন্দ সম্পাদকতা তাহা বাগাড়ম্বরদ্বারা অভিনয়ন করা সুসাধ্য হয় না। আমরা যৎকালে যে কোন অভিনব বস্তুর স্বরূপ কি সত্তাপ্রভৃতি জ্ঞান করিতে অগ্রসর হই তৎকালে আমাদিগের চিত্তবৃত্তি অতুল আনন্দসন্দোহে নিমগ্না হইতে থাকে। এই কারণবশতঃ কি বালক কি বৃদ্ধ কি যুবা সকলেই জ্ঞানামৃত আস্বাদ লালসায় সর্ব্বদা ব্যাকুল। বালকবৃন্দ স্বীয়২ জননীর ক্রোড়ে লালিত হইয়া উক্ত জ্ঞানামৃতের স্বাদু আস্বাদ মানসে তদীয় মুখনিঃসৃত বাক্যাবলি শ্রবণে ব্যগ্রতা প্রকাশ করত স্বীয়২ মাতৃগণের স্নেহ সুধাশীকরে সিঞ্চিত হয়। যুবাগণ এই কারণবশতই নানাবিধ

আশ্চর্য্য কার্য্য সন্দর্শননিমিত্ত অনেকে কায়িক ক্লেশ স্বীকার করিয়াও দেশ বিদেশ ভ্রমণে তৎপর হয়েন। এবং অনেকে পুরাণ ইতিহাসাদির আশ্চর্য্য উপাখ্যান-সমূহ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত নিত্য২ পণ্ডিতগণের উপাসনা করেন। কেহ২ বা স্বয়ং তদর্থাবধারণ নিমিত্ত অধ্যয়নশীল হইয়া ঘোরতর তিমিরাবৃত রজনীতে পুস্তকোপরি নেত্র নিঃক্ষেপণ করত একাকী নিস্তব্ধ হইয়া দীপালোকের সহিত কালক্ষেপণ করেন। বৃদ্ধগণ এতদভিলাষেই আকুল হইয়া স্বীয়২ সমবয়স্ক ব্যক্তিবর্গের সহিত একত্রাবস্থিতিপূর্ব্বক নিয়ত গ-ল্পোপলক্ষে বিবিধকল্পনার জল্পনা করিয়া স্বস্ব-চিত্তের পরম সন্তোষ উৎপাদন করিয়া থাকেন। এ-বম্ভূত সাংসারিক অন্যান্য বস্তুর জ্ঞানামোদ অপে-ক্ষা আত্মতত্ত্বের জ্ঞান যে কি প্রকার আনন্দ বৃদ্ধিক-র ও হিতকর হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়া সীমা প্রাপ্ত হয় না। এই আত্মতত্ত্ব অনেকে অনেকরূপে-বর্ণনা করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে কেহ২ সাংসারিক সুখ দুঃখাদির সাধনভূত এতৎ স্থূলদেহকে পরম প্রেমাস্পদ বিবেচনায় আত্মা বলিয়া নিশ্চয় করেন। কিন্তু জ্ঞানিগণ ক্ষণে২ এতদ্দৈহিক অবস্থাসমূহের পুনঃপুনঃ পরিবর্ত্তন দৃষ্টি করিয়া তাহার অনিত্যতা বিবেচনায় ও প্রকৃত আত্মতত্ত্বহইতে দেহের প্রেমা-স্পদতার ন্যূনতায় তদ্রূপ স্বীকার করেন না। যদিও সামান্য দৃষ্টিতে অন্যান্যাপেক্ষা এতদ্দেহের প্রেমাস্প-

দতা অবধারিত আছে তথাপি ইহা রোগ শোক জ- রাপ্রভৃতির দ্বারা জীর্ণ হইলেও মনুষ্যাদির জীবিতা- শার জীর্ণতা অদর্শনহেতু তাহাদিগের দেহকে পরম প্রেমাস্পদ বলা যায় না। এবং এতদ্দেহহইতে যৎ- কালে আত্মতত্ত্বের অবসৃতি হয় তৎকালে দেহের অখণ্ড অবয়বসমূহের সত্ত্বেও চৈতন্যানুভব থাকে না। এতন্নিমিত্ত কেহ২ প্রাণশ্রেণীকে আত্মা বলিয়া বিবেচনা করেন, যেহেতু প্রাণসমূহ দেহহইতে নিঃসৃ- ত হইলে দেহের সমুদায় চেষ্টা ও চৈতন্যের অভাব হয়। এবিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা অনুমান করেন যে প্রস্তাবিত প্রাণসমূহ দেহাদির চেষ্টার নিমিত্ত বটে কিন্তু চৈতন্যের উদ্ভাবক নহে, যেহেতু তৎসমূহ বায়ুবিকার। যদ্যপি বায়ুনিচয়ের চৈতন্যাধায়কতা সামর্থ্য থাকিত তবে ভস্ত্রাযন্ত্র প্রভৃতিরও অবশ্যই চৈতন্য সত্তা অনুভব হইতে পারিত ও নিদ্রা কালেও মনুষ্যাদির জাগ্রৎতুল্য জ্ঞান ও চেষ্টাদি থাকিবার অসম্ভব হইত না। কারণ তৎকালেও প্রাণবায়ুর সত্তা থাকে, এতাবতা কেহ২ প্রাণবায়ুকে কেবল দৈ- হিক চেষ্টার কারণরূপে স্বীকারপূর্ব্বক মনস্তত্ত্বকে আত্মা বলিতে বাধিত হয়েন। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিনিকর তা- হাও মনোহর বোধ করেন না। কেননা মনস্তত্ত্ব কেবল সঙ্কল্প বিকল্পরূপ স্বভাব বিশিষ্টতাহেতু বি- কারি, এজন্য অনিত্য অথচ অভিমন্ত্রী বুদ্ধিবৃত্তির অধীন। অতএব অন্য কেহ২ বুদ্ধিকেই আত্মা বলিয়া

নিশ্চয় করেন যদ্দ্বারা আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা ইত্যাদি অভিমান জন্মে। কিন্তু পণ্ডিতেরা তাহাও স্বীকার করেন না। কারণ উক্ত বুদ্ধিবৃত্তি কেবল মায়ার কার্য্য এপ্রযুক্ত সুষুপ্তিকালে তাহা স্বীয় কারণভূত মায়াতে লীন হইয়া থাকে। এতাবতা স্বভাবতঃ যে অজ্ঞানৰূপ মায়ার কার্য্য সেও কি সমস্ত জ্ঞানের উদ্দীপক হইতে পারে? এইৰূপ অজ্ঞানাত্মবাদ পর্য্যন্ত নিতান্ত অযৌক্তিক ও অবৈদিক মতসমূহ স্বীকার করিলে যথার্থতত্ত্ব বোধ না হইয়া প্রত্যুত ভ্রমজালে পতিত হইতে হয়। এই নিমিত্ত বিশুদ্ধ চৈতন্যৰূপ আত্মতত্ত্ব অঙ্গীকার পুরঃসর বেদান্ত শাস্ত্রের অনুগত এই আত্মবোধাখ্য গ্রন্থ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যদ্বারা বিরচিত হইয়াছে। যে চৈতন্য পদার্থ পূর্ব্বোক্ত দেহ ও প্রাণ ও মন এবং বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত বস্তু অবভাসন পুর্ব্বক স্বয়ং স্বপ্রকাশ স্বভাবে ঈশ্বরাদি কীটপর্য্যন্ত সমুদায় জীবদ্দেহে আত্মাৰূপে ও অন্যান্য বস্তুর সত্তাৰূপে অবস্থান করিতেছে, সেই জ্ঞানৰূপী চৈতন্য পদার্থ অনাদি ও অবিনাশী। ইহার নবীন উদ্ভব যে কোন ব্যক্তি স্বীকার করেন, তন্মতে ঈশ্বরপদার্থেরও অস্তিতা নির্দ্ধারিতা হয় না। কারণ তাদৃশ ব্যক্তির স্বাভিমত ঈশ্বরপদার্থ কিৰূপ তাহা নির্দ্দিষ্ট করিতে অগ্রসর হইলে ঈশ্বরসৃষ্ট ভূত ভৌতিক কার্য্য ও বুদ্ধি ও মন ও ইন্দ্রিয় এসমুদায় বস্তুহইতে অতিরিক্ত, শূন্য, অথবা

শূন্যেরও অসাক্ষিক স্থিতির অনুপপত্তি হেতু মিথ্যা, অথচ চৈতন্যৰূপ স্বপ্রকাশ সত্য পদার্থের অভাব প্রযুক্ত তাহাও মিথ্যা এইৰূপ অলিক বাদাপত্তি হয়। বাস্তবিক যাঁহারা পরমেশ্বরের আস্তিতা অঙ্গীকার করেন তাঁহারা অবশ্যই তাঁহাকে সচেতন কহেন। নতুবা অচেতন বস্তুর কর্ত্তৃত্বপ্রভৃতি কদাপি সম্ভাবিত হয় না। এতাবতা পরমেশ্বর যখন এতৎসমস্ত প্রপঞ্চপদার্থের পারিপাট্যক্রমে রচনা করিয়াছেন তখন তাহা স্বীয় জ্ঞাতসারে করিয়া থাকিবেন ইহাতে সংশয় কি? অতএব জ্ঞান পদার্থ অনাদি ও অবিনাশি ইহা বলিতেই হইবে। তবে যে তাঁহারা কেহ২ এমতও কহিয়া থাকেন যে পরমেশ্বরীয় জ্ঞান নিত্য ও তাঁহাহইতে এই অনিত্য জ্ঞানসমস্ত সৃষ্ট হইয়াছে। এবিষয়ে জিজ্ঞাস্য এই যে তাঁহারা পরমেশ্বরকে সর্ব্বব্যাপক কহেন কি না? যদি না কহেন তবে কি প্রকারে তাঁহার ঈশ্বরত্ব সিদ্ধি হইবে। আর যদ্যপি তাহা কহেন তবে তিনি আত্ম চৈতন্যের সহকারে ব্যাপক কি তদ্ব্যতিরেকে ব্যাপক, কিন্তু তিনি তৎসহকারে ব্যাপক হইলে দ্বিতীয় চৈতন্যের সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন কি? তবে বরঞ্চ এমত বলা কর্ত্তব্য যে তাঁহার সেই অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্যৰূপ আত্মা সর্ব্বত্রাবস্থিত হইয়াও উপাধিবশতঃ বহুবিধ ভিন্ন২ ৰূপে প্রতীত হয়। যেপ্রকার আকাশপদার্থ বহুবিধ ঘট শরাবাদিতে উপহিত হইয়া ভিন্ন২ৰূপে

ভাসমান হয় সেইরূপ ঈশ্বরীয় চৈতন্যও নানা দেহেন্দ্রিয়েতে উপহিত হইয়া বহুবিধরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ তাঁহাদিগের মতে পরমেশ্বর বস্তু যদ্যপি পূর্ণকাম হয়েন তবে তাহাতে তাঁহার এইসকল অনিত্য চিৎধর্ম্মী জীবকোটি সৃষ্টি করণের অপেক্ষা কি? বরঞ্চ এতৎ সৃষ্টি করণে তাঁহার অপূর্ণতা মাত্র প্রকাশ পায়। যেহেতু পূর্ণকাম ব্যক্তি স্বয়ং নিরপেক্ষ, এজন্য তাঁহার কোনবিষয়ক অভিলাষ উদয় হইতে পারে না। আর যদ্যপি তাঁহারা পরমেশ্বরের পূর্ণকামতা স্বীকার না করেন তবে তাঁহাদিগের স্বাভিমত সেইপরমেশ্বরের সর্ব্বসমর্থতাও অস্বীকৃতা হইবে। কেননা যে ব্যক্তি সর্ব্বসমর্থ সেই ব্যক্তিই পূর্ণকাম ইহা সর্ব্বসাধারণের বিবেচনাসিদ্ধ আছে। সে যাহা হউক আমাদিগের এতদ্দোষ পরিহারের উপায় আছে কেননা আমরা তাঁহাদিগের মত নূতন আত্মচৈতন্য সৃষ্টি হওয়া স্বীকার করি না। কিন্তু যেপ্রকার বিশুদ্ধ চৈতন্যে পরমেশ্বরত্বোপাধি অনাদি কালাবধি কল্পিত আছে সেইরূপ উক্ত চৈতন্যেই অনাদি কালাবধি কোটিং জীবত্বোপাধিও কল্পিত রহিয়াছে। অতএব সেই অনাদি জীবসমূহের প্রারব্ধ কর্ম্মবশতঃ পরমেশ্বরের শক্তি বিক্ষুব্ধা হইলে তৎসন্নিধিমাত্রে তাহাদিগের ভোগ্য ভোগাদির সৃষ্টি হয় ইহাতে দোষমাত্র সম্ভব হয় না। এতাবতা আমাদিগের সনাতন বেদশাস্ত্রের

অভিপ্রায়ানুসারে বিরচিত এতন্মত প্রকাশক প্রসিদ্ধ আত্মবোধাখ্য এই গ্রন্থ জ্ঞানান্বেষি যুবাগণের পরিতোষনিমিত্ত গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদপূর্ব্বক মূলের সহিত প্রকটিত করিতেছি বুধগণ সমবলোকন করিয়া অস্মদীয় অর্ব্বাচীনতার দোষ ক্ষমাপণপূর্ব্বক করুণাবিতরণে ক্ষমা করিবেন না। কিমলম্পল্লবিতেনেতি।

তপোভিঃ ক্ষীণপাপানাং শান্তানাং বীতরাগিণাং।
মুমুক্ষূণামপেক্ষ্যোঽয়মাত্মবোধোবিধীয়তে ॥ ১ ॥

[গ্রন্থকার প্রথমতঃ স্বাভিলষিত গ্রন্থ প্রকাশে অগ্রসর হইয়া তদধিকারী নির্দ্দেশপূর্ব্বক আদিম শ্লোক অবতরণ করিতেছেন]। তপস্যাদ্বারা ক্ষীণপাপ অথচ দ্বেষভাব ও বিষয়াভিলাষরহিত মুমুক্ষুগণের অপেক্ষণীয় এতদাত্মবোধনামক গ্রন্থ বিহিত হইতেছে [গ্রন্থকারের এইরূপ বাক্যে ইহাই প্রতীত হয় যে, যে-সমস্ত ব্যক্তিগণ পাপশূন্য অর্থাৎ বিহিতাকরণ ও প্রতিষিদ্ধ সেবন জন্য প্রত্যবায় হইতে মুক্ত তাহারাই আত্মতত্ত্ব জ্ঞানাধিকারী। যদিও এতৎ শ্লোকে কর্ম্মানুষ্ঠানের স্পষ্টাভিধান নাই তথাচ তাহা তপস্যাদ্বারা ক্ষীণপাপ এই শব্দের তাৎপর্য্যাধীন অববোধ করিতে হইবে। কেননা বিহিত কর্ম্মের অকরণ ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মের সেবন এতদ্ভিন্ন পাপজনক অন্য কিছু মাত্র নাই। কিন্তু ধার্ম্মিকদিগের এবম্বিধ পাপ কদাপি [illegible]নকৃত হয় না এবিধায় তত্তৎ সমুদায়

শব্দতঃ উল্লেখ না করিয়া তাহাদিগের অজ্ঞানিকৃত পাপ সম্ভাবনায় চান্দ্রায়ণাদিরূপ তপস্যাদ্বারা তাহা ক্ষয় হওয়া অবধারণপূর্ব্বক ঈদৃশাভিধান অর্থাৎ " তপস্যাদ্বারা ক্ষীণপাপ " এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ফলতঃ এস্থলে ইহাও বিবেচনা কর্ত্তব্য যে কেবল পাপশূন্যতাই যে তত্ত্বজ্ঞানাধিকারের কারণ এমত নহে। কিন্তু যাহারা রাগ দ্বেষশূন্য তাহারাই আত্মজ্ঞানাধিকারী। যেহেতু দৃষ্ট ও শ্রুত ঐহিক এবং পারত্রিক বিষয়সমূহে রাগ দ্বেষ সত্ত্বে কদাপি তত্ত্বজ্ঞানাধিকার হইতে পারে না। অতএব মূলে শান্ত ও বীতরাগী বলিয়া তদুভয় দোষরহিতকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শান্ত শব্দে দ্বেষশূন্য ও বীতরাগী শব্দে রাগরহিত ব্যক্তিকে বুঝায়। যদিচ গ্রন্থান্তরে শান্ত শব্দে অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহশীলকে কহিয়াছেন তথাপি এস্থলে দ্বেষশূন্যকেই বিবেচনা করিতে হইবে। কারণ এতৎ শ্লোকীয় শান্ত শব্দের অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহশীল অর্থ হইলে তাহাতেই রাগ শূন্যতার সুতরাং প্রাপ্তি ছিল তবে পুনরায় বীতরাগী শব্দ প্রয়োগ করায় মদুক্ত অর্থই স্থির হইল। এবঞ্চ যাহাদিগের অনুকূল বিষয়ভোগে রাগ ও তৎ প্রতিকূলে দ্বেষ নাই তাহারা অবশ্যই মোক্ষাভিলাষী। এতাবতা তাদৃশ ব্যক্তির অপেক্ষণীয় এই আত্মবোধনামক গ্রন্থ কথিত হইতেছে। অপিচ এতদ্রূপ আত্মবোধাধিকার বিষয়ে অনেকে উক্ত করেন যে ব্রাহ্মণ

সকল জাতমাত্রে ঋণত্রয়দ্বারা আবৃত হয়েন, তাহা ঋষিঋণ দেবঋণ, ও পিতৃঋণ এইরূপে কথিত আছে। অতএব সেই ঋণত্রয় দূরীকৃত না করিয়া মোক্ষাভিলাষী হইলে অধঃপতন হয় ইহা ভগবান্ মনু কহিয়াছেন। যথা “ ঋণানি ত্রীন্যপাকৃত্য মনোমোক্ষে নিবেশয়েৎ। অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥ ” অর্থাৎ ঋণত্রয় দূরীকরণপূর্ব্বক মনকে মোক্ষ বিষয়ে নিবিষ্ট করিবে তাহা না করিয়া যে ব্যক্তি মোক্ষ সেবা করে তাহার অধঃপাত হয়। এনিমিত্ত কেবল বিষয়বৈরাগ্য জাত হইলেই মোক্ষানুসন্ধান করিবে না কিন্তু বেদাধ্যয়ন ও দেবতা যজন ও পুত্রোৎপাদন এতদ্দ্বারা ঋণত্রয় দূর করিয়া মোক্ষ বিষয়ে যত্ন করিবে। ফলতঃ তাঁহাদিগের এতাদৃশাভিধান জাতবৈরাগ্যের প্রতি সম্ভব হয় না। কেননা বেদেতে কহিয়াছেন যে “ যদহরেব বিরজেত্তদহরেবপ্রব্রজেৎ ” অর্থাৎ যখন বিরাগ জাত হইবে তখনি সন্ন্যাস করিবে। এইহেতু শুকদেব বামদেবপ্রভৃতি অনেকে ব্রহ্মচর্য্যপর্য্যন্ত করেন নাই তবে কি তাঁহাদিগের অধঃপতন হইয়াছে? বাস্তবিক, বেদেতে ত্রিবিধ প্রকারে মোক্ষের উপায়ভূত যোগসকল বিহিত হয় ইহা শ্রীভাগবতীয় একাদশস্কন্ধে উদিত হইয়াছে যথা “ যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাংশ্রেয়োবিধিৎসয়া। জ্ঞানংকর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোস্তি কুত্রচিৎ॥ নির্ব্বিন্নানাং জ্ঞানযোগোন্যাসিনামিহ

কর্ম্মসু। তেষু নির্ব্বিন্নচিত্তানাং কর্ম্মযোগশ্চ কামিনাং॥ যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাত শ্রদ্ধস্তু যঃপুমান্। ননির্ব্বিন্নো নাতি সক্তো ভক্তিযোগোহস্য সিদ্ধিদঃ॥"
অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন যে মনুষ্যসমূহের শ্রেয়োবিধান অভিলাষে বেদেতে মৎকর্ত্তৃক জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ এই প্রকার যোগত্রয় কথিত হইয়াছে যাহা ভিন্ন শ্রেয়ঃসাধনবিষয়ে কোন প্রকার উপায়ান্তর নাই। তন্মধ্যে যাহারা দুঃখদায়ক বিবেচনায় ইহপারলৌকিক বিষয়ভোগরূপ কর্ম্মফলে বিরক্ত আছে এবং তাদৃশ ফলজনক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে তাহাদিগের জ্ঞানযোগে অধিকার, ও যাহারা কর্ম্মফলভূত বিষয় ভোগাদিতে দুঃখ বুদ্ধি রহিত প্রত্যুত তত্তৎ কামনা বিশিষ্ট, তাহাদিগের কর্ম্মযোগে অধিকার। অপর যাহারা বিষয়ভোগাদিতে অত্যাসক্ত নহে ও সম্যক্ বিরক্তও নহে এবম্বিধ ব্যক্তিদিগের ভাগ্যবশতঃ যদ্যপি মৎকথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা জন্মে তবেই তাহারা ভক্তিযোগাধিকারী। এইরূপ শ্রীভাগবতপুরাণীয় অধিকারিভেদ নির্ণয়দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে যাহাদিগের সম্যক্ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে তাহারা ব্রহ্মচারী বা গৃহস্থ অথবা বানপ্রস্থই হউক তথাপি জ্ঞানানুসন্ধান করিতে পারে। কিন্তু যাহাদিগের বৈরাগ্যের ন্যূনতা আছে তাহারাই উক্তরূপ ঋণত্রয় দূরীকরণ করত শুদ্ধচিত্ত হইয়া মোক্ষপথে প্রবৃত্ত হইবে, নতুবা মন্দ-

বৈরাগ্যাবস্থায় কর্ম্মাদিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানানুসন্ধান করিলে সম্যক্ চিত্তশুদ্ধির অভাবহেতু সুতরাং অধঃপতিত হইবে। কেননা বেদাধ্যয়নাদিরূপ যে ব্রাহ্মণাদির স্বকীয় ধর্ম্ম তাহা উল্লঙ্ঘনপুরঃসর জ্ঞানপথে প্রবৃত্ত হইতে বাসনা করিলে বিহিতানুষ্ঠান ত্যাগজন্য পাপে লিপ্ত হইতে হয় এবিধায় তাহাদিগের পাপ ক্ষয় না হইবায় তত্ত্ব জ্ঞানাধিকার হয় না ইহাই গ্রন্থকারকর্ত্তৃক ক্ষীণপাপ শব্দে উক্ত হইয়াছে। তবে যাহাদিগের বেদাধ্যয়নাদি স্বধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকেও সম্যক্ বৈরাগ্য দৃষ্ট হয় তাহাদিগের পূর্ব্ব২ জন্মে স্বধর্ম্মাদি অনুষ্ঠান সিদ্ধ হওয়া বিবেচনা করিতে হইবে, যেহেতু স্বধর্ম্মানুষ্ঠানই সম্যক্ চিত্তশুদ্ধির কারণরূপে বর্ণিত আছে ॥ ১॥

বোধোঽন্যসাধনেভ্যো হি সাক্ষান্মোক্ষৈকসাধনং।
পাকস্য বহ্নিবজ্ জ্ঞানং বিনা মোক্ষো ন সিদ্ধ্যতি ॥ ২॥

[যদি বল বেদেতে যে প্রকার আত্মতত্ত্ব জ্ঞানকে মোক্ষ সাধন বলিয়া উক্ত করিয়াছেন সেইরূপ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুষ্ঠানকেও তৎসাধনরূপে কহিয়াছেন তবে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মি মানবগণ স্বধর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক আত্মজ্ঞান বিষয়ে কি হেতু প্রবৃত্ত হইবে। অতএব কহিতেছেন] মোক্ষ সাধনের যে কোন অন্যরূপ উপায় আছে সে সমস্তাপেক্ষা আত্মবোধই এক সাক্ষাৎ উপায় সাধন হইয়াছে। কেননা যেপ্রকার ওদনাদি পাকের প্রতি যদিও স্থালী কাষ্ঠ জলাদিরূপ বহুবিধ কারণ আছে

তথাপি বহ্নি ব্যতিরেকে পাক সিদ্ধ হয় না যেহেতু বহ্নিই তাহার সাক্ষাৎ সাধনভূত হইয়াছে সেইপ্রকার মোক্ষসিদ্ধির প্রতি কর্ম্মানুষ্ঠানপ্রভৃতি অন্যান্য কারণ উক্ত হইলেও আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে তাহার সিদ্ধি হয় না। [এতদ্দ্বারা ইহাই অবধারিত হইতেছে যে পাক সিদ্ধির প্রতি স্থালীকাষ্ঠাদিরূপ যে সমস্ত কারণ আছে তাহাদিগের প্রত্যেকের অভাবে পাক সিদ্ধ না হওয়ার অবশ্য সম্ভব বটে কিন্তু তাহারা ওদনাদির স্বীয়াবয়ব শৈথিল্য করণে কেহই সামর্থ্যবান্ নহে কেবল অগ্নিহইতেই তাহা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এইহেতু যে প্রকার অগ্নিকে তাহার সাক্ষাৎ সাধন বলিয়াছেন সেই প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানাদি কারণসমূহের মধ্যে একের অভাবে মোক্ষ সিদ্ধি না হইলেও তাহা সাক্ষাৎ সাধনরূপে গণ্য হয় না। যেহেতু পাকনিষ্পত্তির প্রতি বহ্নিবৎ মোক্ষের আত্মতত্ত্বজ্ঞানই সাক্ষাৎ কারণ হইয়াছে]। ২॥

অবিরোধিতয়া কর্ম্ম নাবিদ্যাং বিনিবর্ত্তয়েৎ।
বিদ্যাঽবিদ্যাং নিহন্ত্যেব তেজস্তিমিরসংঘবৎ। ৩॥

[তাহার প্রতি হেতু কহিতেছেন] কর্ম্ম এবং অবিদ্যা ইহাদিগের পরস্পর বিরোধিতা না থাকাহেতু কর্ম্ম কদাপি অবিদ্যাকে নিবৃত্তি করিতে পারে না। কিন্তু আলোক যেরূপ অন্ধকারের বিরোধি প্রযুক্ত তাহাকে বিনাশ করে সেই প্রকার বিদ্যা ও অবিদ্যার নিত্য বিরোধিতা সত্তা হেতু বিদ্যা ইহা অবিদ্যাকে-

বিনষ্টা করে। [বেদান্ত শাস্ত্রমতে ব্রহ্মভিন্ন সমস্ত বস্তুই অবিদ্যাকল্পিত, অতএব কর্ম্মও অবিদ্যাকার্য্য, এনিমিত্ত তাহা অবিদ্যার বিরোধি হইতে পারে না কিন্তু অবিদ্যা ভ্রমাত্মিকা মায়াবৃত্তি ও বিদ্যা প্রমাত্মিকা মায়াবৃত্তি এইহেতু তাহাদিগের পরস্পর বিরোধ থাকাপ্রযুক্ত বিদ্যা অবিদ্যাকে বিনাশ করিতে সমর্থা হয়। যদিও বিদ্যা মায়াকার্য্যই বটে তথাপি তাহা প্রমাত্মিকাহেতু আত্মতত্ত্বমাত্রাবগাহিনী এবং অবিদ্যা ভ্রমাত্মিকা নিমিত্ত নানাবিধ দ্বৈত সৃষ্টি প্রকাশিনী, এতাবতা বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যার নাশবিষয়ে আশঙ্কা কর্ত্তব্যা নহে] ॥ ৩ ॥

পরিচ্ছিন্ন ইবাজ্ঞানাত্তন্নাশে সতি কেবলঃ।
স্বয়ংপ্রকাশতে হ্যাত্মা মেঘাপায়েহংশুমানিব ॥ ৪ ॥

[অবিদ্যা বিনাশ হইলে কি হয় তাহা কহিতেছেন] নিত্য অখণ্ড যে আত্মতত্ত্ব তাহা অবিদ্যাহেতু খণ্ড খণ্ডের ন্যায় প্রকাশ পায় অতএব তাহাতে অবিদ্যাউপাধিক সুখ দুঃখাদি আরোপিত হইলে আমি সুখী আমি দুঃখী ইত্যাদি মিথ্যাভিমান জাত হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্যার দ্বারা সেই অবিদ্যার বিনাশ হইলে উপাধিশূন্য স্বয়ং আত্মা স্বরূপতঃ প্রকাশিত হয়েন। তাহাতে দৃষ্টান্ত, যেরূপ অচঞ্চল সূর্য্যমণ্ডল সচল মেঘসমূহের দ্বারা আবৃত হইলে স্বপ্রকাশ হইয়াও মলিন ও চঞ্চলরূপে দৃষ্ট হয়

পশ্চাৎ মেঘাবলি অপগত হইলে যে সূর্য্য সেই সূর্য্যই থাকেন অথচ তিনি নির্ম্মলরূপে লোকনিবহের অক্ষি-গোচরে প্রকাশ পান, ঐ রূপ অবিদ্যা উপাধি মুক্ত হইলে স্বাভাবিক মুক্ত আত্মাও মুক্ত বলিয়া ব্যপদিষ্ট হয়েন ॥ ৪ ॥

অজ্ঞানকলুষং জীবং জ্ঞানাভ্যাসাদ্বিনির্ম্মলং।
কৃত্বাজ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেজ্জলং কতকরেণুবৎ ॥ ৫ ॥

[যদি বল, অজ্ঞান সংজ্ঞিতা যে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশে বিদ্যা ও অবিশুদ্ধ সত্ত্বাংশে অবিদ্যা এতদুভয়রূপে পরিণতা আছে। তবে বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যা নিবৃত্তি হইয়া বিদ্যাসত্ত্বে কি প্র-কারে আত্মার কৈবল্য হইতে পারে? কেননা কেবল শব্দের অর্থ, ভিন্ন-বস্তুদ্বারা অসংস্পৃষ্ট বিশুদ্ধ, তাহার ভাব, কৈবল্য, এইরূপ শাস্ত্রসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আত্মার অবিদ্যা নাশ হইয়াও মায়া কার্য্য বিদ্যার সংসর্গ থাকিলে অজ্ঞানই থাকিল এবিধায় আত্মার পূর্ব্বোক্ত কৈবল্য সিদ্ধি হইল না, অতএব কহিতেছেন]। যে প্রকার কতকরেণু মলিন জলের মালিন্যসমুদায় বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ আপনিও বিনষ্ট হয় সেইরূপ অজ্ঞানদ্বারা মলিন আত্মতত্ত্বকে জ্ঞানা-ভ্যাসহেতুক বিশেষরূপে নির্ম্মল করিয়া জ্ঞানরূপা বিদ্যাও স্বয়ং বিনষ্টা হয়। [মায়া ইহা সত্ত্ব রজঃ তম এই ত্রিগুণ পদার্থের সাম্যাবস্থা, যাহা সাংখ্য

শাস্ত্রে প্রকৃতি বলিয়া বিখ্যাতা আছে, তন্মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মল, ও রজোগুণ বিবিধ রাগাত্মক, এবং তমোগুণ মলিন ও মোহাত্মক, এবম্বিধ এই গুণসকলের পরস্পর সংসর্গাধীন এই সমস্ত সংসার বিরচিত হইয়াছে, অতএব সাংসারিক বস্তুসমূহে উক্ত গুণত্রয়াংশ প্রতীত হয়। সত্ত্ব গুণের কার্য্য শম ও দম ও ক্ষান্তি ও বিবেক ও স্বধর্ম্মবর্ত্তিত্ব ও সত্য ও দয়া ও স্মৃতি ও তুষ্টি ও ব্যয়শীলতা ও বৈরাগ্য ও শ্রদ্ধা ও লজ্জা ও ঋজুতা ও বিনয়িতা ও আত্মরতিপ্রভৃতি। রজো গুণের কার্য্য কামনা, চেষ্টা, দর্প, তৃষ্ণা, ভেদবুদ্ধি, বিষয়ভোগ, মদোৎসাহ, স্তুতিপ্রিয়তা, হাস্য, বীর্য্য, অন্যায়-উদ্যম প্রভৃতি। তমোগুণের কার্য্য ক্রোধ, লোভ, মিথ্যা, হিংসা, যাক্কা, দম্ভ, শ্রম, কলহ, শোক, মোহ, বিষাদ, পীড়া, অলস, অনুদ্যম প্রভৃতি। অপর এই তিন গুণে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল। সুখ, দুঃখ, মোহ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। বাত, পিত্ত, কফ। শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ, ইত্যাদিক্রমপ্রাপ্ত অখিল কার্য্য আছে। বাস্তবিক প্রকৃতি এই জগৎসমূহের ভ্রমজনক চিত্রপট তুল্যা হইয়াছে। যাহার প্রসারণে বহু বিচিত্রময় সংসারকার্য্যসমূহ প্রকাশিত হয় ও সঙ্কোচনে বিনাশ হয় ইহা স্বকীয় মনের অবস্থা বিবেচনা করিলেই সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে। যখন আমাদিগের মনস্তত্ত্ব প্রসারিত থাকে তৎকালে কতপ্রকার অদ্ভুত আলোচনা ও কল্পনার সম্ভাবনা

করা যায় তাহা বচনেও বর্ণন করা দুঃসাধ্য, বরঞ্চ জাগ্রৎ সময়ে যে সমস্ত মানসিক ঘটনা হইয়া থাকে যদ্যপি তাহার কেহ পরিমাণ করিতে পারেন তথাপি স্বপ্নকালে যে সমস্ত আন্দোলনা হয় তাহা তাৎকালিক প্রত্যক্ষতুল্য হইলেও নিরূপণ করা যোগ্য হইতে পারে না। প্রাণিসমূহের অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদিতে যে যে শক্তিসকল বিদ্যমানা থাকে বোধ হয় তাহা সমস্তই মনের শক্তি, যেহেতু মনঃসংযোগ ব্যতিরেকে কোন ইন্দ্রিয়ই স্বীয় কার্য্য করণক্ষম হয় না কিন্তু ইন্দ্রয়াদি ব্যতিরেকেও মনঃ স্বপ্নাবস্থায় একাই তাবৎ ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম করে। যদ্যপি সেই বিশ্বব্যাপিকা মায়ার পরমাণু তুল্য ক্ষুদ্রাংশ এই মনস্তত্ত্ব এতাদৃশ বিচিত্র জগৎ কল্পনার নিধান হইল তবে যে স্বয়ং মায়া কীদৃশ সামার্থ্যবতী তাহা কি বাক্যে নিরূপণ করা যাইতে পারে? প্রস্তাবিতা পারমেশ্বরী শক্তি সেই মায়া যাহা স্বীয় অবচ্ছেদ ভেদে বিদ্যা-ও অবিদ্যারূপে উপরিভাগে নির্ণীত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিদ্যা বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশতাপ্রযুক্ত স্বচ্ছ এতন্নিমিত্ত তাহা স্বাবৃত চৈতন্যের মালিন্য উদ্ভাবনে অসমর্থ প্রত্যুত দীপান্বিত কাচকুড্যের ন্যায় চৈতন্যাভাস দ্বারা প্রকাশিতা হইয়া বিশ্বস্রষ্টার অন্তরঙ্গোপাধি রূপে অভিহিতা হয়। এবং অবিশুদ্ধসত্ত্বরূপা যে অবিদ্যা তাহা স্বকীয় গুণত্রয়ের বৈচিত্র্যহেতু বিচিত্ররূপা ও মালিন্যাংশ প্রধানা, এতন্নিমিত্ত স্বাবৃত চৈত-

অবস্থায় স্বয়ং রাজা বা ইন্দ্র হইয়া তত্তদুপাধিনিষ্ঠ সুখ দুঃখাদি ভোগ করে এবং উক্ত ভোগকালীন স্বকীয় পূর্ব্বদেহ ও পূর্ব্বাবস্থা বিস্মৃত হয়, সেই রূপ মুমূর্ষু কালে তাহাদিগের কর্ম্মপ্রেরিত মন যে২ দেহে অভিনিবিষ্ট হয় তত্তৎ দেহ প্রাপ্ত হইয়া তৎকালীন সুতরাং পূর্ব্বদেহ বিস্মৃত হয়। ইহাকেই মরণ কহি। যেহেতু উক্ত পুরাণের একাদশ স্কন্ধে কহিয়াছেন যে “ জন্তোর্ব্বৈ কস্যচিদ্ধেতোর্মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ।” অর্থাৎ কোন কারণবশতঃ জন্তুদিগের পূর্ব্বদেহ বিষয়ক যে অত্যন্ত বিস্মৃতি, তাহাই মৃত্যু বলিয়া খ্যাত হয়। এবং সেই প্রকারে পূর্ব্বদেহ বিস্মৃত হইয়া যে দেহে অত্যন্ত অভিনিবিষ্ট হয় তদ্দেহই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ইহাকেই জন্ম বলিয়া প্রস্তাবিত পুরাণে উক্ত করেন। যথা “ জন্মত্বাত্মতয়া পুংসঃ সর্ব্বভাবেন ভূরিদ। বিষয়স্বীকৃতং প্রাহুর্যথা স্বপ্নমনোরথঃ ”॥ অর্থাৎ হে ভূরিদ উদ্ধব, পুরুষের স্বপ্ন এবং মনোরাজ্যকালিক দেহান্তর প্রাপ্তিবৎ অন্য দেহে তদপেক্ষায় সর্ব্বতোভাবে যে আত্মীয়তা স্বীকরণ (অভেদ ভাবনায় অভিমান প্রকাশন) তাহার নাম জন্ম, ইহা পণ্ডিতগণ কহেন। অতএব আত্মার দেহ বা গুণ অথবা কর্ম্ম ইত্যাদি সমুদায়ই অবিদ্যার বৃত্তিরূপ মনোদ্বারা স্বপ্নবৎ কল্পিত হয় ইহাও সেই পুরাণের দ্বাদশস্কন্ধে কথিত আছে। যথা “ মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্

কর্ম্মাণি চাত্মনঃ। তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততোজীবস্য সংসৃতিঃ”। অর্থাৎ আত্মার দেহ ও গুণ ও কর্ম্ম এই সকল মনই সৃষ্টি করে এবং এই মন মায়াহইতে সৃষ্ট হয় তন্নিমিত্তই জীবের সংসারাপত্তি হইয়া থাকে। যদি বল, এতৎ বিশ্বকার্য্য সমুদায় মনঃ কল্পিত হইলে যাহার যাহা মনঃ কল্পিত তাহা সেই ব্যক্তিই উপলব্ধি করিতে পারে অন্যে তাহা কিরূপে পারিবে? কেননা এক ব্যক্তির স্বপ্ন অন্য ব্যক্তির প্রত্যক্ষ হওয়া কদচ সম্ভব হয় না। উত্তর, তাহা সত্য বটে, ফলতঃ যদ্যপি এতৎ সমস্ত জগৎ কোন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা কল্পিত হইত তবে তাহা অন্যের প্রত্যক্ষ হইবার সম্ভব ছিলনা। কিন্তু তাহা সমস্ত জীবাভিমানি পরমেশ্বরের অবিদ্যা শক্তি, যাহা ব্যস্ত (বিভক্ত) অসীম জীবের অন্তঃকরণোপাধির আকর হইয়াছে তদ্দ্বারা কল্পিত হইলে কিহেতু সকল জীবের প্রত্যক্ষ না হইবে? অতএব একের অসত্তায় অন্যের অসত্তা বা একের সত্তায় অন্যের সত্তা ইহা সম্ভাবিত নহে। কারণ ব্যবহারাবস্থায় অর্থাৎ যাবৎ কৈবল্য না হয় তাবৎ এই সমস্ত জগৎ অসত্য হইয়াও সত্য, পশ্চাৎ তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা কৈবল্য লাভ হইলে নিদ্রাচ্যুত ব্যক্তির স্বপ্ন নাশবৎ সংসার নাশ হইয়া থাকে ইহাই এতৎ শ্লোকের অভিপ্রায়॥ ৬॥

তাবৎ সত্যং জগদ্ভাতি শুক্তিকা রজতং যথা।
যাবন্নজ্ঞায়তে ব্রহ্ম সর্ব্বাধিষ্ঠানমদ্বয়ং॥ ৭॥

[ভ্রমাত্মক বস্তুর অধিষ্ঠান তত্ত্বের জ্ঞানব্যতিরেকে ভ্রম নিবৃত্তি হয় না কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান হইলে ভ্রান্তি কম্পনার বিনাশ হয় ইহাই দৃষ্টান্তের সহিত কহিতেছেন]। যেরূপ শুক্তিতত্ত্বের অজ্ঞানহেতু তদধিষ্ঠানে রজত ভ্রম হইলে যাবৎ শুক্তি জ্ঞান না জন্মে তাবৎ শুক্তিকে রজত বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে, পশ্চাৎ শুক্তিজ্ঞান হইলে রজতের অসত্যতা প্রতীতি হয়, সেইরূপ যাবৎ সমস্ত বিশ্বভ্রান্তির অধিষ্ঠান (আশ্রয়) ভূত অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব অবগতি না হয় তাবৎ জগৎকার্য্যসকল সত্যরূপেই ভাসমান হইয়া থাকে। [রজত যেপ্রকার শুক্তিকাধিষ্ঠানে ভ্রান্তিকল্পিত ও স্বপ্ন যেরূপ আত্মাধিষ্ঠানে মনঃকল্পিত, জাগ্রদবস্থাও সেইরূপ ব্রহ্মাধিষ্ঠানে অবিদ্যাকল্পিত অতএব অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানে তাহার বিনাশ হয়। স্বপ্ন পদার্থকে কেহ২ স্মৃতি বলিয়া অঙ্গীকার করেন কিন্তু তাহা স্মৃতি হইলে প্রত্যক্ষের ন্যায় অবভাসমান কেন হইবে, বিশেষতঃ স্বপ্নেও এক প্রকার স্মৃতি হইয়া থাকে তাহা যেরূপ তদবস্থায় বহুকাল দূরদেশে স্থিতি করিয়া স্বদেশীয় কোন প্রণয়ির প্রণয় স্মরণে ব্যাকুল হইতে হয়। এতাবতা স্বপ্ন কদাপি স্মৃতি নহে কেবল মনের স্বকীয় ভ্রামক সামর্থ্যদ্বারা আত্মাধিষ্ঠানে কল্পিত ইহা যথাবস্থিত আত্মার জ্ঞান হইলে যেরূপ বিনাশ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ জগৎকার্য্যও তত্ত্বজ্ঞানে বিলীন হইয়া থাকে। এই রূপ এতৎ

শ্লোকে বিশ্বভ্রান্তি বিষয়ে আত্মতত্ত্বের বিবর্ত্তকারণতা উল্লেখ হইল। বিবর্ত্ত শব্দে তাহাকে কহি যাহা পরিণাম' কারণ অপেক্ষা অধিক কাল স্থায়ি হইয়া কার্য্য মাত্রে অনুগত হয় তাহা যেপ্রকার অন্তকরণের পরিণাম দ্বারা উৎপন্ন ভ্রমাত্মক রজত কার্য্যের প্রতি শুক্তি। কেননা শুক্তিতত্ত্বের জ্ঞান দ্বারা রজত কার্য্যের পরিণাম কারণভূত ভ্রান্তির বিনাশ হইলেও বিবর্ত্ত কারণরূপ শুক্তি খণ্ডের বিনাশ হয় না। সেইরূপ জগৎ কার্য্যের বিনাশে তাহার বিবর্ত্ত কারণ ব্রহ্মতত্ত্ব যাহা সত্তা সামান্যরূপে কার্য্যমাত্রে অনুগত আছে তাহার বিনাশ হয় না]।

সচ্চিদাত্মান্যনুস্যূতে নিত্যে বিষ্ণৌ বিকল্পিতাঃ। ব্যক্তয়োবিবিধাঃ সর্ব্বা হাটকে কটকাদিবৎ ॥ ৮ ॥

[অধুনা বিশ্বের প্রতি পরমাত্মার পরিণাম কারণতা দর্শাইয়া অদ্বয়তত্ত্ব নিরূপণ করিতেছেন]। যেপ্রকার সুবর্ণপিণ্ডে কটক কুণ্ডলাদি নানাবিধ অলঙ্কারসমূহ কল্পিত হয় সেইপ্রকার জীবাজীব সর্ব্ব বস্তুতে অবস্থিত, নিত্য অথচ ব্যাপক স্বরূপ সংপ্রকৃতিক অর্থাৎ প্রকৃতি শক্তির সহিত উল্লেখিত ব্রহ্মেতে বিবিধপ্রকারে ভাসমান এই জগৎ সমুদায় বিশেষরূপে কল্পিত হইয়াছে]। কার্য্যমাত্রের উৎপত্তিবিষয়ে সর্ব্বত্রই কারণত্রয়ের অর্থাৎ বিবর্ত্তকারণ ও পরিণাম কারণ এবং নিমিত্তকারণ এইসকলের অপেক্ষা আছে,

তন্মধ্যে যাহা স্বরূপবিক্রিয়া না পাইয়াও কার্য্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকে তাহাকে বিবর্ত্তকারণ কহি, যেপ্রকার ঘটকার্য্যে ঘটত্ব ও শুক্তিতে ভ্রমাত্মক রজত কার্য্যে শুক্তি। এবং যাহা বিক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যে প্রবিষ্ট থাকে তাহাকে পরিণামকারণ কহি, তাহা যেপ্রকার ঘটকার্য্যে মৃত্তিকা ও শুক্তিতে ভ্রমাত্মক রজতকার্য্যে অন্তঃকরণের ভ্রান্তি, অপর যাহার সাহায্য ব্যতিরেকে পরিণাম কারণের রূপান্তর হইতে পারে না তাহাকে নিমিত্তকারণ কহি, যেপ্রকার ঘটকার্য্যের প্রতি চক্র, দণ্ড, কুলালপ্রভৃতি ও শুক্তি রজত কার্য্যে চক্ষুপীড়ক কাচ কামলাদি। পূর্ব্ব শ্লোকে বিশ্ব কল্পনা বিষয়ে পরমাত্মাকে ভ্রমাত্মক রজত কার্য্যের বিবর্ত্তকারণ শুক্তির ন্যায় বিশ্বের বিবর্ত্তকারণ বলা হইয়াছে. এক্ষণে কেহ যদ্যপি তাহার পরিণামকারণ অন্য কিছু থাকা বিবেচনা করেন তৎপরিহারার্থ সপ্রকৃতিক পরমাত্মাকেই বিশ্বের পরিণামকারণ বলিয়া উল্লেখ করিলেন] ॥ ৮ ॥

যথাকাশো হৃষীকেশো নানোপাধিগতোবিভুঃ।
তদ্ভেদাদ্ভিন্নবদ্ভাতি তন্নাশাদেকবদ্ভবেৎ ॥ ৯ ॥

[সংপ্রতি এক বস্তুর ভিন্ন২ রূপে প্রতীতি বিষয়ে দৃষ্টান্ত দর্শাইতেছেন]। আকাশ যেপ্রকার এক বৃহৎ বস্তু হইয়াও ঘটশরাবাদি বিবিধ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া উপাধির ভিন্নতাহেতু শরাবাকাশ ঘটাকাশ এ-

ৰূপ ভিন্ন২ প্রতীতির বিষয় হয় ও সেই উপাধির নাশ হইলেও পূর্ব্বসিদ্ধ একৰূপেই থাকে সেইপ্রকার সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রবর্ত্তক ও সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মা দেবতামনুষ্যাদি উপাধিতে গত হইয়া ভিন্ন২ ৰূপে প্রকাশিত প্রায় বোধ হয়েন ও সেই উপাধিসমূহের নাশে যে এক সেই একই থাকেন ॥ ৯ ॥

নানোপাধিবশাদেবং জাতিনামাশ্রয়াদয়ঃ।
আত্মন্যারোপিতাস্তোয়ে রসবর্ণাদিভেদবৎ ॥ ১০ ॥

[যদি বল উপহিত বস্তুতে উপাধির ধর্ম্ম কি প্রকারে দৃষ্ট হয় ইহা দৃষ্টান্তের সহিত কহিতেছেন]। যেপ্রকার বিশেষ২ বস্তু সংযোগে জলেতে রসবর্ণ প্রভৃতি আরোপিত হইয়া থাকে সেইপ্রকার নানাউপাধিবশতঃ জাতি নাম আশ্রয়প্রভৃতি আত্মাতে আরোপিত হয় ॥ ১০ ॥

পঞ্চীকৃতমহাভূতসম্ভবং কর্ম্মসঞ্চিতং।
শরীরং সুখদুঃখানাং ভোগায়তনমুচ্যতে ॥ ১১ ॥

[অধুনা আত্মার দেহাদি উপাধি নিৰূপণ করত প্রথমতঃ স্থূল দেহ বিবেচনা করিতেছেন]। পঞ্চীকৃত অর্থাৎ এক২ ভূত প্রত্যেক পঞ্চভূতের গুণযুক্ত এবম্ভূত মহাভূতহইতে প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ সম্ভূত এতৎ স্থূল শরীর সুখ দুঃখের ভোগায়তনৰূপে উক্ত হয়। [ইদানীন্তন কোন২ বিজ্ঞমানি ব্যক্তিগণ জীবের

প্রাক্তনকর্ম্ম স্বীকার করেন না বোধ করি তবে তাঁহা-
রা যে জগৎকারণ ঈশ্বর অঙ্গীকার করেন তাহাও
মৌখিক হইবে। কেননা যাঁহারা ঈশ্বর স্বীকার করেন
তাঁহারা অবশ্যই জীবের পূর্ব্বং অদৃষ্ট স্বীকার করিয়া
থাকেন, কিন্তু ইঁহাদিগের জীবের পূর্ব্বকর্ম্ম স্বীকার
না করাতেই ঈশ্বর স্বীকার না করা প্রতীতি হইতেছে,
যেহেতু ঈশ্বর সর্ব্বসামর্থ্যমত্তাহেতু পূর্ণ, এনিমিত্ত
সর্ব্ব নিরপেক্ষরূপে পরম সুখবিশিষ্ট, কারণ যাহা-
র কোন বিষয়ে অপেক্ষা না থাকে তাহাকেই পূর্ণ
ও পরমসুখী বলা যায়, অপেক্ষা সত্ত্বে তাহা কদাপি
বলা যাইতে পারে না। তবে তাঁহারা যাঁহাকে ঈশ্বর
বলেন তিনি পূর্ণ হইয়া কি অপেক্ষায় নূতন জীব
সমূহ সৃষ্টি করিলেন এবং কেনইবা সর্ব্বত্র সম হইয়া
তাহাদিগের মধ্যে কাহাকে সুখী কাহাকে দুঃখী এই-
রূপ বিষম কর্ম্ম করিলেন। অপর প্রস্তাবিত ব্যক্তিরা
যদ্যপি পরমেশ্বরের পূর্ণতাতেও অস্বীকৃত হয়েন তবে
তাঁহার সর্ব্বসমর্থতার অভাবহেতু সুতরাং ঈশ্বরত্বেরও
অভাব হইবে। অপিচ ঈশিতা শক্তিমান্‌কে ঈশ্বর
বলি যদ্যপি সৃষ্টির পূর্ব্বে কেহই ঈশিতব্য ছিল না
তবে তাঁহার ঈশ্বরত্বও ছিল না ইহা কেন না বলা যা-
ইবে। অতএব ঈশ্বর পদার্থ যেরূপ নিত্য সেইরূপ
জীবসমূহও নিত্য ইহা না বলিলে নবীন রাজ্য প্রাপ্ত
ব্যক্তির রাজত্বের পূর্ব্বকালে রাজা বলা অযোগ্যের
ন্যায় সৃষ্টির পূর্ব্ব তৎকর্ত্তাকে ঈশ্বর বলাও যোগ্য

হয় না। আমরা ঈশ্বরের ন্যায় জীবেরও অনাদিত্ব স্বীকার করিয়া তাহাদিগের অনাদি শুভাশুভ কর্ম্মাধীন উচ্চ নীচ ভাব প্রাপ্তি অভিধান করি। ইহা হইলে ঈশ্বরের অপূর্ণতা বা বিষমতা কিছুমাত্র সম্ভব হয় না। স্বতঃ পূর্ণব্যক্তি পরানুরোধে কার্য্য করিলে তাহাকে কখনই অপূর্ণ বলা যায় না। অতএব হে বন্ধুগণ আপনারা তাদৃশ ছদ্ম নাস্তিকের মতে নিষ্ঠীবন পূর্ব্বক স্বজাতীয় সনাতন শাস্ত্রে সমাদর প্রকাশ করুন॥ ১১॥

পঞ্চ প্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতং।
অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনং॥ ১২॥

[ইদানী সূক্ষ্মশরীর বিবেচনা করিতেছেন]। পঞ্চ প্রাণ ও মন এবং বুদ্ধি ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এই সপ্ত দশাবয়বযুক্ত অপঞ্চীকৃত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চী ক্রিয়া অপ্রাপ্ত তন্মাত্রনামক ভূতনির্ম্মিত সূক্ষ্ম দেহ জীবসমূহের সুখ দুঃখাদি ভোগের সাধন হয়॥ [গ্রন্থান্তরে এতদ্দেহকেই লিঙ্গদেহ বলিয়াছেন ইহা জাগ্রদ্দেহ উপলব্ধি বিরামে স্বপ্ন কালে উপলব্ধি হইয়া থাকে। এতদ্দেহের বিশেষ কোন আকার নাই কিন্তু অন্তঃকরণই প্রস্তাবিত দেহ বলিয়া কথিত হয় যেহেতুক তাহা সমস্ত ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি প্রভৃতির উদ্ভাবক হইয়াছে, প্রাণও অন্তঃকরণের অধীন অতএব তাহার ইচ্ছা ও জ্ঞান এবং ক্রিয়া

শক্তিমত্তা উল্লেখিত আছে। প্রাণের অন্তঃকরণাধীনত্ব বিষয়ে জীবের স্বেচ্ছাধীন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনাদি কর্ত্তৃত্বই প্রবল প্রমাণ, তবে যে অঙ্গ অবশীভূত হইয়া অন্তঃকরণের দ্বারা চালিত হয় না তাহাতে প্রাণের সম্যক্‌গতিও থাকে না ইহা বিবেচনা করিতে হইবে। বিশেষতঃ মনের অনুগামি জীবসমূহের জন্ম মরণাদি পূর্ব্বেই নিরূপণ করা গিয়াছে]॥ ১২॥

অনাদ্যবিদ্যানির্ব্বাচ্যা কারণোপাধিরুচ্যতে।
উপাধিত্রিতয়াদন্যমাত্মানমবধারয়েৎ॥ ১৩॥

[সংপ্রতি আত্মতত্ত্বকে কারণশরীর নির্দ্দেশপূর্ব্বক উক্তোপাধিত্রয়ের বিপরীত বলিয়া নিরূপণ করিতেছেন]। অনাদি অথচ স্বরূপতঃ ও গুণতঃ নির্ব্বচন করণাশক্যা যে অবিদ্যা তাহা কারণোপাধিরূপে উক্ত হয়। কিন্তু আত্মতত্ত্বকে উক্তোপাধিত্রয় হইতে ভিন্ন বলিয়া জ্ঞাত হইবে। [যেহেতু অবিদ্যাহইতে জাগ্রৎ স্বপ্নাদিময় সংসারসকল উদ্ভূত হয় এবং সুষুপ্তি সময়ে তাহাতে লীন হইয়া থাকে অতএব তাহা কারণশরীর বলিয়া নির্দ্দিষ্টা হইয়াছে]॥ ১৩॥

পঞ্চকোষাদিযোগেন তত্তন্ময়ইব স্থিতঃ।
শুদ্ধাত্মা নীলবস্ত্রাদিযোগেন স্ফটিকোযথা॥ ১৪॥

[এই রূপ আত্মার উপাধিত্রয়হইতে ভিন্নতা প্রতিপাদন পুরঃসর অধুনা তাঁহার পঞ্চকোষ বিলক্ষণতা-

অভিধান করিতেছেন]। যেপ্রকার শুদ্ধ স্বভাব স্ফটিক নীল বস্ত্রাদি যোগ হেতু তত্তদ্বস্ত্রের নীলত্বাদি বর্ণ ধারণ করে সেইরূপ অন্নময় প্রভৃতি পঞ্চ কোষাদি যোগদ্বারা আত্মা তত্তন্ময় তুল্য হইয়া থাকেন। [পঞ্চকোষের নাম অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দময় কোষ। তন্মধ্যে পিতৃ মাতৃ ভুক্ত অন্ন বিকার হইতে জাত স্থূল দেহকে অন্নময় কোষ বলি কেননা কোষ যেপ্রকার খড়্গাদিকে আচ্ছাদন করে দেহও সেই প্রকার আত্মাকে আচ্ছাদন করে অতএব তাহা কোষ পদে অভিহিত হয়। এতৎ কোষধর্ম্মাধ্যাসে আমি স্থূল ও আমি কৃশ ইত্যাদি দেহধর্ম্ম আত্মাতে আরোপ হইয়া থাকে। প্রাণময় কোষ, দেহেন্দ্রিয়াদির চেষ্টা সাধন প্রাণাদি বায়ু পঞ্চক। তদ্দ্বারা আমি ক্রিয়াবান আমি ক্ষুৎপিপাসাবান এবম্প্রকার প্রাণধর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত হয়। মনোময় কোষ মনোমাত্র, যদ্দ্বারা অসন্দিগ্ধ আত্মার সংশয়বিশিষ্টতা অধ্যাস হয়। বিজ্ঞানময় কোষ বুদ্ধি, তদ্দ্বারা আমি কর্ত্তা ও আমি ভোক্তা ইত্যাদিরূপ বুদ্ধিধর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত হয়। আনন্দময় কোষ কারণোপাধি, তদ্দ্বারা সামান্য প্রিয়মোদ রহিত আত্মার প্রিয়মোদবিশিষ্টতা অধ্যস্তা হইয়া থাকে] ॥ ১৪ ॥

বপুস্তুষাদিভিঃ কোষৈর্যুক্তং যুক্ত্যবঘাততঃ॥
আত্মানমান্তরং শুদ্ধং বিবিচ্যাত্তণ্ডুলং যথা॥ ১৫॥

[অধুনা পঞ্চকোষ হইতে আত্মাকে ভিন্নরূপে বিবেচনা করিবার প্রকার কহিতেছেন]। যেপ্রকার অবঘাত দ্বারা ধান্য প্রভৃতির তুষাদি হইতে শুদ্ধ তণ্ডুল গ্রহণ করা যায়, সেইপ্রকার যুক্তিরূপ অবঘাত দ্বারা আত্মার দেহাদি কোষরূপ তুষাদিকে ভিন্ন করিয়া বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বকে বিবেচনা করিবে। [সে যুক্তি এইরূপ, এতদ্দেহ আত্মা নহে যেহেতু জড় এবং এতৎ প্রাণসমূহও আত্মা নহে যেহেতু বায়ু কেননা বাহ্য বায়ুর চৈতন্যাভাব প্রযুক্ত তাহারও চৈতন্যাভাবতার সম্ভব আছে এবং এতৎ মনও আত্মা নহে যেহেতু তাহা বিকারি এবং বুদ্ধিও আত্মানহে যেহেতু তাহা স্বকীয় কারণীভূত অবিদ্যাতে লীন হওয়া প্রযুক্ত জড় এবং কারণোপাধিও আত্মা নহে যেহেতু তাহা সমাধিতে লয় হয়, অতএব এতৎ পঞ্চ কোষ হইতে ভিন্ন ও তদ্বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত আত্মতত্ত্ব ইহাই বিবেচনীয়]॥ ১৫॥

সদা সর্ব্বগতোপ্যাত্মা ন সর্ব্বত্রাবভাসতে।
বুদ্ধাবেবাবভাসেত স্বচ্ছেষু প্রতিবিম্ববৎ॥ ১৬॥

[এইরূপে আত্মার পঞ্চকোষ বিলক্ষণতা উক্ত করিয়া ইদানী তাঁহার সর্ব্বগতত্ব বিষয়ক আশঙ্কা পরিহার করিতেছেন]। আত্মতত্ত্ব সর্ব্বগত তথাপি

সর্ব্বত্র প্রকাশিত হয়েন না যেহেতু উক্ত সর্ব্ব পদার্থ মলিন অতএব তাহা কেবল বুদ্ধিতেই প্রতিভাসমান হয়। এতদ্বিষয়ের দৃষ্টান্ত, যেপ্রকার সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব কোন মলিন বস্তুতে প্রকাশিত না হইয়া জলাদি স্বচ্ছ বস্তুতে প্রকাশিত হয় সেইরূপ ॥ ১৬ ॥

দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিপ্রকৃতিভ্যোবিলক্ষণং।
তদ্বৃত্তি সাক্ষিণং বিদ্যাদাত্মানং রাজবৎ সদা ॥ ১৭ ॥

অতএব আত্মাকে দেহ ও ইন্দ্রিয় ও মন এবং বুদ্ধি ও প্রকৃতি এতৎ সমস্তহইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত ও উক্ত সমস্ত-ব্যাপারের সাক্ষী স্বরূপ জ্ঞান করিবে। তাহাতে দৃষ্টান্ত, যেপ্রকার রাজার ক্ষমতায় ক্ষমতাপন্ন রাজপুরুষেরা যেসকল কর্ম্ম করিয়া থাকে তাহাদিগের রাজাই এক প্রমাণ হয়েন অর্থাৎ রাজাজ্ঞা ব্যতিরেকে তাহাদিগের তাদৃশ সমর্থ হয় না যে তাঁহারা প্রজা প্রভৃতির শুভাশুভ কর্ম্ম দর্শন করে। সেইপ্রকার দেহেন্দ্রিয়াদিগণ যে সমুদায় ব্যাপার সম্পন্ন করে তাহাতে আত্মাই এক প্রমাণ হইয়াছেন, আত্মা না থাকিলে তাহারা কেহই স্ব স্ব ব্যাপারে ক্ষমতাপন্ন হইত না ॥ ১৭ ॥

ব্যাবৃত্তেষ্বিন্দ্রিয়েষ্বাত্মা ব্যাপারীবাবিবেকিনাং।
দৃশ্যতেহভ্রেষু ধাবৎসু ধাবন্নিব যথা শশী ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়ে ব্যাবৃত্ত হইলে আত্মতত্ত্ব অবিবেকিদিগের পক্ষে ব্যাপারশালীরূপে দৃশ্য হয়েন যেপ্রকার মেঘসমূহ ধাবমান হইলে চন্দ্রের ধাবমানতা প্রতীত হইয়া থাকে॥ ১৮ ॥

আত্মচৈতন্যমাশ্রিত্য দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ।
স্বকীয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে সূর্য্যালোকং যথা জনাঃ॥ ১৯ ॥

যেপ্রকার লোকসমূহ সূর্য্যের আলোককে আশ্রয় পূর্ব্বক স্বীয়২ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই রূপ আত্মচৈতন্যকে আশ্রয় পুরঃসর দেহ ও ইন্দ্রিয় ও মন এবং বুদ্ধি ইহারা স্বস্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। । এতৎ পদ্যস্থ দেহেন্দ্রিয়াদি পদার্থের মধ্যে মনঃ পদার্থকে আধুনিক কোন যুবাগণ যাঁহারা বিজাতীয় শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রাপ্তসংস্কার হইয়াছেন তাঁহারা জড় বলিতে অস্বীকৃত হইয়া তাহাকেই চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সেই বিবেচনা সদ্বিবেচনার বহির্ভূত। কেননা যে মনস্তত্ত্ব শরীরের সহিত ভূয়োভূয়ঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে এরূপ সবিক্রিয় বস্তুকে কি প্রকারে চৈতন্য স্বরূপ বলা যাইতে পারে। দেখ বাল্যকালে আমারদিগের মনঃ যপ্রকার অবস্থা প্রাপ্ত ছিল পৌগণ্ডাদিক্রমে তাহার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে ইহা বিবেচনা করিলে এক স্বভাবাক্রান্ত এক ব্যক্তির মনের দ্বারা পূর্ব্বাপর সকল কর্ম্ম কৃত হইয়াছে তাহা বোধ

হয় না। প্রত্যেক২ অবস্থায় যখন তাহার এতাদৃশ অবস্থার প্রভেদ হয় তখন যে তাহা চৈতন্যস্বভাব হইবে ইহার সম্ভব কি? চৈতন্যপদার্থ স্বয়ং অবিক্রিয় এনিমিত্ত সর্ব্বকাল সমভাবস্থায়ী না বলিলে বিশ্বাধার পরমাত্মাকেও সবিকার বলিতে হয় অথচ তিনি নির্ব্বিকার চিন্মাত্র স্বরূপ বলিয়া সর্ব্ববাদিমতে প্রসিদ্ধ আছেন। দেহের সহিত মনের অবস্থা পরিবর্ত্তনের কথা কি কহিব তাহা কাম ক্রোধ শোক বিষাদ দৈন্য ইত্যাদিদ্বারা ক্ষণে২বিকার প্রাপ্ত হওয়া কোন ব্যক্তির অপ্রত্যক্ষ, বিশেষতঃ মাদকাদি দ্রব্য আহারজন্য তাহা কিরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহাতো বিবেচনা করিতে হয়। অতএব মনস্তত্ত্বকে কদাপি চৈতন্য স্বরূপ বলা যাইতে পারে না]। ১৯॥

দেহেন্দ্রিয়গুণা ন্ কর্ম্মাণ্যমলে সচ্চিদাত্মনি।
অধ্যস্যন্তেঽবিবেকেন গগণে নীলতাদিবৎ॥ ২০॥

[যদি বল আত্মচৈতন্যের আশ্রিত দেহেন্দ্রিয়াদির আত্মার সহিত প্রবৃত্তি না হইলে আমি স্থূল আমিকৃশ আমি করি আমি যাই এরূপ ভান কেন হইবে, অতএব কহিতেছেন]। যেপ্রকার মেঘাদি শূন্য নির্ম্মল আকাশে দূরত্বাদি ব্যবধান জন্য নীলত্বাদির আরোপ হয়, সেই প্রকার শুদ্ধ সজ্জ্ঞান স্বরূপ আত্মাতে অবিবেকদ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদির গুণ ও কর্ম্ম সকল আরোপিত হইয়া থাকে। ২০॥

অজ্ঞানান্মানসোপাধেঃ কর্ত্তৃত্বাদীনি চাত্মনি।
কল্প্যতেঽম্বুগতে চন্দ্রে চলনাদির্যথাম্ভসঃ। ২১ ॥

এইরূপ যেপ্রকার জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র-মণ্ডলে জলীয় চলনাদি কল্পিত হয়, সেই প্রকার অজ্ঞানহেতু অন্তঃকরণোপাধির কর্ত্তৃত্বাদি আত্মাতে কল্পিত হইয়া থাকে। ২১॥

রাগেচ্ছাসুখদুঃখাদিবুদ্ধৌ সত্যাং প্রবর্ত্ততে।
সুষুপ্তৌ নাস্তি তন্নাশে তস্মাদ্বুদ্ধেস্তু নাত্মনঃ। ২২ ॥

অধুনা অন্তঃকরণধর্ম্ম রাগেচ্ছাদির অনাত্ম ধর্ম্মতা প্রতিপাদন করিতেছেন]। যেহেতু মনুষ্যাদির জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এতদুভয়াবস্থায় বুদ্ধির সদ্ভাব নিমিত্ত রাগ ও ইচ্ছা ও সুখ ও দুঃখপ্রভৃতি প্রবৃত্ত হয়, সুষুপ্তিসময়ে উক্ত বুদ্ধির স্বীয় কারণে লয় হইলে প্রস্তাবিত রাগাদি থাকে না। সেইহেতু তৎসমস্ত বুদ্ধির গুণ কিন্তু আত্মার গুণ নহে। [তর্কশাস্ত্রে রাগেচ্ছাপ্রভৃতিকে আত্মার গুণ বলিয়া বর্ণন করেন কিন্তু তাহা বেদ বিরুদ্ধ প্রযুক্ত তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা স্বীকার করেন না। কারণ আত্মপদার্থকে বেদে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় বলিয়া অভিধান করিয়াছেন। বিশেষতঃ রাগ ইচ্ছা সুখ দুঃখপ্রভৃতি আত্মার গুণ হইলে ঐ সকল তাহার স্বাভাবিকতাপ্রযুক্ত মুক্ত ব্যক্তিরও থাকিতে পারে অথচ সম্ভাবিত হয় না, কেমনা বদ্ধের ন্যায় মুক্তাবস্থাতেও যদ্যপি রাগে-

চ্ছাদি বিদ্যমান থাকে তবে বন্ধ ও মুক্ত এতদুভয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য থাকে না। যদি বল রাগেচ্ছাদি আত্ম ধর্ম্ম হইলেও যেপ্রকার সূর্য্যকান্তের অগ্নিজনকত্ব গুণ স্বাভাবিক হইয়াও সূর্য্যরশ্মির সংযোগ ভিন্ন উদয় হয় না তদ্রূপ আত্মাতে মনঃসংযোগ ব্যতিরেকে তাহা প্রকাশ পায় না। অতএব মুক্তব্যক্তির মনের সমাধানহেতু তদবস্থায় রাগাদির উদয় না হওয়া ও বদ্ধ ব্যক্তির হওয়া ইহাই বন্ধ মুক্তের প্রভেদক। উত্তর, ইহাও অযোগ্য কেননা যদ্যপি আত্মার রাগেচ্ছা সুখ দুঃখপ্রভৃতি আত্মাতে মনঃসংযোগ ব্যতিরেকে উদয় না হয় তবে মুক্তব্যক্তির মনঃ সমাহিত হইলে তাহার সুখেরও উদয় হইতে পারে না, অথচ বেদেতে মুক্তব্যক্তিকে যে পরমসুখী বলিয়াছেন তাহা বিরুদ্ধ হয়। বিশেষতঃ মুক্তিতে যদ্যপি সুখ সম্বন্ধ না থাকে তবে মনুষ্যগণ কি হেতু তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে। অপর যদি বল, মক্তদিগের তাৎকালিক সুখ দুঃখাভাবই সুখ তাহা হইলে অচেতন লোষ্ট্র খণ্ডকেও সুখী বলা যাইতে পারে। অতএব রাগেচ্ছাদি কদাপি আত্মার গুণ নহে ॥ ২২ ॥

প্রকাশোঽর্কস্য তোয়স্য শৈত্যমগ্নের্যথোষ্ণতা।
স্বভাবঃ সচ্চিদানন্দনিত্যনির্ম্মলতাত্মনঃ ॥ ২৩ ॥

[আত্মার স্বভাব নির্ব্বচন দ্বারা প্রতিপাদিতার্থই স্থির করিতেছেন]। যেপ্রকার সূর্য্যের স্বভাব প্রকাশ এবং জলের স্বভাব শীতলতা ও অগ্নির স্বভাব

উষ্ণতা, সেইরূপ আত্মার সত্তা ও জ্ঞান ও আনন্দ ও নিত্যনির্ম্মলতা এইরূপ স্বভাব হইয়াছে। [যথার্থতঃ যেরূপ সূর্য্যাদির স্বীয়২ স্বভাব কদাপি অন্যথা হয় না-সেইরূপ আত্মারও স্বকীয় স্বভাবের কখনই অন্যথাত্ব নাই। এনিমিত্ত তাহাতে রাগ দ্বেষ সুখ দুঃখাদি নানাবিরুদ্ধ ধর্ম্ম সম্ভাবিত হইতে পারে না]॥২৩॥

আত্মনঃ সচ্চিদংশশ্চ বুদ্ধের্বৃত্তিরিতিদ্বয়ং ॥
সংযোজ্য চাবিবেকেন জানামীতি প্রবর্ত্ততে ॥ ২৪ ॥

[যদি বল আত্মার সত্তাজ্ঞানাদি ভিন্ন অন্য স্বভাব না থাকিলে, আমি জানি এই বাক্যে জ্ঞানের "আমি" এইরূপ অভিমানাবগাহিতা কি হেতু প্রতীতি হইয়া থাকে তাহাতে কহিতেছেন]। জীব, আত্মার সচ্চিদংশ অর্থাৎ সত্তাত্মক জ্ঞানাংশ এবং বুদ্ধির বৃত্তিরূপ অভিমান এই দুই পদার্থকে অবিবেকহেতু সংযোগ করত আমি জানি এই বাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হয় ॥ ২৪॥

আত্মনোবিক্রিয়া নাস্তি বুদ্ধের্বোধোনজাত্বিতি।
জীবঃ সর্ব্বমলংজ্ঞাত্বা জ্ঞাতা দ্রষ্টেতি মুহ্যতি ॥ ২৫॥

অপিচ আত্মার বিক্রিয়া নাই ও বুদ্ধির জ্ঞান নাই কিন্তু জীব ঐ সমস্তকে মিলিত জানিয়া জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা এইরূপে মুগ্ধ হয় ॥ ২৫ ॥

রজ্জু সর্পবদাত্মানং জীবোজ্ঞাত্বা ভয়ং বহেৎ।
নাহং জীবঃ পরাত্মেতি জ্ঞানশ্চেন্নির্ভয়োভবেৎ॥২৬।

[যদি বল জীবের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি সমুদায় অবিদ্যাধ্যস্ত হইলে সংসারাদির ভয় কি, অতএব কহিতেছেন]। যেপ্রকার অনিবিড় অন্ধকারস্থিত রজ্জুখণ্ডে পুরুষ বিশেষের হঠাৎ সর্প ভ্রম হইলে বিবেচনাদ্বারা যাবৎ তাহার যথার্থ তত্ত্ব অবগম না হয় তাবৎ মানসিক ভয়োদয় হইয়া থাকে। সেই প্রকার অভয়স্বরূপ আত্মাতে জীবত্ব আরোপিত করিয়া সেই জীব ভয়প্রাপ্ত হয়, পশ্চাৎ যদ্যপি আমি জীব নহি কিন্তু পরমাত্মা এইরূপ জ্ঞান করে তবে সেই পরমাত্মতত্ত্ব জ্ঞানহেতু কল্পিত জীবত্বের বিনাশ হইলে সুতরাং নির্ভয় হয়। [এবিষয়ে কেহ২ বিতর্ক করেন যে রজ্জুখণ্ডে যে সর্পভ্রান্তি হইয়া থাকে সেই সর্প অবাস্তবিক বটে, ফলতঃ পূর্ব্বদৃষ্ট সর্পের বাস্তবিকতা না হইলে তাহা রজ্জুখণ্ডে আরোপিত হইতে পারে না। কারণ যে ব্যক্তি বাস্তবিক সর্প কখনই দর্শন করে নাই তাহার কি তাদৃশ ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকে, কেননা দধিতে আকাশপুষ্পের ভ্রম হওয়া কাহারো দৃষ্ট ও সম্ভাবিত হয় নাই। অতএব যদিও তোমাদিগের মতে এতৎ সংসার ভ্রমকল্পিত হউক তথাপি এবম্বিধ বাস্তবিক কোন সংসার অবশ্যই থাকিবে নচেৎ ভ্রমসিদ্ধি কেন হইবে। এজন্য যদ্যপি ভ্রমসিদ্ধির নিমিত্ত অন্য সংসারের সত্যতার অপেক্ষা হইল তবে এতৎ সংসারকে সত্য বলিলে হানি কি। যদ্যপি ইহাতে অদ্বৈত হানি

বিবেচনা কর তবে তাহাতেও অদ্বৈতহানি কি-
হেতু না হইবে। উত্তর, অমরা ভ্রমসিদ্ধির নিমিত্ত
আরোপ্য পদার্থের স্থানান্তরীয় সত্যতা স্বীকার
করি না কেবল তদ্বিষয়ক মানসিক পূর্ব্বসংস্কারকে
ভ্রমসিদ্ধির কারণ বলি। অতএব অনাদি প্রবাহ-
পতিত পূর্ব্ব২ সংসারের সংস্কার উত্তরোত্তর সংসার
ভ্রমের কারণ হয়, উক্ত সংস্কারও মায়িক এনিমিত্ত
আমাদিগের অদ্বৈত হানিও হয় না] ॥ ২৬ ॥

আত্মাবভাসয়ত্যেকোবুদ্ধ্যাদীনীন্দ্রিয়ানি হি।
দীপোঘটাদিবৎ স্বাত্মা জড়ৈস্তৈর্নাবভাস্যতে ॥ ২৭॥

[যদি বল আত্মার বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি অবভাসকতা স্বী-
কার না করিয়া বুদ্ধীন্দ্রিয়াদির আত্মাবভাসকতা স্বী-
কার কেন না করি, তাহাতে কহিতেছেন]। যে
প্রকার প্রজ্বলিত প্রদীপ ঘটাদি সমুদায়কে প্রকাশ
করে ও উক্ত সমুদায় বস্তু তাহাকে প্রকাশ করিতে
পারে না। সেই প্রকার আত্মা, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সক-
লকে প্রকাশ করেন কিন্তু জড়স্বভাব উক্ত বুদ্ধীন্দ্রি-
য়াদিদ্বারা তিনি প্রকাশিত হয়েন না ॥ ২৭ ॥

স্ববোধে নান্যবোধেচ্ছা বোধরূপতয়াত্মনাঃ।
নদীপস্যান্যদীপেচ্ছা যথা স্বাত্মপ্রকাশনে ॥ ২৮ ॥

অপিচ যে প্রকার প্রজ্জলিত প্রদীপের স্বাবয়ব
প্রকাশের নিমিত্ত অন্য দীপের অপেক্ষা করে না
সেই প্রকার আত্মার স্বীয় জ্ঞানের প্রতি জ্ঞানান্তরের

অপেক্ষা নাই। যেহেতু আত্মার স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপতা নিশ্চিতা আছে ॥ ২৮ ॥

নিষিধ্য নিখিলোপাধীন্নেতি নেতীতি বাক্যতঃ।
বিদ্যাদৈক্যং মহাবাক্যৈর্জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ॥ ২৯ ॥

[অধুনা আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের প্রকার কহিতেছেন]। ইহা আত্মা নহে, ইহা আত্মা নহে এইপ্রকারে আত্মার পূর্ব্বোক্ত দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্ত উপাধিকে নিষেধ করিয়া তত্ত্বমসি অর্থাৎ সেই পরমাত্মা "তুমি" এই মহাবাক্যদ্বারা সমস্ত নিষেধের অবধিভূত জীবাত্মা পরমাত্মার ঐক্যকে জ্ঞাত হইবে ॥ ২৯ ॥

আবিদ্যকং শরীরাদিদৃশ্যংবুদ্বুদবৎ ক্ষরং।
এতদ্বিলক্ষণং বিদ্যাদহং ব্রহ্মেতি নির্ম্মলং ॥ ৩০ ॥

অবিদ্যা নির্ম্মিত শরীরাদি দৃশ্য অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ সকল জলবুদ্বুদ তুল্য নশ্বর, ইহা হইতে বিরুদ্ধ লক্ষণাক্রান্ত নির্ম্মল ব্রহ্মপদার্থ "আমি" এইরূপ জ্ঞান-করিবে ॥ ৩০ ॥

দেহান্যত্বান্নমে জন্ম জরাকার্শ্যলয়াদয়ঃ।
শব্দাদিবিষয়ৈঃ সঙ্গোনিরিন্দ্রিয়তয়া ন চ ॥ ৩১ ॥

যেহেতু আমি দেহহইতে ভিন্ন অতএব জরা বা কৃশতা কিম্বা লয়প্রভৃতি আমার নাই এবং আমার ইন্দ্রিয়শূন্যতা হেতু শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই সকল বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ নাই ॥ ৩১ ॥

অমনস্ত্বান্ন মে দুঃখরাগদ্বেষভয়াদয়ঃ ॥
অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্র ইত্যাদি শ্রুতিশাসনাৎ॥ ৩২ ॥

আমার মনঃশূন্যতাপ্রযুক্ত রাগ ও দ্বেষ ও ভয়-প্রভৃতির সদ্ভাব নাই যেহেতু শ্রুতিতে আত্মা অপ্রাণ ও অমনা ও স্বচ্ছ এই প্রকার শাসন দৃষ্ট হয়॥ ৩২।

নির্গুণোনিষ্ক্রিয়োনিত্যনির্ব্বিকল্পোনিরঞ্জনঃ।
নির্ব্বিকারোনিরাকারোনিত্যমুক্তোঽস্মি নির্ম্মলঃ।৩৩।

আমি নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় এবং নিত্য ও বিকল্প-রহিত ও নিরঞ্জন অর্থাৎ অবিদ্যামালিন্য বর্জ্জিত ও বিকারহীন ও আকারশূন্য এবং নিত্যমুক্ত ও নির্ম্মলস্বরূপ হইয়াছি ॥ ৩৩ ॥

অহমাকাশবৎ সর্ব্ববহিরন্তর্গতোঽচ্যুতঃ।
সদা সর্ব্বসমঃ শুদ্ধোনিঃসঙ্গোনির্ম্মলোঽচলঃ ॥ ৩৪ ॥

এবং আমি আকাশের ন্যায় সকল বস্তুর বাহ্য ও অন্তর্গত এবং চ্যুতিরহিত ও সর্ব্বকালে সর্ব্ব বস্তুতে সম অথচ শুদ্ধ ও নিঃসঙ্গ অতএব মালিন্যরহিত ও অচল অর্থাৎ স্বরূপ বা স্বভাবহইতে চলিত নহি ॥ ৩৪ ॥

নিত্যশুদ্ধ বিমুক্তৈকমখণ্ডানন্দমদ্বয়ং।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ পরং ব্রহ্মাহমেব তৎ ॥ ৩৫ ॥

অপর আমি এক নিত্যশুদ্ধ মুক্তস্বরূপ ও অদ্বিতীয় অখণ্ডানন্দ স্বরূপ অথচ সত্য ও জ্ঞান ও অনন্তরূপি যে পরব্রহ্ম উক্ত আছে সেও আমি ॥ ৩৫ ॥

এবং নিরন্তরং কৃত্বা ব্রহ্মৈবাস্মীতি বাসনা।
হরত্যবিদ্যাবিক্ষেপান্ রোগানিব রসায়ণং ॥ ৩৬ ॥

[আত্মজ্ঞান প্রকারকে উপসংহরণ করিতেছেন]। এইরূপ নিরন্তর চিন্তা করিলে আমি ব্রহ্ম এই প্রকার সংস্কার জাত হইয়া অবিদ্যাবিক্ষেপরূপ সংসার কার্য্যসমূহকে হরণ করে। যেরূপ রসায়ণনামক ঔষধি রোগনিচয়কে হরণ করিয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

বিবিক্তদেশআসীনোবিরাগোবিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভাবয়েদেকমাত্মানং তমনন্তমনন্যধীঃ ॥ ৩৭ ॥

[অধুনা তদ্বিষয়ক উপযোগ কহিতেছেন]। নির্জ্জন স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক বিরাগ অর্থাৎ বিষয় ভোগাদিতে রাগশূন্য ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অন্য বুদ্ধি পরিত্যাগ পুরঃসর সেই অন্তরহিত এক আত্মাকে ভাবনা করিবে। [বিষয় ভোগাদিতে অভিলাষ সত্ত্বে জিতেন্দ্রিয় বা তত্ত্বজ্ঞানাধিকারী হইতে পারে না যেহেতু তদভিলাষবশতঃ চিত্তবৃত্তির ইতস্ততঃ বিক্ষেপ হইয়া থাকে এনিমিত্ত কদাপি অনন্যবুদ্ধি হয় না অতএব আপনাকে সম্যক বিষয়ভোগে বিরক্ত জানিয়া আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করা আবশ্যক, নতুবা উভয় পথহইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। এতজ্জন্যই নচিকেতার প্রতি তত্ত্বজ্ঞান কথনের পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ তাঁহার অধিকারিত্ব পরীক্ষার নিমিত্ত নানা বিষয়-ভোগের প্রলোভ দর্শাইলে তিনি তদভিলাষশূন্য-

হেতু তাহাতে অস্বীকৃত হইবায় তাঁহাকে প্রাপ্তাধিকার জানিয়া তত্ত্বোপদেশ করেন, ইহা কঠোপনিষদের প্রথমেই অধিকারি নির্দিষ্ট করণনিমিত্ত আখ্যায়িকারূপে উক্ত হইয়াছে] ॥ ৩৭ ॥

আত্মনোবাখিলং দৃশ্যং প্রবিলাপ্য ধিয়া সুধীঃ।
ভাবয়েদেকমাত্মানং নির্ম্মলাকাশবৎ সদা ॥ ৩৮ ॥

সুধী ব্যক্তি স্বকীয় বুদ্ধির দ্বারা দৃশ্যমান অর্থাৎ জ্ঞায়মান সমস্ত বস্তুকে লয় করিয়া নির্ম্মল আকাশের ন্যায় একমাত্র আত্মাকে সর্ব্বদা ভাবনা করিবে। [উক্তরূপ লয় করণের প্রকার মানবশাস্ত্রে উক্ত আছে। যথা “ খং সন্নিবেশয়েৎ খেষু চেষ্টনস্পর্শনেঽনিলং। পঁক্তিদৃষ্ট্যোঃ পরং তেজঃ স্নেহেঽপোগাং চ মূর্ত্তিষু। মনসীন্দুং দিশঃ শ্রোত্রে ক্রান্তে বিষ্ণুং বলে হরং। বাচ্যগ্নিং মিত্রমুৎসর্গে প্রজনে চ প্রজাপতিং ” ॥ অর্থাৎ বাহ্যস্থিত মহাকাশকে শরীরাকাশে লয় করিবে এবং বাহ্য বায়ুকে দৈহিক বায়ুতে লয় করিবে এই প্রকার সূর্য্য ও অগ্নির তেজকে চক্ষুতে ও জঠরাগ্নিতে এবং জলকে দৈহিক জলে ও পৃথিবীকে শারীরিক পার্থিবাংশেও চন্দ্রকে মনেতে দিকসকলকে শ্রোত্রেতে ও বিষ্ণুকে গতিশক্তিতে হরকে বলেতে অগ্নিকে বাগিন্দ্রিয়েতে মিত্রকে পায্বিন্দ্রিয়েতে প্রজাপতিকে উপস্থে লয় করিবে ॥ ৩৮ ॥

রূপবর্ণাদিকং সর্ব্বং বিহায় পরমার্থবিৎ।
পরিপূর্ণচিদানন্দস্বরূপেণাবতিষ্ঠতি ॥ ৩৯ ॥

[অধুনা নির্ব্বিকল্প সমাধি কহিতেছেন]। পরমার্থজ্ঞ ব্যক্তি রূপবর্ণাদি সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক পরিপূর্ণ জ্ঞানানন্দস্বরূপে অবস্থান করিবে। ৩৯।

জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে।
চিদানন্দস্বরূপত্বাদ্দীপ্যতে স্বয়মেব হি ॥ ৪০ ॥

পরমাত্মাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞান এবং জ্ঞেয় এতদ্রূপ প্রভেদ নাই কিন্তু তিনি জ্ঞানানন্দস্বরূপহেতু আপনি প্রকাশমান হয়েন ॥ ৪০ ॥

এবমাত্মারণৌ ধ্যানমথনে সততং কৃতে।
উদিতাবগতির্জ্জ্বালা সর্ব্বাজ্ঞানেন্ধনং দহেৎ ॥ ৪১ ॥

[উপসংহরণ করিতেছেন]। এইপ্রকার আত্মারূপ অরুণীতে সতত ধ্যানরূপ মথনকৃত হইলে জ্ঞানরূপ জ্বালা উদিতা হইয়া সমস্ত অজ্ঞানরূপ কাষ্ঠকে দগ্ধ করে ॥ ৪১ ॥

আরুণেনৈব বোধেন পূর্ব্বস্তুং তিমিরে হৃতে।
ততআবির্ভবেদাত্মা স্বয়মেবাংশুমানিব ॥ ৪২ ॥

সূর্য্য যেপ্রকার উদয়ের পূর্ব্বে স্বকীয় রশ্মির অরুণতাদ্বারা তমোনষ্ট করিয়া পশ্চাৎ উদয় হয়েন সেইপ্রাকার জ্ঞানচ্ছটাদ্বারা অজ্ঞান তিমির বিনাশন পূর্ব্বক তদনন্তর স্বয়ং আত্মা আবির্ভূত হয়েন ॥ ৪২ ॥

আত্মা তু সততং প্রাপ্তোপ্যপ্রাপ্তবদবিদ্যয়া।
তন্নাশে প্রাপ্তবদ্ভাতি স্বকণ্ঠাভরণং যথা ॥ ৪৩ ॥

[প্রাপ্ত আত্মার পুনঃ প্রাপ্তি কিপ্রকারে সঙ্গতা হয় তাহা কহিতেছেন]। আত্মতত্ত্ব সদাপ্রাপ্ত হইয়াও অবিদ্যাহেতু অপ্রাপ্তের ন্যায় হয়েন. অবিদ্যার নাশ হইলে তিনি পুনঃ প্রাপ্তবৎ ভাসমান হইয়া থাকেন। তাহাতে দৃষ্টান্ত. যেপ্রকার কোন ব্যক্তির স্বকীয় কণ্ঠস্থিত আভরণ বিস্মৃতি হইলে তাহা তৎসম্বন্ধে অপ্রাপ্তবৎ বোধ হয় পশ্চাৎ ভ্রমান্তে স্মরণ করিয়া প্রাপ্ত বস্তুর পুনঃ প্রাপ্তি বিবেচনা করে সেইরূপ ॥ ৪৩ ॥

স্থাণৌ পুরুষবদ্ভ্রান্ত্যা কৃতা ব্রহ্মণি জীবতা।
জীবস্য তাত্ত্বিকে রূপে তস্মিন্ দৃষ্টে নিবর্ত্ততে। ৪৪॥

যেপ্রকার সামান্য ব্যক্তি ভ্রান্তিদ্বারা স্থাণুতে পুরুষ বুদ্ধি করে সেইপ্রকার অবিদ্যাদ্বারা ব্রহ্মেতে জীবত্ব কৃত হয়, কিন্তু জীবের যাথার্থিকস্বরূপ সেই ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকৃত হইলে উক্ত জীবত্বভ্রান্তি নিবৃত্তা হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

তত্ত্বস্বরূপানুভবাদুৎপন্নং জ্ঞানমঞ্জসা।
অহং মমেতি চাজ্ঞানং বাধতে দিগ্‌ভ্রমাদিবৎ ॥ ৪৫॥

তত্ত্বস্বরূপ অনুভবজন্য যে জ্ঞান তাহা অচিরাৎ "আমি ওআমার" এইরূপ অজ্ঞান বিনাশ করে যেপ্রকার দিক্তত্ত্বাদি জ্ঞান হইবামাত্র দিগ্‌ভ্রমাদি বিনষ্ট হয় সেইরূপ ॥ ৪৫ ॥

সম্যক্ বিজ্ঞানবান্ যোগী স্বাত্মন্যেবাখিলং জগৎ ॥
একঞ্চ সর্ব্বমাত্মানমীক্ষতে জ্ঞানচক্ষুষা ॥ ৪৬ ॥

[অধুনা সবিকল্প সমাধি কহিতেছেন]। সম্যক্ অনুভববিশিষ্ট যে যোগী তিনি স্বকীয় আত্মাতে অখিল সংসারকে এবং সমস্ত সংসারে এক আত্মাকে জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা দর্শন করেন ॥ ৪৬ ॥

আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং আত্মনোঽন্যন্ন কিঞ্চন।
মৃদোযদ্বৎ ঘটাদীনি স্বাত্মানং সর্ব্বমীক্ষতে ॥ ৪৭ ॥

আত্মাই এতৎ সমস্ত জগৎ আত্মাহইতে ভিন্ন অপর কিছুই নাই, যেরূপ মৃত্তিকাই ঘটাদিসমূহ বস্তু সেইরূপ স্বকীয় আত্মাই সমস্ত বস্তুস্বরূপ হইয়াছেন এইরূপ সর্ব্ব দৃষ্টি করেন ॥ ৪৭ ॥

জীবন্মুক্তস্তু তদ্বিদ্বান্ পূর্ব্বোপাধিগুণাংস্ত্যজেৎ।
সচ্চিদানন্দরূপত্বং ভজেৎভ্রমরকীটবৎ ॥ ৪৮ ॥

[অধুনা জীবন্মুক্তলক্ষণ কহিতেছেন]। জীবন্মুক্ত তত্ত্বজ্ঞব্যক্তি পূর্ব্ব দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধির গুণ সমূহ ত্যাগ করেন এবং তৈলপায়ী যেপ্রকার প্রগাঢ় চিন্তাদ্বারা ভ্রমরকীটত্ব প্রাপ্ত হয় সেই প্রকার তিনি সর্ব্বদা অনুশীলন বশতঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৪৮ ॥

তীর্ত্বা মোহার্ণবং হত্বা রাগদ্বেষাদিরাক্ষসান্।
যোগী সর্ব্বসমাযুক্তআত্মারামোবিরাজতে ॥ ৪৯ ॥

ভগবান্ শ্রীরাম যেপ্রকার সমুদ্র উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক

রাক্ষসসমূহকে বিনাশ করত সুহৃদ অমাত্য সমাযুক্ত হইয়া বিরাজমান ছিলেন সেইপ্রকার মোহসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া রাগদ্বেষাদি রাক্ষসনিবহকে সংহরণ পুরঃসর যোগিব্যক্তি জ্ঞান বৈরাগ্যাদি সমাযুক্ত আত্মারাম হইয়া বিরাজিত হয়েন ॥ ৪৯ ॥

বাহ্যানিত্যসুখাসক্তিং হিত্বাত্মসুখনির্বৃতঃ।
ঘটস্থদীপবৎ শশ্বদন্তরেব প্রকাশতে ॥ ৫০ ॥

বাহ্য অনিত্য-সুখ-বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক আত্মসুখে নিবৃত্ত হইয়া ঘটস্থ দীপপ্রভার ন্যায় অন্তরেই প্রকাশমান থাকেন ॥ ৫০ ॥

উপাধিস্থোপি তদ্ধর্ম্মৈর্নলিপ্তোব্যোমবন্মুনিঃ।
সর্ব্ববিন্মূঢ়বত্তিষ্ঠেদসক্তোবায়ুবচ্চরেৎ ॥ ৫১ ॥

মননশীল ব্যক্তি উপাধিস্থিত হইয়াও উপাধি ধর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হইবে না এবং সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও মূঢ়বৎ থাকিবে ও বায়ুবৎ অসঙ্গরূপে বিচরণ করিবে ॥ ৫১ ॥

উপাধিবিলয়াদ্বিষ্ণৌ নির্ব্বিশেষং বিশেন্মুনিঃ।
জলে জলং বিয়দ্ব্যোম্নি তেজস্তেজসি বা যথা ॥ ৫২ ॥

পরমেশ্বরে উপাধি বিলয় হইলে মননশীল ব্যক্তি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে প্রবেশ করেন। যেপ্রকার জলে জল আকাশে আকাশ তেজে তেজ প্রবিষ্ট হয়। ৫২।

যল্লাভান্নাপরোলাভো যৎসুখান্নাপরংসুখং।
যজ্জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৫৩ ॥

[যদিবল ব্রহ্মেতে তাদৃশ লয় হইতে লোকের প্র-

বৃত্তি হইবে কেন, কারণ যাহাতে কোন লাভ বা কোন সুখ থাকে তাহাতেই লোক সকল প্রবৃত্ত হয়, এবিষয়ে কহিতেছেন]। যে লাভ হইতে অপর কোন লাভ নাই ও যে সুখহইতে অপর কোন সুখ নাই এবং যে জ্ঞান হইতে অপর কোন জ্ঞান নাই তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবে অর্থাৎ ব্রহ্ম লাভ হইতে অপর কোন লাভাদিই গরিষ্ঠ নহে, এতাবতা তাহাতে অবশ্যই লোকপ্রবৃত্তি হইবে। [বস্তুতঃ সাংসারিক লাভাদিজন্য যে কোন প্রকার সুখ হইয়া থাকে তাহা সমস্তই আত্মস্বরূপের প্রতিচ্ছবি যেহেতু আত্মাভিন্ন অপর কোন বস্তুই সুখ পদার্থ নহে যে তাহা বিষয়োপভোগকালে চন্দনাদিবৎ শরীরে আগত হইয়া লিপ্ত হয়। এই পরম সুখস্বরূপ আত্মা অবিদ্যা বিক্ষেপ বশতঃ জীবোপাধি প্রাপ্ত হইলে তাঁহার তদুপাধিভূত অন্তঃকরণ আবহমান কালাবধি নানা কামনাকলুষদ্বারা আবৃত হেতু সমস্ত কামনা পূরণের অভাবে সর্ব্বদা দুঃখান্বিতপ্রায় বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু কোন সময়ে তাঁহার উক্ত কামনা সমূহের কোন অংশ পূরণ হইলে সন্তোষানুরূপ কিঞ্চিৎ সুখানুভব হয়। ইহাতে দৃষ্টান্ত, যেপ্রকার মহা প্রভাবিশিষ্ট আদিত্যমণ্ডল নিবিড় মেঘাবলিদ্বারা আবৃত হইলে তাহার আলোকময় জ্যোতিঃসমূহ সম্যক্‌রূপে প্রাণিনিচয়ের দৃষ্টিগোচর হয় না পরে মন্দ২ বায়ুর দ্বারা যৎপরিমাণে

সেই মেঘবৃন্দ চালিত হয় তৎ পরিমাণেই তাহার নির্ম্মল জ্যোতিঃ প্রকাশ হইয়া থাকে সেইপ্রকার বিবিধ বাসনাবাসিত অন্তঃকরণদ্বারা আবৃত আত্মতত্ত্ব স্বয়ং সুখস্বরূপ হইয়াও প্রাণিসমূহকে সম্যক্ সুখী করিতে পারেন না, কিন্তু যখন তাহাদিগের অন্তঃকরণস্থা কোন২ বাসনা পূর্ণা হইয়া যে পরিমিত সন্তোষ জন্মে সেই পরিমাণেই কামনামালিন্যের কিঞ্চিৎ স্বচ্ছতা উদয় হইলে তাহাতে পরম সুখরূপ আত্মার প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়, এইহেতু তৎকালে আমি সুখী বলিয়া জীবসকল অভিমান করে। যদ্যপি সুখস্বরূপ আত্মপদার্থ অন্তঃকরণের সন্তোষ বৃত্তিতে এতদ্রূপে প্রকাশ হইয়া থাকেন তবে সমস্ত কামনাত্যাগরূপ মহাসন্তোষে যে মহাসুখের উদয় হয় ইহাতে সংশয় কি ॥ ৫৩ ॥

যদ্দৃষ্ট্বা নাপরং দৃশ্যং যদ্ভূত্বা ন পুনর্ভবঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নাপরং জ্ঞেয়ং তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ।৫৪ ॥

অপিচ যাহাকে দর্শন করিলে অপর কিছু দ্রষ্টব্য থাকে না ও যাহাহইলে পুনর্ব্বার হইতে হয় না এবং যাঁহাকে জানিলে অপর কোন জ্ঞানের আবশ্যক নাই তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবে ॥ ৫৪ ॥

তির্য্যগূর্দ্ধমধঃ পূর্ণং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং।
অনন্তং নিত্যমেকং যৎ তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৫৫ ॥

এবং যিনি তির্য্যক ও ঊর্দ্ধ অধঃ সর্ব্বত্র সত্তা ও জ্ঞান এবং আনন্দদ্বারা পূর্ণ অথচ অদ্বিতীয় অর্থাৎ তদ্ভিন্ন অপর পদার্থ রহিত ও অনন্ত এবং নিত্য ও এক অর্থাৎ সজাতীয় দ্বিতীয়বস্তু বর্জ্জিত তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবে॥ ৫৫॥

অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণ বেদান্তৈর্লক্ষ্যতেঽদ্বয়ং।
অখণ্ডানন্দমেকং যৎ তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ॥ ৫৬॥

কিঞ্চ যিনি বেদান্তবাক্যদ্বারা অতদ্ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ এতন্ন২ এই রূপে সমগ্র প্রপঞ্চ পদার্থ নিষেধ করিয়া স্বয়ং যাহা নিষিদ্ধ না হয় তদ্রূপে লক্ষিত হয়েন এবং যাঁহাহইতে ভিন্ন দ্বিতীয়বস্তু নাই ও যিনি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দস্বরূপ এবং এক অর্থাৎ সজাতীয় ভেদশূন্য তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবে॥ ৫৬॥

অখণ্ডানন্দরূপস্য তস্যানন্দলবাশ্রিতাঃ।
ব্রহ্মাদ্যাস্তারতম্যেন ভবন্ত্যানন্দিনোভবাঃ॥ ৫৭॥

সেই অখণ্ডানন্দরূপ পরব্রহ্মের আনন্দলবকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাদি দেহিগণ স্ব স্ব উপাধি তারতম্যহেতু তরতমরূপে আনন্দিত হয়েন॥ ৫৭॥

তদ্‌যুক্তমখিলং বস্তু ব্যবহারস্তদন্বিতঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম ক্ষীরে সর্পিরিবাখিলে॥ ৫৮॥

যেহেতু সেই ব্রহ্মের সহিত অখিল বস্তুগণ যুক্ত আছে এবং যাবতীয় ব্যবহার তদ্দ্বারাই অন্বিত হই-

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বাবু অনঙ্গমোহন মিত্র,

মহাশয়েষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং

মচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত আমি আপনার নামে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি বহুদিন আপনার সহিত সৌহার্দ্দ-সূত্রে বদ্ধ থাকিয়া, এক ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া, অনেক বিষয়ে ঐকমত্য হইয়া, আমি কোন কোন মহত্তর ব্যক্তি সত্ত্বেও মহাশয়ের নাম দ্বারা স্বকীয় পুস্তককে সুশোভিত করিতে মানস করিয়াছি। পরমেশ্বর আপনার মনকে যে সকল মহদ্‌গুণের আধার করিয়াছেন, তাহা আপনার মিত্রমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ পরিজ্ঞাত আছে। স্বদেশের পুরাবৃত্তচর্চ্চায় আপনার অনুরাগ সামান্য নহে; অসাধারণ বুদ্ধিকৌশল প্রকাশ করিয়া আপনি মহাভারতের যে যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রচারিত হইলে সকলে অবশ্য

চমৎকৃত হইবেন, এবং আপনাকে ধন্যবাদ করিবেন। পরমেশ্বরের নিকটে আমার একান্ত প্রার্থনা এই, যে তিনি আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন, তাহা হইলে দেশের অনেক উপকার হইতে পারিবে।

অতিবাধ্য

শ্রীরাখালদাস হালদার।

খিদিরপুর, ১ লা ভাদ্র, ১৭৭৬।

বিজ্ঞাপন।

কিয়ৎকাল পূর্ব্বে বরাহনগর-বঙ্গভাষানু-শীলনী সভার নিমিত্ত "ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্তের পর্য্যালোচনা" নামে এক প্রস্তাব ক্রমিক লেখা যায়*; রামচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত তাহারই অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিল। রামচন্দ্র সেই সকল মহাত্মা-দিগের মধ্যে এক জন, যাঁহারদের জীবনচরিত রচনা করা পণ্ডিতেরা শ্লাঘার বিষয় বোধ করেন—যাঁহারদের সদুপদেশপূর্ণচরিত্র পাঠ করিয়া সারগ্রাহি লোকেরা কৃতার্থম্মন্য হয়েন। শ্রীরামের জীবনবৃত্ত বিষয়ে নানাভাষায় নানা গ্রন্থ প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষ মধ্যে যে যে ব্যক্তির কবিত্ব বিষয়ে অভিমান ছিল, প্রায় সকলেই কোন না কোন প্রকারে রামচন্দ্রের কীর্ত্তি বর্ণন করিয়া আপনারদের লেখনীর সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার এত জীবনবৃত্তান্ত সত্ত্বে যে আমি

* অনেক কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকা প্রযুক্ত উক্ত প্রস্তাব শেষ করা হয় নাই।

এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছি, ইহার কতিপয় কারণ পাঠকবৃন্দকে অবগত করা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ। দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখিতেছি যে ইউরোপে প্রাচীন কালে যে সকল ব্যক্তি কীর্ত্তি লাভ করেন, তাঁহারদের শত শত জীবনচরিত সত্ত্বেও এক্ষণে অনেকে লিখিতেছেন।

দ্বিতীয়তঃ। রামচন্দ্রের যত জীবনবৃত্তান্ত আছে, সমস্তই কাব্যের ন্যায় রচিত; যথার্থরূপে কেহই লেখেন নাই; এই অভাবকে দূর করা কর্ত্তব্য বোধ করিয়াছি।

তৃতীয়তঃ। শুভাভিপ্রায় করিয়া আমি ইহা রচনা করিয়াছি।

যদিও রামের প্রত্যেক কার্য্য এই পুস্তকে সঙ্কলিত হয় নাই বটে, কিন্তু, বোধ করি, কোন সত্য এবং উপদেশজনক বিষয়কে ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করা যায় নাই। যদিস্যাৎ কোন কোন পাঠক এই পুস্তক পাঠ করিয়া অতিসামান্য পরিমাণেও উপকার বোধ করেন, তবে আমার যত্নকে সফল বোধ করিব।

রা, দা, হ।

খিদিরপুর, ১ লা ভাদ্র, ১৭৭৬ শক।

শ্রীরামচরিত।

শ্রীরামচন্দ্রের মাধুর্য্যসম্পন্ন নাম এতদ্দেশীয় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মনে প্রগাঢ়-রূপে মুদ্রিত আছে; তদীয় পবিত্র চরিত্র কীর্ত্তনপূর্ব্বক কত শত কবি অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। কি এক দেবোচিত অসাধারণকার্য্যদ্বারা তিনি আমারদের উপকার করিয়া গিয়াছেন, যে তাঁহার নাম ও চরিত্রকে ভুলিতে পারা যায় না। কোন স্বর্গোপযুক্ত-পদার্থপূর্ণ অক্ষয়শীল ভাণ্ডাগার সহ তাঁহার চরিত্রের তুলনা দেওয়া অত্যুক্তি নহে। ক্রমাগত চারি সহস্র বৎসর লোকে তাঁহার নামোচ্চারণ করিয়াছে—তাঁহার চরিত্রের বারম্বার পর্য্যালোচনা করিয়াছে; তথাপি এখনও তাহা আনন্দকর নূতন বলিয়া প্রতীত হইতেছে। রামচন্দ্র যথার্থতই এক সর্ব্বলোকপ্রিয় রাজশ্রেষ্ঠ মহাত্মা পুরুষ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পৃথিবীর সহিত আততায়িরূপে যুদ্ধ করিয়া যবননৃপতি সিকন্দর যদি এক জন প্রশংস্য যোদ্ধা হয়েন; নেপোলিওনের দিগ্বিজয় সময়ে ইউরোপীয় লোকদিগকে যথাকথঞ্চিদ্রূপে সাহায্য করিয়া মস্কোবিপতি আলেকজাণ্ডর যদি "ইউরোপের পরিত্রাতা" উপাধির যোগ্য হয়েন; তবে আ-

মারদের রামচন্দ্র, যিনি স্বদেশের—এই বৃহত্তম ভারত রাজ্যের—অতীব অধমাবস্থায় জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহার সৌভাগ্যসুখ সমানয়ন করেন, যিনি নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের এক আশ্চর্য্য অতুল্য প্রায় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন; তাঁহাকে এতদ্দেশের স্বভাবতঃ অত্যুক্তি-প্রিয় পণ্ডিতেরা যে ঈশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা কোন মতেই বিচিত্র নহে। বস্তুতঃ অলঙ্কারশাস্ত্রে মনুষ্যকে ঈশ্বর বলিবার যদি কুত্রাপি কোন প্রকারে বিধি থাকে, তবে রামচন্দ্র অবশ্যই সেই উপাধির উপযুক্ত। তাঁহার গুণের তুলনাস্থল কি দুর্লভ! তিনি গৃহ মধ্যে থাকিয়া স্বকীয় অপার ঔদার্য্যগুণ এবং বদান্য স্বভাব বশতঃ যদ্রূপ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা, সুহৃৎ, এবং দীন দরিদ্র জনগণের পরম প্রীতি পাত্র হইয়াছিলেন, সিংহাসনস্থ হইয়া অপক্ষপাতসম্পন্ন সুবিচারদ্বারা প্রজাবর্গহইতে তদ্রূপ ধন্যবাদ উপার্জন করিতেন, এবং অমিততেজঃপ্রভাবে সংগ্রামস্থলে আততায়ি শত্রুদল নিপাত পূর্ব্বক সেই রূপ যশোভাজন হইতেন। সিকন্দর, বোনাপার্ত্তি, এবং সুইদেনের দ্বাদশ চার্ল্সের ন্যায় তিনি যদি দেশ জয় মাত্রকে আপনার অভিসন্ধি করিতেন, তবে এক্ষণে তাঁহার নামোচ্চারণ মাত্রে আমারদের অন্তঃকরণে যে এক অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইতেছে, তাহা কদাপি হইত না। বস্তুতঃ যে সকল ব্যক্তি জনসমাজে সৌজন্যমূল্যে ব্যর্থ গৌরব মাত্র ক্রয় করিবার লালসায় যুদ্ধ বিগ্রহাদি উৎপাত সৃজন করেন, তাঁহারা কদাপি আমারদের শুভকারী নহেন; তাঁহারা মনুষ্যের

উপদেশ পথের কন্টক স্বরূপ; তাঁহারদের চরিত্র সর্ব্বথা দূষণীয়। কিন্তু প্রত্যুত আততায়ি নিবারণার্থে—আত্ম-রক্ষার্থে—স্বদেশের মঙ্গল সম্পাদনার্থে—যাঁহারা যুদ্ধব্রতে ব্রতী হয়েন, তাঁহারদের কার্য্যকে দূষ্য বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নহে। শ্রীরামচন্দ্র এই শেষোক্ত শ্রেণি মধ্যে গণনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। পশ্চাল্লিখিত প্রস্তাব-দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইবে।

—oo—

প্রথমতঃ রামচন্দ্রের জন্মকালীন ভারতবর্ষের কীদৃশী অবস্থা ছিল, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। অতএব এস্থলে তদ্বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

রামচন্দ্রের পিতা রাজা দশরথ পৃথিবীপূজ্য সূর্য্যকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন; তিনি শরযূতীরস্থা লোকবিশ্রুতা অযোধ্যা নগরীতে রাজত্ব করিতেন। তৎকালে ভারত বর্ষে অপর বহু নৃপতি সত্ত্বেও বংশমর্য্যাদা হেতু তাঁহার যথেষ্ট সম্ভ্রম ছিল। কিন্তু তিনি এক জন কাম-ভোগপ্রিয় ব্যসনাসক্ত পুরুষ ছিলেন; কোন মতেই রাজ সিংহাসনের উপযুক্ত ছিলেন না। তিনি কৌশল্যা, কেকয়ী, এবং সুমিত্রা নাম্নী রাজকুমারীত্রয়ের পাণিগ্রহণ করেন, এবং অন্যূন পঞ্চাশদধিক সপ্তশত রমণীকে উপ-পত্নী রাখিয়াছিলেন; ইহারদিগকে লইয়াই তিনি নিরন্তর অন্তঃপুর মধ্যে কাল যাপন করিতেন, রাজ কার্য্যের প্রতি দৃক্পাতও করিতেন না। যদিও এ বিষয়ে ইদা-নীন্তন কোন কোন হিন্দু নৃপতির নিকট দশরথের পরা-

জয় স্বীকার আছে,* তথাপি সাত শত পঞ্চাশ স্ত্রীকে গ্রহণ করাও যে জগদীশ্বরের নিয়মবিরুদ্ধ বিগর্হিত কর্ম্ম, তাহাতে সন্দেহ কি ? যাহা হউক, যৎকালে তিনি অভিহিতপ্রকারে কামিনীগণ সঙ্গে ক্রীড়াকুতূহলে কাল হরণ করিতেছিলেন, তখন ভারতবর্ষ মধ্যে মহা মহা রাজবিপ্লব সকল উপস্থিত হইতেছিল†। কেবল আন্তরিককলহের দ্বারা এ সমস্ত ব্যাপারের সূত্রপাত হয় নাই; কিন্তু বিদেশীয় কোন পরাক্রান্ত রাজার প্রভাব ও ভারত রাজ্য মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইবার উপক্রম হইতেছিল। বিপদের সময় দুর্গতি চতুর্দ্দিক্ হইতে উপস্থিত হয়। তৎকালে যে সকল ব্যক্তি ভারতবর্ষের আর আর অংশে রাজসিংহাসনারূঢ় ছিলেন, সময় দোষে তাঁহারাও দশরথের ন্যায় অন্যায্যসুখাসক্ত হইয়াছিলেন। তৎ সময়ে এই বৃহদ্দেশ কি দুর্দ্দশায় পতিত হয়! বোধ হইতেছে, যখন মাহমুদশাহ ভারতবর্ষের ধনাপহরণ করেন, প্রস্তাবিত সময়ের উপমা তাহারই সহিত উপযুক্ত। আর্য্য লোকেরা আপনারদের দুর্ভাগ্য আপনারাই সৃজন করিয়াছিলেন। তাঁহারা আপনারদের মধ্যে—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় পরস্পর—তুমুল বিবাদ আরব্ধ

---

* যথা, রাজা মানসিংহের ১৫০০ উপপত্নী ছিল।

† কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন, যে একদা রাজ্য মধ্যে অনাবৃষ্টি হইলে দশরথ শনির নিকট গমন করেন,' এবং শনির দৃষ্টি প্রযুক্ত আকাশহইতে পতৎমান্ হইয়াছিলেন; মধ্যপথে জটায়ু পক্ষী তাঁহাকে আশ্রয় দেয়। এই রূপকের তাৎপর্য্য পশ্চাৎ ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে।

করিলেন; ইহাতে দেশের অমঙ্গল হইবার অসম্ভাবনা কি? তাঁহারদের বিবাদের কারণ স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে;—ব্রাহ্মণেরা বহুকালাবধি ধর্ম্ম বিষয়ে লোকদিগের উপর আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু অতিরিক্ত ক্ষমতা মনুষ্যের নিকট অপব্যবহৃত হয়, ইহা প্রসিদ্ধ আছে; তদনুসারে ব্রাহ্মণেরা কালক্রমে বিলক্ষণ অত্যাচাররত হইয়া উঠিলেন। সমস্ত লোক তাঁহারদের নিকট নতমস্তক থাকুক, শ্রমমাত্রোপজীবী লোকেরা সর্ব্বস্ব দান করিয়া তাঁহারদের লোভানলকে চরিতার্থ করুক, এরূপ অভিলাষ তাঁহারদের এক প্রকার সংস্কার সিদ্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা অন্যান্য লোকের পূর্ব্বেই এই অভিসন্ধির মর্ম্মোদ্‌ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন। ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য হেতু ক্ষত্রিয়দিগের ঈর্ষ্যা পরতন্ত্র হওয়াও কিছু আশ্চর্য্য নহে; ফলতঃ যে কোন অভিপ্রায়ে হউক, ক্ষত্রিয়েরা মহাবিবাদের সূত্রপাত করিলেন। ব্রাহ্মণেরাও তখন দুর্ব্বল ছিলেন না; তাঁহারা বশিষ্ঠ, পরশুরাম প্রভৃতি সংগ্রামপ্রিয় ব্রাহ্মণের অধীনে ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া কখন জয়ী কখন বা পরাজিত হইয়াছিলেন। এবম্প্রকারে এতদ্দেশে আন্তরিকবিরোধের সৃষ্টি হয়। পুরাণে এতদ্ব্যাপারকে দুরূহ রূপকে পরিবৃত করিয়া রাখিয়াছেন*।

* পুরাণে লিখিত আছে, যে একদা হৈহয় দেশের অধিপতি যদুবংশীয় কার্ত্তবীর্য্যার্জুন, জমদগ্নি নামক ব্রাহ্মণের গৃহহইতে গোবৎস অপহরণ করাতে জমদগ্নি

এক দিকে এই সকল আন্তরিককলহের দ্বারা এতদ্রাজ্যের ভূয়সী অনিষ্টসংঘটনা হইতেছিল; অন্য দিকে এক বিদেশীয় রাজা ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া ভারতবর্ষকে অধিকার করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। রাবণের শৌর্য্যবীর্য্য এতদ্দেশীয় প্রায় সমস্ত লোকেই শ্রুত আছেন। তিনি সমুদ্রপরিবেষ্টিত সেই অপূর্ব্ব প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, যাহা 'আদি কবি' কর্ত্তৃক "স্বর্ণময়ী লঙ্কা" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ সুপ্রসারিত শস্য

তনয় পরশুরাম তাহার প্রাণ সংহার করেন; কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রেরা বৈরনির্যাতনার্থ জমদগ্নিকে বিনষ্ট করিলেন; অপিচ পরশুরাম ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করণার্থ প্রতিজ্ঞারূঢ়হইয়া বহুভাগে সিদ্ধাভীষ্ট হইলেন। কিন্তু গাভী বত্সাপহরণ মাত্র যে এই মহারাজবিপ্লবের হেতু; ইহা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। পৌরাণিক মতে ইহার কোন বিশেষ তাৎপর্য্য থাকাই সম্ভব। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের বিবাদ বিষয়ে আর এক আখ্যান প্রচলিত আছে, যে জমদগ্নির মাতুল বিশ্বামিত্র সূর্য্যবংশপুরোহিত বশিষ্ঠের কামধেনু হরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবং তজ্জন্য তাঁহারদের মধ্যে মহাবিবাদ উপস্থিত হয়। এখানে জিজ্ঞাস্য, ক্ষত্রিয়ের দ্বারা ব্রাহ্মণের গাভী হরণ মাত্রই কেন এই সমস্ত কলহের কারণ হইতেছে? আমারদের বোধ হয় যে ব্রাহ্মণদের জ্ঞান চর্চ্চা এবং ধর্ম্ম বিষয়ে আধিপত্য গাভী বৎস শব্দদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এতদনুসারে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত হইতেছে।

ক্ষেত্র, শ্যামলবর্ণসমন্বিত বৃক্ষশ্রেণি, বহুপশুসমাকীর্ণ গহন কানন, সমুচ্চতরুমুকুটিত পর্ব্বত নিচয়, নির্ম্মল জলতরঙ্গিণী প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত—সুবর্ণ, পদ্মরাগ, গোমেদক প্রভৃতি প্রচুর বহুমূল্য রত্নদ্বারা পরিপূরিত, লঙ্কা দ্বীপ তাদৃশী উপাধিরই উপযুক্ত বটে* ; রাবণ এই বিচিত্র সুখধামের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার শারীরিক বলের সহিত মানসিক বলের সৌসাদৃশ্য ছিল। সিকন্দর, হানিবল্‌, নেপোলিওন্‌ প্রভৃতি বীরদিগের সহিত তাঁহার বীরত্ব তুলনা করিলে অসঙ্গত হয় না। তিনি বর্ত্তমান্‌ ইংরেজদের ন্যায় রাজকৌশল প্রকাশ করিতেন। যেমন পঞ্চনদেশ্বর রণজিত সিংহের প্রাদুর্ভাবকালে ইংরেজেরা তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিতেন; কিন্তু তাঁহার অবিদ্যমানতায় শিখ্‌দিগের গৃহ মধ্যে কলহ উপস্থিত হইলে তাঁহারা মধ্যহইতে পঞ্জাবের স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছেন; তেমন, যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের ইতরেতর সংগ্রাম দ্বারা ভারতবর্ষের অতীব দুরবস্থা উপস্থিত হইল, তখন রাবণ রাজা এই সাম্রাজ্যকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ইহার অনেক অংশকেই এক প্রকার নির্ব্বিবাদে করতলস্থ করিতে সমর্থ হইলেন।

---

* বোধ করি, লঙ্কা ও সিংহল (শীলন) নাম যে এক দ্বীপেরই প্রতিপাদক, ইহা এক্ষণে প্রদর্শন করা বাহুল্য। ইহা গ্রীক্‌দের গ্রন্থে টাপ্রবাণ ও আরবদের গ্রন্থে সরন্দীব নামে আখ্যাত হইয়াছে। প্রমাণ আছে যে এই ক্ষণকার অপেক্ষা লঙ্কার আয়তন পূর্ব্বে অধিক ছিল।

কিন্তু ভারতবর্ষীয় লোকেরা সময় ক্রমে আপনারদের অবিবেচনার ফল প্রতীত হইলেন। স্বজাতির মধ্যে বিবাদ প্রযুক্ত দেশের স্বাধীনতা পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল, ইহা দেখিয়া ঐকপরামর্শের আবশ্যকতা সহজেই উপলব্ধ হইতে পারে। যদিও তাঁহারা তখন সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদ বিসর্জন দিলেন, তথাপি সর্ব্বোপরি সেনাপতি হইয়া রাবণের সমকক্ষতা করিতে পারেন এমত কোন নৃপতি ভারতবর্ষে বর্ত্তমান্ ছিলেন না; তাঁহারা ইন্দ্রিয়সুখে অভিভূত হইয়া পৌরুষহীন হইয়া ছিলেন। পরন্তু, বিপত্তিসূদন পরমেশ্বরের এমনি মঙ্গল-ময় নিয়ম যে সেই বিষম সঙ্কট সময়ে মহাত্মা রামচন্দ্র আবির্ভূত হওত জন্মভূমির দুঃখ মোচন করিয়া আর্য্য নামের গৌরব রক্ষা করিলেন।

-00-

দশরথের জ্যেষ্ঠা পত্নী কৌশল্যাগর্ভে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হয়*; তাঁহার জন্মকালীন বিবরণ বঙ্গদেশীয় প্রাচীন কবি কর্ত্তৃক বিচিত্রভাবে বর্ণিত হইয়াছে; যথা—

"অযোধ্যায় জন্ম যদি নিল নারায়ণ।
লঙ্কায় অমঙ্গল দেখে লঙ্কার রাবণ॥
আচম্বিতে রাবণের সিংহাসন দোলে।
দশ মুকুট খসে তার পড়ে ভুমি তলে॥

* চৈত্র মাসের নবমী তিথিতে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল।

দশ মুখে হায় হায় করে দশানন*।
আচম্বিতে মুকুট খসিল কি কারণ?”
কৃত্তিবাস।

রামচন্দ্র যথোপযুক্ত বয়সে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়েন। বোধ হইতেছে যে তিনি ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, বেদ, এবং অস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে যে এক জন মহৎ মনুষ্য হইবেন, রামচন্দ্র বাল্যাবস্থাতেই তাহার লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যৌবনে প্রবেশ করিতে না করিতে তাঁহার বীর্য্য প্রদর্শনের বিলক্ষণ অবকাশ সমাগত হইল।

একদা মৈথিল রাজ্যে বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছিলেন; কিন্তু অবৈদিক অসভ্য লোক সকল, যাহারা বাল্মীকি কর্ত্তৃক ‘রাক্ষস†’ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে, তাহারদের দৌরাত্ম্যে অভিহিত শুভকার্য্য সমাধা করা সুকঠিন হইয়া উঠে। মুনিরা ইহার প্রতি-

* কবিরা রাবণকে দশানন নাম দিয়াছেন; মনুষ্যের দশমুণ্ড হওয়া সম্ভব নহে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। বস্তুতঃ উক্ত নাম প্রদান দ্বারা রাবণকে বহু নপতি এবং বীরের সমান বলা অভিপ্রায়।

† অদ্যাপি যাঁহারদের রাক্ষসদিগকে মনুষ্যাতিরিক্ত প্রাণি বলিয়া বিশ্বাস আছে, তাঁহারা ৫৬ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দেখিবেন।

বিধানার্থে দশরথ রাজার সাহায্য প্রার্থনা করিতে মনস্থ করিলেন; তদনুসারে বিশ্বামিত্র মুনি ধনুর্ব্বেদবিশারদ শ্রীরামচন্দ্রকে আনয়ন জন্য অযোধ্যা পুরীতে গমন করিলেন। দশরথ প্রথমতঃ সম্মত হইলেন না; কিন্তু বিশ্বামিত্রের পৌনঃপুনঃ অনুরোধে রাম এবং তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে যাইতে দিলেন। বাল্মীকি লেখেন যে শ্রীরাম পথি মধ্যে তাড়কা নাম্নী রাক্ষসীকে নিপাত করেন। কিন্তু তাড়কা রাক্ষসীর তাৎপর্য্য কি? অযোধ্যা এবং মিথিলার মধ্যে এক ক্ষমতাশালিনী অবৈদিকা রমণীর অবস্থিতি কিরূপে সম্ভব? এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদানে আমরা সমর্থ নহি। কল্পনারাজ্ঞীর অধিকারের ইয়ত্তা নাই; তাঁহার সুবিস্তৃত রাজ্যে মানব-দৈত্য, সঙ্গীতনিপুণ বানর, উড্ডীয়মান্ পর্ব্বত, বাগ্বিদ্যাবিশারদ বৃক্ষ প্রভৃতি কত প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ হয়; অতএব কল্পনাধিকৃত জগতের অন্তর্ভুত পদার্থকে সর্ব্বথা এই পরিদৃশ্যমান্ বিশ্বস্থিত বস্তুর সহিত ঐক্য করা সুদুরপরাহত, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, তাড়কা বিষয়ে আমরা এক্ষণে কিছুই অবধারণ করিতে পারিলাম না। তাড়কাবধানন্তর রামচন্দ্র যথাকালে মুনিদিগের তপোবনে উপনীত হইলেন; এবং অনায়াসে অসভ্য লোকদিগকে পরাজয় করিলেন। তখন ঋষিদিগের যজ্ঞ সম্পন্ন হইবার কিছু মাত্র ব্যাঘাত জন্মিল না। শ্রীরামচন্দ্র এই রূপে কৃতকার্য্য হইলে তাঁহার যশঃ সৌরভ সমস্ত মিথিলা রাজ্যে পরিব্যাপ্ত হইল।

তৎকালে শিরোধ্বজ নামক রাজর্ষি মিথিলার অধিপতি ছিলেন; তিনি ইক্ষ্বাকুপুত্র নিমি * হইতে অধোধঃক্রমে ত্রয়োবিংশতিতম পুরুষ। শিরোধ্বজের সীতা নাম্নী এক বরাঙ্গরূপোপেতা দুহিতা ছিল। তিনি তাৎকালিক রাজাদের বিশেষ প্রথানুসারে এক ধনু রক্ষা করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন যে যে ব্যক্তি সেই শরাসনকে টঙ্কার দিয়া ভগ্ন করিতে সমর্থ হইবে, সে ব্যক্তি তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক। অনেক যুদ্ধসমর্থ রাজা এই দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয়েন নাই; তখন বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে তদ্বিষয়ে উদ্যুক্ত হইতে পরামর্শ দিলেন। শ্রীরাম স্বভাবতঃ যেরূপ বলবীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে এই কার্য্য অসাধ্য ছিল না। তিনি বিশ্বা-

---

* কথিত আছে যে নিমিরাজার মৃত শরীর সুগন্ধি তৈল ও সর্জ্জরসদ্বারা অভিরক্ষিত হইয়াছিল; অতএব বোধ হইতেছে যে আর্য্যেরা মিসরদেশ প্রসিদ্ধ পূতিনিরসন-ক্রিয়া অনবগত ছিলেন না। স্কন্দপুরাণীয় কাশীখণ্ডে এক ব্রাহ্মণের বিবরণ আছে, যিনি স্বকীয় জননীর মৃত শরীরকে সেতুবন্ধরামেশ্বরহইতে কাশীধামে নয়ন করেন। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থে তিনি প্রথমতঃ সেই মৃতশরীরকে পঞ্চগব্যে ধৌত করেন, পরে যক্ষকর্দ্দম দ্বারা অনু-লেপিত করিয়া উপর্য্যুপরি নেত্রবস্ত্র, পট্টাম্বর, সুরস বস্ত্র, মৃত্তিকা, এবং নৈপাল কম্বলদ্বারা পরিবৃত করিয়া এক তাম্রসম্পুট মধ্যে রক্ষা করেন। Wilson's Vishnu Puran.

মিত্রের পরামর্শে সম্মত হইয়া শিরোধ্বজ নিকেতনে গমন করিলেন, এবং বাহুবলে সেই দুর্ভেদ্য সুদৃঢ়কোদণ্ডকে খণ্ড ২ করিয়া সমস্ত মিথিলাকে চমৎকৃত করিলেন। শিরোধ্বজের কন্যা সম্প্রদানের কিছুমাত্র আপত্তি রহিল না; কেবল অযোধ্যা হইতে দশরথকে আনয়নের অপেক্ষা থাকিল। দশরথ দূত প্রমুখাৎ পুত্রের অতুল কীর্ত্তিবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অতীব হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন, এবং অনতিচিরকাল মধ্যে মিথিলা রাজধানীতে উপনীত হইলেন। তদনন্তর অতি সমারোহ পূর্ব্বক বৈদিক বিধানে উদ্বাহ সংস্কার সম্পন্ন হইল; তদনন্তর দশরথ স্বীয় রাজপাটে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পথি মধ্যে পরশুরামের সহিত সাক্ষাৎ হইবার যে প্রসঙ্গ প্রসিদ্ধ আছে, শ্রীরামের যশঃ প্রচারদ্বারা পরশুরামের কীর্ত্তি ম্লান হওয়াই তাহার তাৎপর্য্য হইতে পারে।

—oo—

কিয়ৎকালানন্তর, দশরথ রাজ্যশাসনে আপনার অক্ষমতা বিলক্ষণরূপে প্রতীত হইলেন; এবং উপযুক্তপুত্র রামের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে মানস করিলেন। ঈদৃশ প্রস্তাব প্রজাবর্গের পক্ষে মহানন্দকর হইল। তাহারা দশরথের রাজত্বকালে নিরুপদ্রব নিরবচ্ছিন্ন শান্তির সহিত কদাপি কালযাপন করিতে পায় নাই; কেবল দেশের সুকঠিন নিয়ম প্রযুক্ত অত্যাচার সহ্য করিতেছিল। পরে এখন, যখন দশরথ স্বয়ং রাজপদ পরিত্যাগ করিয়া তাহা শ্রীরামচন্দ্রকে

প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন তাহারদের অধিকতর আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? বস্তুতঃ দশরথ আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিবা মাত্রেই রামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন হইল, অযোধ্যাবাসি লোকসকল হর্ষমদে মত্ত হইল, এবং নূতন রাজাহইতে স্বদেশের সৌভাগ্যোন্নতির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু দৈবের কি বিচিত্রা গতি! প্রজাসকল যদ্রূপ সহর্ষচিত্ত ছিল, অত্যল্পকালমধ্যে তদপেক্ষা চতুর্গুণ গভীর বিষাদ সমুদ্রে নিমগ্ন হইল। যিনি এক পৃথিবীপূজ্য রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে যাইতেছিলেন, তাঁহাকে নিবিড় নির্জন কানন মধ্যে নির্বাত হইতে হইল! এই মহাপরিবর্ত্তনের কারণ ব্যক্ত করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। রাজা দশরথ বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত স্বকীয় দ্বিতীয়া মহিষী পাপীয়সী কেকয়ীর অতিশয় বাধ্য ছিলেন। কেকয়ীর কদাপি ইচ্ছা ছিলনা যে তাহার আপনার পুত্র ভরত সত্ত্বে রামচন্দ্র রাজ্যাভিষিক্ত হন। এই হেতুক রামের অভি-ষেকের পূর্ব্বদিবসে সে হীনবুদ্ধি বৃদ্ধ রাজাকে সত্যবদ্ধ করিয়া আত্মঅভিলাষ প্রকাশ করিল*। দশরথ তাহা

* কথিত আছে, দশরথ কোন যুদ্ধে আঘাত প্রাপ্ত হইলে কেকয়ী সেই ক্ষতশোষণ করিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্রী হয়; এইরূপ ইঙ্গলণ্ডের রাজা প্রথম এড্‌বার্ডের শরীর মুসলমান্‌দের সহিত যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হইলে তাঁহার পত্নী ইলিঅনোরা উপরোক্ত প্রকারে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করেন। এসকল কেবল গল্প মাত্র।

শ্রবণ করিয়া বজ্রাঘাতপ্রাপ্তবৎ মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলেন। শ্রীরাম এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া পিতৃসন্নিধানে আগমন করিলেন; এবং পিতাকে সেই আনন্দকর-দিবসে সাতিশয় বিষাদান্বিত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কেকয়ী তাঁহাকে স্পষ্টরূপে কহিল যে তিনি ভরতকে রাজ্য দিয়া বনে গমন করিলেই সকল বিষয় সুস্থির হয়। বিমাতার হৃদয় এমত কঠিন—তাঁহার বাক্য এমত নিষ্ঠুর হওয়া কোনমতে আশ্চর্য্য নহে; কিন্তু রামচন্দ্র তাহাতে কিছুমাত্র খিন্ন হইলেন না। প্রত্যুত, অরণ্য-গমনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া তিনি রাজপরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে বনোপযোগিবস্ত্র পরিধান করিলেন, এবং গুরুতর ব্যক্তিবর্গের নিকট বিদায় লইয়া অরণ্যে প্রয়াণ করিলেন। তাঁহার পতিপ্রাণাভার্য্যা ও সর্ব্বদানুগত অনুজ লক্ষ্মণকে কেহই ক্ষান্ত রাখিতে পারিলেক না; তাঁহারা রামচন্দ্রের পশ্চাদ্গামী হইলেন। ধৈর্য্য ও পিতৃভক্তির কি অসাধারণ উদাহরণস্থল! বিশেষ বিশেষ কার্য্যার্থে অনেকে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তন্মধ্যে অনেকে নিরুপায় হইয়া তাহা সহ্য করিয়াছেন; রামচন্দ্রের বিষয় তাদৃশ নহে; রাজ্য লাভে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার—সম্পূর্ণ ক্ষমতা—সম্পূর্ণ উপায় ছিল; রাজ্যের সমস্ত প্রজা তাঁহার অনুকূল ছিল; কিন্তু তথাপি পিত্রাজ্ঞাপালন তিনি এরূপ কর্ত্তব্য জানিতেন, যে তন্নিমিত্ত এক অতুলবিভবসম্পন্ন রাজ্যকেও তৃণজ্ঞানে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন। তৎকালে অযোধ্যা-নগরীতে মহাবিভ্রাট্ উপস্থিত হইল; পূর্ব্বকার আনন্দ

কোলাহল ক্রন্দনে পরিণত হইল; সমস্ততঃ হাহাকার ধ্বনিমাত্র শ্রুত হইতে লাগিল। রাজাদশরথ এই সমস্ত বিভ্রাটের মধ্যেই মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইলেন।

যৎকালে অযোধ্যায় এইসকল মহোৎপাত উপস্থিত হয়, তখন ভরত পঞ্চনদান্তর্গত কৈকয়দেশে মাতুলালয়ে বাস করিতেছিলেন; তিনি উপরোক্ত বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। তৎপরে অযোধ্যাহইতে প্রস্থাপিত দূত প্রমুখাৎ তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন, এবং শ্রবণ করিয়া যে প্রকার কাতর হইলেন, তাহা কথনাতীত। তিনি পাষাণহৃদয়া কেকয়ীর গর্ভজাত পুত্র ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্র তদ্রূপ ছিল না; এই সকল শোক জনক বৃত্তান্ত তাঁহার হৃদয়ে শেলবৎ প্রবিষ্ট হইল। তিনি সত্বরে অযোধ্যায় আগমন করিলেন; এবং দশরথের অভিরক্ষিত মৃতশরীরের সৎকার পূর্ব্বক শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। রাজ্য ভোগে তাঁহার স্পৃহামাত্র জন্মিল না; তিনি ধর্ম্মানুরোধে স্বীয় গর্ভধারিণীর বাক্য তুচ্ছীকৃত করিয়া রামচন্দ্রকে প্রত্যানয়নার্থ সপরিবারে অরণ্যমধ্যে যাত্রা করিলেন।

বন্দেলখণ্ডস্থ চিত্রকুট পর্ব্বতে রামচন্দ্রের সহিত ভরতের সাক্ষাৎ হইল। ভরত শ্রীরামকে অযোধ্যায় প্রত্যানয়নার্থ বহুবিধ অনুনয় করিলেন; কিছুতেই তিনি সম্মত হইলেন না। এ প্রযুক্ত ভরতকে অগত্যা স্বদেশে প্রতিগমন করিতে হইল; কিন্তু রা[illegible]ভোগে স্পৃহাশূন্যতা হেতু রাজসিংহাসনে রামচন্দ্রের পাদুকা

স্থাপন করিয়া আপনি মন্ত্রিবৎ ব্যবহারে নন্দিগ্রাম নামক স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

——oo——

এদিকে, রামচন্দ্র কিয়ৎকাল পরেই দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। এই বিস্তারিত দেশ তখন অতিশয় অসভ্য ছিল; মধ্যে মধ্যে কেবল আর্য্যঋষিদিগের এক একটি আশ্রম দৃষ্ট হইত। অরণ্য মধ্যে রামের নানা ঘটনার সহিত সাক্ষাৎ হয়; তন্মধ্যে অগস্ত্য সন্দর্শনই প্রয়োজনীয় বোধ হইতেছে। অগস্ত্যমুনি আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দাক্ষিণাত্যে আসিয়াছিলেন, এবং তথায় সভ্যতা প্রচারের চেষ্টা করিতেছিলেন। ব্যাকরণ, এবং চিকিৎসাদি শাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার যেরূপ মত ছিল, তাহা অদ্যাপি দ্রবিড় দেশীয় বিবিধ গ্রন্থমধ্যে নিবদ্ধ আছে।* কিন্তু রামায়ণে প্রাপ্ত হইতেছে যে গোদাবরী নদীর দ্বাদশযোজন উত্তরে তাঁহার আশ্রম স্থিত ছিল। এমতও হইতে পারে যে তিনি দ্রবিড়দেশ পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের সময়ে বাল্মীকোক্ত স্থানেই বসতি করিতেছিলেন। রাম অগস্ত্যাশ্রমে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিলেন; কিন্তু তাঁহার নিবিড় জনশূন্য অরণ্যে প্রবেশের ইচ্ছা হইবাতে অগস্ত্য গোদাবরী তীরস্থ পঞ্চবটীবনে বাস করিবার পরামর্শ দিলেন। পঞ্চবটী অতি রমণীয় স্থান বলিয়া বাল্মীকি কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে; তথায় রামচন্দ্রের স্বভাবতঃ অধিবাস করিবার প্রবৃত্তি জন্মিল।

* তত্ত্ববোধিনী ৫৬ সংখ্যা এবং Transactions of the Royal Asiatic Society, Vol. I. p. 299.

তিনি রাজ্যভোগের আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এখানে নিরন্তর স্বভাবের সুচারুশোভা বিলোকন পূর্ব্বক বিশ্বকর্ত্তা পরমদয়াময় পরমেশ্বরকে নমস্কার করিয়া পরমতৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলেন। বিশ্বের চিত্তাকর্ষকগুণ অনিবার্য্য; মনুষ্যের কার্য্যের প্রতি কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিলে যেমন সকল কৌশল এক কালে প্রতীত হয়, জগদীশ্বরের কার্য্যের ভাব তদ্রূপ নহে; তাহা যত দেখা যায়, ততই নূতন নূতন কৌশল, নূতন নূতন সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে। ইহাতে রামচন্দ্রের ন্যায় মহদ্বুদ্ধিশালী ব্যক্তি এই মনোহর স্বভাবোদ্যান মধ্যে অবস্থিতি করিয়া যে সাংসারিকদুঃখ বিস্মৃত হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে। বস্তুতঃ তিনি এখানে বহুকাল অধিবাস করিলেন। কিন্তু এক মহতী ঘটনা নিকটবর্ত্তিনী হইয়া আসিল।

পূর্ব্বোক্ত লঙ্কাধিপতি রাবণ নৃপতির শূর্পণখা নাম্নী ভগিনী দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করিত। রাজার সহোদরা হইয়া তাহার অরণ্যবাসের তাৎপর্য্য কি, তাহা আমরা বিশেষরূপে জ্ঞাত নহি। এরূপ বর্ণনা আছে যে রাবণ দাক্ষিণাত্যমধ্যে খর ও দূষণ নামক সেনাধ্যক্ষ দ্বয়ের অধীনে কতক গুলীন সৈন্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন; শূর্পণখা তাহারদের সহিত বাস করিত। যাহা হউক, একদা সেই দুষ্টাচারিণী দুষ্টাভিপ্রায়ে রামচন্দ্রের আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক আপনার অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন করিল; রাম তাহাতে অত্যন্ত অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তৎপরে সে লক্ষ্মণের কুটীরে গমন করিল; একে

লক্ষ্মণ স্বভাবতঃ অতীব উগ্র ছিলেন, তাহাতে যখন শূর্পণখার আগমন তাৎপর্য্য অবগত হইলেন, তখন ক্রোধে এককালে অধৈর্য্য হইয়া তাহার নাসিকা কর্ণ-চ্ছেদ করিলেন। নিতান্ত অপ্রতিভা অবমানিতা হইয়া শূর্পণখা পলায়ন করিল, এবং সাধ্যানুসারে আত্মাপরাধ গোপন পূর্ব্বক রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের দোষ দিয়া খর দুষণকে অবশিষ্ট সমস্তব্যাপার অবগত করিল। খর ও দুষণ, রামের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হয়। তখন শূর্পণখা নিতান্ত নিরুপায় প্রযুক্ত লঙ্কায় গমন করিয়া অভিমানভরে সমস্ত বৃত্তান্ত রাবণের গোচর করিল। কিজানি, এক অরণ্যবাসি জটাবল্কলধারি ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাজার উৎসাহ না হয়, এই জন্য সে বিশেষ রূপে সীতার রূপবর্ণন করিয়া কহিলেক যে তাহাকে অনায়াসে আনয়ন করা যাইতে পারে। রাবণ অত্যন্ত কামাসক্ত ছিল; সীতার রূপযৌবনের পরিচয় পাইবাতে তাহার কামাগ্নিশিখা উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। রমণীগণ দ্বারা রাবণের অন্তঃপুর পূর্ণ থাকিলেও তাহার কামবৃত্তি চরিতার্থ হয় নাই; সে পুরাতনে বিরক্ত হইয়া নিরন্তর নূতন বিষয়োপভোগে যত্নশীল থাকিত। সেই দুরাত্মা সীতাকে হরণ করিতে মনস্থ করিয়া অন্যের প্রতি ভারার্পণ করিতে সাহসী হইল না; নিজেই জনকতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে দাক্ষিণাত্যে আগমন করিল। এক সময়ে রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ মৃগয়ানুসরণক্রমে কুটীরে অনুপস্থিত ছিলেন; রাবণ সেই অবকাশে সীতাকে হরণপূর্ব্বক লঙ্কায় নয়ন করিল, এবং তাঁহাকে অশোক

বনিকানামক আরামে রক্ষা করিল। রাবণের ভূয়সী চেষ্টাদ্বারাও সেই পতিপ্রাণারমণী বিপথগামিনী হইলেন না; তিনি মৃতপ্রায় হইয়া অশোকবনিকাতে অবস্থিতি করিলেন।

[এস্থলে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য; কারণ, রামচন্দ্র ভারতবর্ষকে যে পরহস্ত হইতে মুক্ত করেন, এই সময়েই তাহার সূত্রপাত হয়। লক্ষ্মণ, শূর্পণখার বিরূপীকরণ করিলেন, রামচন্দ্র সেই কার্য্যের দোষাপহারের চেষ্টামাত্র করিলেন না; ইহাতেই অনুমান হইতেছে যে রামের অনুমতি ব্যতীত তাহা সম্পন্ন হইলেও তিনি বিরক্ত হয়েন নাই। তজ্জন্য তিনি কি আততায়িরূপে গণ্য হইবেন? কদাপি নহে। দাক্ষিণাত্যে রাবণের অধিকার হেতু প্রজাদের কিছুমাত্র মঙ্গল ছিলনা; বরঞ্চ তাহারা পূর্ব্বোল্লিখিত রাবণের সৈন্যগণ দ্বারা সম্যক্ প্রকারে সর্ব্বদাই অত্যাচরিত হইত; বাল্মীকি লেখেন,

" বনমধ্যে বনচর গণসহ বাস।
মায়ারূপে রক্ষোগণ দেখাইল ত্রাস॥
আসিলেন ঋষিগণ শ্রীরাম সদনে।
সকলে শরণাপন্ন সরোজলোচনে॥"

এতদ্দ্বারা এককালে প্রতীত হইতেছে যে প্রজারা রাবণের প্রতি যেমত অসন্তুষ্ট ছিল, রামের উদারস্বভাব ও শূরত্ব নিমিত্তে তাঁহার প্রতি তদ্রূপ প্রীতি করিত; এই কারণেই রামচন্দ্র কোনসূত্রে রাবণের সহিত বিরোধ

সংঘটন আহ্লাদ বলিয়া মানিতেন। ইহা সত্য বটে যে শূর্পণখার নাসিকাকর্ণচ্ছেদ ব্যতীত যুদ্ধের সুত্রপাত *করিবার আর ও ব্যপদেশ অপ্রাপ্য ছিল না; কিন্তু লক্ষ্মণ যখন পাপীয়সী শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদ করিয়া ফেলিয়াছেন, তখন আর উপায়ান্তর কি? রামচন্দ্র তৎকালে দাক্ষিণাত্য লোকদের সম্পূর্ণ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন; খর ও দূষণের সহিত যুদ্ধ সময়ে প্রজারা যে তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করে, তাহা সহজেই বোধ হইতে পারে। এই সকল কথায় তখন আরও দৃঢ়তর প্রতীতি হয়, যখন স্মরণ করা যায় যে রাবণ সীতাহরণ কালে প্রকাশ্য রূপে আসিতে পারে নাই; রামচন্দ্র তখন অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকিলে রাবণের নিতান্ত অসরল উপায় অবলম্বন করিবার কি প্রয়োজন ছিল?]

এখানে, রামচন্দ্র মৃগয়াহইতে প্রত্যাবর্ত্তন পুরঃসর প্রিয়তমাভার্য্যার নিষ্কলঙ্ক মুখচন্দ্র দেখিতে না পাইয়া যাদৃশ ব্যাকুলচিত্ত হইলেন, তাহা বর্ণনাপেক্ষা অনায়াসে অনুভূত হইতে পারে। যে স্ত্রী সৌভাগ্যকালে স্বামির চিত্তমোদনার্থ সম্যক্‌প্রযত্নে সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়াছে, যে স্ত্রী পতির বনবাস কালে অনুগমন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা প্রকাশ করে নাই; যে স্ত্রী অরণ্যের কণ্টকময় পথ, পর্য্যটনের দুঃসহ শ্রম, সূর্য্যের প্রচণ্ড রৌদ্র প্রভৃতি বিষম ক্লেশ সহ্য করিয়াও পতির মুখপদ্ম বিলোকন পূর্ব্বক হর্ষোৎফুল্ল থাকিত;—তাহার সহিত বিচ্ছেদ এক জন অপহারি কর্ত্তৃক বলের সহিত তাহার অপহৃত হওয়া;—ইহার অপেক্ষা দুঃসহ দুঃখ আর কি হইতে

পারে? বস্তুতঃ কবিরা যখন বর্ণনা করেন যে রামচন্দ্র এই সময়ে চন্দ্রকে সূর্য্য বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা একপ্রকার যথার্থ বর্ণনাই করিয়াছেন। শ্রীরাম, লক্ষ্মণসহ কাতরান্বিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কি উপায়ে সীতার উদ্ধার করা যাইবে, এই চিন্তা তাঁহার মনে নিরন্তর জাগরূক রহিল।

-00-

এই রূপে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা ঋষ্যমূক পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। তথায় সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারদের সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি বালি নৃপতির কনিষ্ঠসহোদর ছিলেন; কিন্তু বালিরাজা তাঁহাকে কোন কারণ বশতঃ রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করাতে তিনি কতিপয় অনুগত ব্যক্তি সমভিব্যাহারে ঋষ্যমূকে অবস্থিতি করিতেছিলেন। রামচন্দ্র ও সুগ্রীবের পরস্পর সাক্ষাৎ লাভ যথেষ্ট মঙ্গলের হেতু হইল; কারণ প্রত্যেকেরই অন্যতরের সাহায্য আবশ্যক ছিল; রামচন্দ্র সেই অবস্থায় রাবণের নিকট হইতে সীতার উদ্ধার করিতে পারিতেন না, এবং সুগ্রীব ও জনকতিপয় অসভ্য লোক সহকারে রাজ্যাংশ গ্রহণে সমর্থ ছিলেন না। বিশেষতঃ সুগ্রীব, যুদ্ধবিদ্যায় রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের নিপুণতার পরিচয় পাইয়া সাতিশয় সুখী হইলেন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যদেশ অতিশয় অসভ্য ছিল; লোকসকল সমরকার্য্যাদির পারিপাট্য কিছুই জানিত না; সুতরাং ইহাতে সংগ্রামকুশল শ্রীরামচন্দ্রের সাহায্য প্রত্যাশায়

সুগ্রীব যে আহ্লাদিত হইবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যাহা হউক, সুগ্রীবের আশা শীঘ্রই সফলা হইল; যেহেতু রামচন্দ্র বালিকে বিনাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজপদ প্রদান করিলেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে রাম অতি অন্যায় রূপে বালির প্রাণবধ করেন; তিনি বালির অজ্ঞাতসারে নিভৃত স্থল হইতে তাহাকে শরবিদ্ধ করেন। এই একটি কুকর্ম্মের দ্বারা তাঁহার চরিত্র কলঙ্কিত হইয়াছে।

সুগ্রীব যথাকালে কিষ্কিন্ধ্যার রাজমুকুট গ্রহণ করিলেন; এবং আপনার প্রতিজ্ঞানুসারে সীতার অন্বেষণার্থ ভ্রাতুষ্পুত্র অঙ্গদ, হনুমান্, এবং অপরাপর ব্যক্তিকে প্রস্থাপন করিলেন।

——oo——

বোধ হয়, উত্তরকালের ন্যায় তৎসময়েও লঙ্কাদ্বীপে দাক্ষিণাত্যলোকের গতিবিধি ছিল; কারণ হনুমান্ অনায়াসে লঙ্কায় গমন পূর্ব্বক সীতার অনুসন্ধান করিয়া আসিলেন, এরূপ আখ্যান আছে। হনুমান্ সীতার চরিত্রকে বিলক্ষণ রূপে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার দৃঢ়তর পতিভক্তির পরিচয় পাইলেন; এবং লঙ্কা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রামচন্দ্রের নিকট সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাপন করিলেন। ভার্য্যার পতিনিষ্ঠার সম্বাদ পাইয়া তাহার উদ্ধার জন্য শ্রীরামের উৎসাহ চতুর্গুণ উদ্দীপিত হইয়া উঠিল; তিনি সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক ত্বরায় লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বাল্মীকি লিখিয়াছেন যে সমুদ্রোপরি এক সেতুবন্ধন পূর্ব্বক রাম

সসৈন্যে লঙ্কায় উত্তীর্ণ হয়েন ; একথার যুক্তিসিদ্ধতা পাঠকবর্গেই বিবেচনা করিবেন*। যে প্রকারে হউক, তিনি লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন, এবং সীতার উদ্ধারের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

এই সময়ে রাবণ স্বকীয় কনিষ্ঠভ্রাতা বিভীষণের অত্যন্ত অবমান করিল। বিভীষণ ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন;† রাবণ, রামচন্দ্রের পত্নীকে অপহরণ করে, ইহাতে তাঁহার মত ছিল না। তিনি রাবণকে সীতাপ্রদানের নিমিত্ত ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করেন; বিশেষতঃ এক্ষণে কহিলেন লঙ্কাদ্বীপ আক্রান্ত হইয়াছে; এই সময় সীতাকে প্রদান করিলে উত্তম হয়। কিন্তু রাবণ ঈদৃশ ভ্রান্ত বুদ্ধি হইয়াছিল, যে সে পদাঘাত পূর্ব্বক নিরপরাধি বিভীষণের অপমান করিল। বিভীষণ রাবণের সভা-

---

* লঙ্কাদ্বীপ এক্ষণে কন্যাকুমারী হইতে প্রায় ৩০ ক্রোশ অন্তর। কিন্তু এমত প্রমাণ আছে যে পূর্ব্বে লঙ্কাদ্বীপ অধিক প্রসারিত ছিল (Knighton's History of Ceylon); সুতরাং পূর্ব্বে তাহার অপেক্ষাকৃত ভারতবর্ষের নিকটে থাকা অসম্ভব নহে। যদি জর্ক্শেসের হেলেস্পণ্ট সাগরে সেতুবন্ধন ও সিকন্দরের টায়রনগর আক্রমণ করিবার সময় সাগরবন্ধনের কথা সত্য হয়, তবে রামচন্দ্রের বিষয়ে তাহা সত্য না হইবে কেন?

† কীর্ত্তিমান্ ব্যক্তিদিগকে কবিরা অমর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ; বিভীষণ তাঁহাদের মধ্যে এক জন। এতদ্দেশীয়েরা ভ্রান্তির সহিত বিবেচনা করেন যে তাঁহারদের প্রাকৃতিক মৃত্যু নাই।

পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন। রাম তখনই তাঁহাকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রাবণ সবংশে ধ্বংস হইবে,—লঙ্কাপুরী উচ্ছিন্ন যাইবে—সীতার উদ্ধার হইবে—রামের ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। কে সুগ্রীবের সহিত মিলন করাইল? কে সৈন্য সংগ্রহ করাইল? কে তাহারদিগকে এক বানপ্রস্থের পক্ষে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্তি দিল? রামচন্দ্র দেখিলেন, সমস্তই সৌভাগ্য দ্বারা প্রেরিত হইয়াছে।

রাবণ চরদ্বারা রামচন্দ্রের সৈন্যের সংখ্যাদি জানিয়া যুদ্ধারম্ভ করিল। সে একাদি ক্রমে ধূম্রাক্ষ, অকম্পন, প্রহস্ত, কুম্ভকর্ণ, নরান্তক, দেবান্তক, মহোদর, ত্রিশির মহাপার্শ্ব, এবং অতিকায়* প্রভৃতি সেনাপতিদিগকে প্রেরণ করিল; কিন্তু রণস্থল হইতে কাহাকেও গৃহে প্রতিগমন করিতে হইল না। তদনন্তর রাবণের পুত্র মেঘনাদ* রামচন্দ্রের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিল; তাহাতে রামের সৈন্যেরা অভিভুত হয়। অনতিবিলম্বে সেই আঘাত হইতে মুক্ত হইয়া সেনারা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত রাবণের প্রেরিত কুম্ভ, নিকুম্ভ, মকরাক্ষ, মেঘনাদ, বিরূপাক্ষ,* প্রভৃতি সৈনাধ্যক্ষদিগকে নিপাত করিল। অতঃপর রাবণ স্বয়ং রণক্ষেত্রে আগমনপূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করাতে লক্ষ্মণ অস্ত্রাঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মৃতকল্প হইয়াছিলেন; নিতান্ত সৌভাগ্যবলে পুনর্ব্বার স্বাস্থ্য লাভ করিলেন।

---

* এই সকল প্রকৃত কিম্বা বাল্মীকির রচিত নাম, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না।

তখন, লঙ্কায় আর সেনাপতি ছিল না; একমাত্র রাবণ অবশিষ্ট ছিল। এস্থলে রোমরাজ্যের পুরাবৃত্ত স্বভাবতঃ স্মরণ হইতেছে। রোমানদিগের শ্যেনপক্ষী বহুদূর উড্ডীয়মান্ ছিল; কিন্তু পতনের সময় তাঁহারা কতিপয় অসভ্য জাতির দ্বারা পরাজিত হয়েন। লঙ্কাধিবাসিদের পক্ষেও অবিকল এইরূপ ঘটিল; যেহেতুক অসভ্য দাক্ষিণাত্য লোকের সহিত তাহারদের অবস্থা তুলনা করিলে তাহা গরীয়সীই বোধ হইবে। এমত জনশ্রুতি আছে, এবং রামায়ণপাঠেও প্রতীত হয় যে শিল্পবিদ্যা বিষয়ে লঙ্কাদ্বীপ সমধিক উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হয়; স্বয়ং রাবণ ইদানীন্তন ইউরোপীয় কোন লেখক কর্ত্তৃক "লঙ্কার আর্কিমেডিস্" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু জাতিধর্ম্ম রক্ষার প্রতি শিল্পবিদ্যা অতি অল্পই আনুকূল্য করে; মানবসমাজ নীতিচ্যুত ও পরিভ্রষ্ট হইলেই বিনষ্ট হয়। লঙ্কাদ্বীপে যদ্রূপ শিল্পবিদ্যার প্রাচুর্য্য ছিল, লোকসকল ততোধিক ভোগাসক্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়। ইহার ফলও তাহারা অচিরাৎ প্রাপ্ত হইল।

রাবণ স্বরাজ্য বীরশূন্য দেখিয়া পরিশেষ স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রা করিল। এই যাত্রা হইতে তাঁহাকে আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় নাই। সংগ্রাম ঘোরতররূপে সম্পাদিত হয়; কিন্তু চরমে রাবণ রামশরে সমরশয্যাশায়ী হইল। বিধাতার কি আশ্চর্য্য নির্ব্বন্ধ! রাবণ সৈন্য বলাদিবিষয়ে রামচন্দ্র হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াও পাপদোষে কালের গ্রাসে পতিত হইল। ভারতবর্ষীয়

লোকেরা পারতন্ত্র্যরূপ দুর্ব্বিষহক্লেশ হইতে এত দিনে মুক্ত হইলেন। লঙ্কার ইতিহাসানুসারে বিক্রমাদিত্য সম্বতের ২৩৩০ বৎসর পূর্ব্বে রাবণের মৃত্যু হয়।

এখন, শ্রীরামচন্দ্র অভিপ্রেতার্থ সম্পাদন পূর্ব্বক বিভীষণকে লঙ্কার রাজসিংহাসন প্রদান করিলেন। এবং সীতাকে অশোকবনিকা হইতে আনয়ন করিলেন। সীতা প্রায় দশমাস কাল লঙ্কায় অবস্থিতিদ্বারা এবং পতিবিরহ বেদনায় যাতনাগ্রস্তা হইয়া বিবর্ণা বিশীর্ণা হইয়াছিলেন; রামচন্দ্র নানাবিধ পরীক্ষা* পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে, শ্রীরাম চতুর্দ্দশবর্ষকাল পর্য্যন্ত অরণ্যে বাস-পূর্ব্বক হৃতপত্নীর এবং হৃতস্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করিয়া পিত্রাজ্ঞা পালন করিলেন; এখন দেশে প্রতিগমন-বাসনাপরবশ হইয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নন্দিগ্রামে ভরতের সহিত সাক্ষাৎ হইল; ভরত রাজ্যসহ অকপট আহ্লাদসহকারে রামচন্দ্রকে গ্রহণ করিলেন। পরে সকলেই অযোধ্যাপুরীতে গমন করিলেন।

——oo——

রামচন্দ্র যথাসময়ে সমারোহের সহিত অযোধ্যার রাজসিংহাসনে উত্থিত হইলেন; এবং ভরতকে যৌব-রাজ্য প্রদান করিলেন। লক্ষ্মণ রামসহ অরণ্য মধ্যে বিস্তর ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভরতকে যৌবরাজ্য প্রদান করাতে রামের সমধিক বিজ্ঞতা প্রকাশ

* অগ্নিপরীক্ষার অর্থ কঠিন পরীক্ষা।

পাইয়াছে। এক্ষণে ভারতবর্ষ এক প্রকার নিঃশত্রু হইয়াছিল।

এই সময়ে অঙ্গরাজ্যে রোমপাদ, মিথিলায় জনক, কাশী প্রদেশে কুশধ্বজ, এবং বৈশালী পুরীতে সুমতি নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তৎকালে আরও অনেক রাজা বিদ্যমান্ ছিলেন; কিন্তু সকলেই রামচন্দ্রের সম্মান করিতেন।

আর্য্য লোকেরা তখন সভ্যতার এক উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। বর্ণবিভাগ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির কর্ত্তব্য নিরূপণ, এবং বর্ণসঙ্করোৎপত্তি পূর্ব্বেই হইয়াছিল। শ্রীরামের পূর্ব্বে বেদসংহিতার অধিক ভাগ রচিত হয়, এবং তাঁহার সময়ে কাব্য রচনার ও সূত্রপাত হয়। বিদ্যালয় সকল স্থাপিত হইয়াছিল কি না, বলা যায় না; কিন্তু বাণিজ্যের অনুরোধে লোকে নানা দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিত। তখন অনেক লোক শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। বনিকদের বিদূরদেশে যাতায়াত প্রযুক্ত আর্য্যেরা পূর্ব্বে চীন, উত্তরে তাতার, ও পশ্চিমে পারসীকাদি দেশের বিষয় অবগত ছিলেন। রাজ্য মধ্যে ভদ্রলোকদের সুরম্য অট্টালকে নিবাস, উপাদেয় মিষ্টান্নাদি অভ্যবহার, সুচারু পট্টজ ও ঊর্ণজবস্ত্র পরিধান, সুখালয় আরাম মধ্যে অবস্থান, এবং নানা যান বাহনে গতিবিধি ছিল। নগরে ও নানা প্রদেশে রাজবর্ত্ম ও সেতু সকল প্রস্তুত ছিল। শান্তিরক্ষা ও বিচার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত ছিল। নগর সকল লোকের কলরব দ্বারা পূর্ণ থাকিত। এই সমস্ত

সভ্যতার বিলক্ষণ চিহ্ন বটে*। স্বয়ং রামচন্দ্র যে রাজ্যের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি বিষয়ে যত্নবান্ ছিলেন, তাহা সম্যক্ সম্ভাবিত বোধ হইতেছে†।

ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে রামচন্দ্র বহুকাল নিরুদ্বেগে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। কিছু দিন যাইতে না যাইতেই লোকে তাঁহার অপবাদ উত্থাপন করিল:—সীতা দশমাস কাল রাবণগৃহে বাস করেন, কি বিচারে তিনি গ্রহণযোগ্যা হইতে পারেন? এরূপ বাক্য রামের কর্ণ গোচর হইল। আর তিনি নির্ম্মল দম্পতিপ্রেমজনিত সুখসম্ভোগে পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না; উপরোক্ত বাক্য সর্পবৎ তাঁহাকে দংশন করিল। তিনি সীতাকে বিবাসিতা করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন, এবং বাস্তবিকও তাহা সম্পাদন করিলেন। সীতা দেবী তমসাতীরস্থ বাল্মীকি মুনির আশ্রমে প্রেরিতা হইলেন। সীতা তৎকালে গর্ভবতী ছিলেন, এজন্য অত্যন্ত দুঃখ সহ্য করিতে হইল। তিনি কিছু কাল বাল্মীকাশ্রমে অবস্থিতি করিয়া কুশী ও লব নামক যমজ পুত্র দ্বয় প্রসব করিলেন।

সীতাকে নির্ব্বাসিতা করিয়া কিয়ৎকাল পরে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই

* দাক্ষিণাত্যে রামটঙ্ক নামক কতকগুলীন টাকা প্রচলিত আছে; দেশীয়েরা তাহা শ্রীরামের মুদ্রিত বলিয়া থাকে; ফলতঃ সেই বাক্য সত্য নহে।

† Heeren's Historical Researches; Indians.

মহাসত্র তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের ব্যবহারসিদ্ধ ছিল। যজ্ঞ সম্পন্ন করণার্থ ভারতবর্ষের আর আর নৃপতি আহূত হইলেন; তাঁহারা উপহার দ্রব্য সহিত অযোধ্যায় আগমন করিলেন। ঋষিদিগেরও সমাগম হইল।

যজ্ঞাহূত ঋষিদের মধ্যে কুশী ও লব সমভিব্যাহারে মহাত্মা বাল্মীকিও আগমন করিয়াছিলেন। যজ্ঞ সমাপ্তির পর কুশীলব বাল্মীকিকৃত রামায়ণের গান করিলেন; তৎশ্রবণে লোক সকল মোহিত হইল, অনেকের বক্ষদেশ অশ্রুধারা দ্বারা সিক্ত হইল, সকলেই সাধুবাদ করিতে লাগিল। সমাপ্ত হইলে রামচন্দ্র, কুশী ও লবের পরিচয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাহারদিগকে আত্মজ জানিয়া সুখী হইলেন। তখন সীতাকে পুনরানয়নের মানস হইল। তদভিপ্রায়ে বাল্মীকি মুনি কতিপয় লোকসহ স্বকীয় আশ্রমে প্রস্থাপিত হইলেন, এবং যথাকালে সীতাকে লইয়া অযোধ্যায় পুনরাগত হইলেন। রাম তখন সমস্ত লোককে কহিলেন, তোমরা যথেচ্ছা জানকীর পরীক্ষা কর, তোমাদের বিবেচনাসিদ্ধ হইলে আমি গ্রহণ করিব। কিন্তু জানকী পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার কথা শুনিয়া লজ্জা ও দুঃখে নিতান্ত কাতরান্বিতা হইলেন; তাঁহার আত্মা পরলোকসঞ্চিতদিব্যসুখ লাভার্থে ব্যগ্র হইয়া উঠিল; এবং তিনি আত্মঘাত পূর্ব্বক এক কালে ইহলোকজনিত প্রভূত দুঃখরাশির শেষ করিলেন। হা! তিনি কেবল দুঃখভার বহনার্থ মর্ত্ত্যলোকে প্রেরিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে তিতিক্ষার কি পরমাদ্ভুত দৃষ্টান্ত প্রতীত হইতেছে! তিনি পরিশেষে আত্মঘাত করিলেন বটে

কিন্তু জীবৎমানে যাদৃশ ক্লেশ সহ্য করেন, তাহা বাক্-পথাতীত। রাজার নন্দিনী—রাজার সহধর্ম্মিণী হইয়া তিনি কোন্ দুঃখ অপরাজিতচিত্তে বহন না করিয়াছেন? চতুর্দ্দশ বর্ষকাল অরণ্যের বিজাতীয় দুর্ব্বিষহ ক্লেশ সহ্য করা, পরপুরুষকর্ত্তৃক বলের সহিত পরিগৃহীত হইয়া আপনার সতীত্ব রক্ষা করা, কিয়ৎকাল ইহলোক সুলভ সুখাস্বাদন করিতে না করিতেই বিনাপরাধে আবার প্রিয়তম স্বামি কর্ত্তৃক বিবাসিতা হওয়া, পতিবিরহানলে প্রজ্বলিত হইয়া মুনিগণের আশ্রমে ব্রহ্মচারিণী বৎ আচরণ করিয়া কাল যাপন করা, বহুলোক সমাকীর্ণ সভাতে সতীত্ব বিষয়ে পরীক্ষণীয় হওয়া; কোন সুশীলা রাজকুমারীর পক্ষে অবশ্য দুঃসহ দুঃখকর—অবশ্য অতীব লজ্জার বিষয়। তদীয় দুঃখরাশী স্মরণ করিলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হয়—নয়ননীরে শরীর পরিপ্লাবিত হয়।

তাঁহার মৃত্যুর পর রামচন্দ্র ক্ষণ কালের নিমিত্তেও আর শান্তি রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহাকেও আর দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে হইল না। নানাবিধ মনঃপীড়া দ্বারা তাঁহার দৈহিক প্রকৃতি সম্যক্ দুর্ব্বল হইয়াছিল, এপ্রযুক্ত কিয়ৎকাল পরেই তিনি লোকান্তরিত হইলেন। রাজ্যের সমস্ত লোক তাঁহার মৃত্যু হেতু বিলাপ করিতে লাগিল।

-00-

শ্রীরামচন্দ্র দীর্ঘকায়, পূর্ণাবয়ব, ঈষৎশ্যামবর্ণবিশিষ্ট, এবং যৌবনাবস্থায় সম্পূর্ণ দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ ছিলেন। বাল্য-

কালে যাবতীয় কার্য্যে দৈহিকসামর্থ্য প্রকাশ করেন, তাহা কবিগণ দ্বারা সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। তদীয় মুখশ্রী সামান্য প্রশংসনীয়া ছিল না; কিন্তু রমণীয় মানসিকগুণগ্রামাধিকারিতা প্রযুক্ত তাঁহার চরিত্র সমধিক উজ্জ্বলরূপে প্রতীত হয়। এক প্রকার অসাধারণ বুদ্ধিপ্রাখর্য্যদ্বারা তিনি অপরের স্বভাব এবং চরিত্র পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেন, এবং আত্মদোষগুণ দর্শনেও অক্ষম ছিলেন না। স্বভাবতঃ সরলচিত্ত, সুশীল, ও প্রিয়ভাষী হইয়া বাধিত না করিতে পারিতেন, এমত মনুষ্য ছিলনা। তাঁহার ভক্তিবৃত্তি সম্পূর্ণ তেজস্বিনী ছিল; জীবনের প্রায় চতুর্থভাগ পিত্রাজ্ঞা পালনে ক্ষেপ করিয়া তিনি তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। গুহ চণ্ডালের সহ তাঁহার মিত্রতা বিষয়ে যে প্রসঙ্গ আছে, তদ্দ্বারা প্রতীত হয় যে তিনি বংশমর্য্যাদা গ্রাহ্য করিতেন না, প্রত্যুত গুণানুসারে লোকের সমাদর করিতেন। যে কোন অবস্থায় তাঁহাকে দেখা যায়, কি গৃহ, কি অরণ্য, কি রণক্ষেত্র, কি রাজসিংহাসন, সর্ব্বত্রে সর্ব্বাবস্থায় সমভাবে তিনি আপনার ঔদার্য্যগুণ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি একটি "কুলপাবন সৎপুত্র," প্রাণ প্রতিমপতি, ভ্রাতৃবৎসল সহোদর, সুখবর্দ্ধনকারি মিত্র, স্নেহময়পিতা, অতুলবলযোদ্ধা, অপক্ষপাতি ন্যায়বান্ রাজা, এবং দীনজন সমূহের অদ্বিতীয় প্রতিপালক ছিলেন। তিনি কোন কোন কার্য্যে ভ্রমে পড়িয়াছেন, কিন্তু সে কেবল মনুষ্য বলিয়াই পড়িয়াছেন। তিনি এক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করেন, কিন্তু দুই জনকে রাজপদ

প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার আর আর অনেক মহদ্‌গুণ ছিল; এবং সমস্ত গুণ অচলা ঈশ্বরনিষ্ঠারূপ অত্যুৎকৃষ্ট অলঙ্কারদ্বারা বিভূষিত ছিল। কিন্তু কোন মনঃকল্পিত দেবচরিত্র তাঁহাতে প্রত্যাশা করা আমাদের উচিত নহে।

-00-

রামচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত সমাপ্ত হইল। এক্ষণে তাহাহইতে কি কি সদুপদেশ সঙ্কলিত হইতে পারে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ করা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি।

আমরা রামচন্দ্রের পিতৃভক্তির উত্তম দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। রাম ইহা জানিতেন, যে বৃদ্ধাবস্থা সুলভ হত-বুদ্ধিতা প্রযুক্ত দশরথ এক দুষ্টা রমণীর কথানুসারে তাঁহাকে রাজ্যাধিকারচ্যুত করেন। কিন্তু কোন আত্ম-সুখ লাভের বিবেচনা অপেক্ষা তাঁহার পিতৃভক্তির আদেশ গুরুতর জ্ঞান ছিল। চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস স্বীকার করা তাঁহার পক্ষে কতদূর কর্ত্তব্য ছিল, তাহা ভিন্ন ভিন্ন নীতিশাস্ত্রবেত্তা ভিন্ন ভিন্নরূপে বিবেচনা করিতে পারেন। পিতা মাতা যে প্রকার কষ্টে আমারদিগকে লালিত পালিত করেন, তাহাতে আমারদের আত্মসুখ বিষয়ে কিছু ক্ষতি স্বীকার করিলেও যদি তাঁহাদের সন্তোষ জন্মে, তবে তাহাও কর্ত্তব্য। পিতা মাতা প্রকৃতিস্থ থাকিয়া কদাপি সন্তানের অমঙ্গল প্রার্থনা করেন না। কিন্তু সৎপুত্র যেমন দুর্লভ, জ্ঞানালোকসম্পন্ন পিতা মাতাও তদ্রূপ। অনেক পুত্রের ন্যায় অনেক পিতা মাতা জ্ঞানান্ধকারে আবৃত থাকেন, তাঁহারা সামা-

ন্যতঃ সন্তানের মঙ্গল উদ্দেশ করিয়া ও মন্দ উপায়ের প্রার্থনা করেন। চৌর্য্যবৃত্তিদ্বারাও সন্তান যদি প্রচুর ধনোপার্জন করে, তথাপি কোন কোন পিতা মাতার বিরাগের বিষয় হয় না; প্রত্যুত কোন শুভকার্য্য সাধনে উদ্যুক্ত হইলেও তাঁহারা বিপক্ষতাচরণ করিয়া থাকেন। এমত স্থলে যিনি সাত্ত্বিক পুরুষ হয়েন, তিনি ধর্ম্মেরই গৌরব রক্ষা করেন; কারণ

নামুত্রহি সহায়ার্থং পিতা মাতাচ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্র দারং ন জ্ঞাতির্ধর্ম্ম স্তিষ্ঠতি কেবলঃ॥

"পরলোকে সহায়ের নিমিত্তে পিতা, মাতা, পুত্র, দারা, জ্ঞাতি কেহই থাকে না; কেবল ধর্ম্মই থাকেন।" রামচন্দ্র পিতার অনুরোধে আপনার ধর্ম্ম হানি করেন নাই; কিন্তু অতিরিক্তরূপে দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহার কার্য্য সম্যক্‌রূপে অনুকরণের অপেক্ষা বরং প্রশংসাযোগ্য বোধ হইতেছে।

জানকী আমারদিগকে স্বামিপরায়ণতার অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যথার্থই শ্রীরামের প্রীতিসূত্রে বদ্ধ ছিলেন। দম্পতীপ্রীতি কি মধুর ফল উৎপন্ন করে! প্রীতি থাকিলে বৃক্ষমূল ও সুরম্য গৃহ তুল্য বোধ হয়, এবং নিবিড় কানন ও সুবিস্তৃত রাজ্যোপম হইয়া উঠে। সীতার বস্তুতঃ এই রূপই বোধ ছিল। তিনি সমকালীয়া স্ত্রীলোকদের অপেক্ষা এই এক লাভ করিয়া গিয়াছেন যে, যে সময় তাহারা কোন প্রশংসনীয় কার্য্য না করিয়া কেবল অভিমানমদে কাল হরণ করিয়াছে, তিনি সেই সময়ে অরণ্য মধ্যে পতি সেবা করিয়া

অবিনশ্বর খ্যাতি সংস্থাপন করিয়াছেন। যত কাল ধর্ম্মের গৌরব থাকিবে, ততকাল তাঁহার কীর্ত্তিকুসুম সৌরভ বিলুপ্ত হইবে না। বুদ্ধিমতী রমণীরা চিরকাল তাঁহার চরিত্রহইতে সদুপদেশ সংকলন করিতে পারেন।

লক্ষ্মণ ও ভরতের চরিত্রও সামান্য নহে। উভয়েই ভ্রাতার উপকারে জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মন অল্পবয়স্ক হইয়াও বিষয়ভোগ লালসায় মুগ্ধ হয়েন নাই; তিনি চতুর্দ্দশবর্ষ ভ্রাতার সহিত বনে বনে ভ্রমণ স্বীকার করিয়াছিলেন। ভরতের ধর্ম্মনিষ্ঠা অতি চমৎকারিণী। তিনি পিতা মাতার দ্বারা রাজ্য গ্রহণে আদিষ্ট হইলেন; তথাপি ধর্ম্মানুরোধে তাহা গ্রহণ করিলেন না। রামচন্দ্র তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে তিনি কেবল রাজ্য রক্ষার ভার মাত্র গ্রহণ করিলেন, রামের পাদুকাকে আপনার মস্তকে ধারণ করিলেন, এবং অযোধ্যায় না গিয়া নন্দিগ্রামে অবস্থিতি করিলেন। ভ্রাতৃস্নেহের এতাদৃশ দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না।

যেমন কতকগুলীন উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছে, তেমন কোন কোন ব্যক্তি পাপের ফলও উত্তমরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

রাজা দশরথ অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিলেন। বৃদ্ধবয়সে যুবতী পতি হইলে অবশ্যই স্ত্রৈণতা দোষে দূষিত হইতে হয়। স্ত্রীর প্রতি যথার্থ প্রীতি থাকিলে মনুষ্য স্ত্রৈণ হয় না; কিন্তু কামবৃত্তির প্রবলতা স্ত্রৈণ হইবার কারণ। দশরথ পুত্রকে স্নেহ করিতেন; তথাপি কামাগ্নিপ্রজ্বলিতকারিণী কৈকয়ীর মুখ দর্শন করিলে সকল বিষয় বিস্মৃত হই-

তেন। কৈকয়ীর অনুরোধ অবহেলন করা তাঁহার দুঃসাধ্য ছিল। রাম বনেই যাউক, দুঃখই পাউক, কৈকয়ীর কথা আকর্ণন করিলে সে বিবেচনা মনেতেই স্থান প্রাপ্ত হইত না। ইহার কেমন উপযুক্ত ফল উৎপন্ন হইল! এক সময়ে পুত্রস্নেহ অতিশয় বলবৎ হইয়া দশরথকে কালের গ্রাসে পাতিত করিলেক।

লঙ্কাধিপতি রাবণ কামপরতন্ত্রতার অপর এক উদাহরণ স্থল। রাম, শূর্পণখার অপমান করিয়াছিলেন; রাবণ তাঁহার পত্নী হরণ ব্যতীত বৈরনির্যাতনের আর অন্য উপায় দেখিতে পাইলেক না। কাম, আমারদিগকে এত বুদ্ধিহীন করিতে সমর্থ হয়!

রামচন্দ্রের ইতিহাসহইতে এইরূপ আরও হিতোপদেশ সংগৃহীত হইতে পারে।

রামচন্দ্র কতকাল পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হয়েন?

পৌরাণিক মতে ৮৬৮৯৫৬ বৎসরের ন্যূন নহে; কিন্তু এক্ষণে এরূপ কাল গণনার সময় উঠিয়াগিয়াছে; আটলক্ষ বৎসর পূর্ব্বে কি ছিল, তাহা স্মরণে রাখা দুরে থাকুক, তখন মনুষ্যবংশই সৃষ্ট হয় নাই। এ বিষয়ে ইদানীন্তন পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ী পণ্ডিতদের মত অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। রামচন্দ্র স্যর উইলিয়ম্ জোন্সের গণনানুসারে বিক্রমাদিত্য অব্দের ১৯৭৩ বর্ষ পূর্ব্বে বর্ত্তমান্ ছিলেন; কিন্তু উইল্‌ফোর্ড, বেণ্টলি, এবং টড্ পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া জোন্সের সহিত অনৈক্য

হইয়াছেন। উইল্‌ফোর্ডের মতে বিক্রমাদিত্যের ১৩০৪ বৎসর, বেন্টলির মতে ৮৯৪ বৎসর, এবং টডের মতে ১০৪৪ বৎসর পূর্ব্বে রামচন্দ্র বিদ্যমান্ ছিলেন। আমরা আপনারা এবিষয়ে কিছু যুক্তি প্রয়োগ করিতেছি। পুরাণে দৃষ্ট হইতেছে যে রামচন্দ্রের পর ঊনত্রিংশ জন রাজা হইলে সূর্য্যবংশে বৃহদ্বল নৃপতি উৎপন্ন হয়েন, তিনি দুর্য্যোধনের সমকালীয় ছিলেন। অতএব রামচন্দ্র ও দুর্য্যোধনের মধ্যে কেবল ঊনত্রিংশ জন রাজার ব্যব-ধান থাকিতেছে; প্রত্যেক রাজত্বে গড়ে ২৫ বৎসর ধরিলে ৭২৫ বৎসর হয়*; এতদনুসারে দুর্য্যোধনের ৭২৫ বৎসর পূর্ব্বে রামচন্দ্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পুরাণের মতে দুর্য্যোধন বিক্রমাদিত্যের প্রায় ১৮৫৯ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান্ ছিলেন; তাহার সহিত ৭২৫ বৎসর যোগ করিলে ২৫৮৪ বৎসর হয়। সৈংহলপুরাবৃত্তা-নুসারে বিক্রমাদিত্যের ২৩৩০ বৎসর পূর্ব্বে রাবণের মৃত্যু হয়। যাহা হউক, দুর্য্যোধনের পূর্ব্বে সহস্র বৎসরের মধ্যেই যে রামচন্দ্র প্রাদুর্ভূত হয়েন, তাহার প্রতি সংশয় হইতে পারে না।

* ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ২২॥০ বৎসর রাজত্বের মধ্যম সময় বলিয়া ধৃত করেন।

রামচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত বিষয়ক কতিপয় গ্রন্থের বিবরণ।

বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ। রামচন্দ্রের জীবন-চরিত বিষয়ে যাবতীয় গ্রন্থ প্রচলিত আছে, বাল্মীকীয় রামায়ণই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও প্রধান। রামের কীর্ত্তি যথার্থতঃ কিয়ৎ-পরিমাণে বাল্মীকি হইতেও প্রচারিত হইয়াছে। তিনি যদি তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত রচনা না করিতেন, তবে রাম নাম আমারদের এত পরিচিত হইত না। আমার সমীপস্থ মূল রামায়ণে একটি পত্রের পার্শ্বে উৎকৃষ্ট ভাবার্থযুক্ত বক্ষ্যমাণ শ্লোকটি দৃষ্ট হইল:—

বাল্মীকিগিরিসম্ভূতা রামায়ণমহানদী।
পুনাতি ভুবনং ধন্যা রামসাগরগামিনী॥

রামায়ণ চতুর্ব্বিংশসহস্র শ্লোকাত্মক, ও সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত। ইহা এক কাব্যগুণাশ্রয় গ্রন্থ; রচনা সর্ব্বত্র সরল, ও স্থানে স্থানে বিলক্ষণ মাধুর্য্যব্যঞ্জক। গ্রন্থকার আত্মসময়ে ভারতবর্ষে কিরূপ লৌকিক ব্যবহারাদি প্রচলিত ছিল, তাহা উত্তমরূপে বিদিত করিয়াছেন; কিন্তু মধ্যে মধ্যে নানাবিধ অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার উত্থাপন করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাহাতে তাঁহার জ্ঞানসীমা

প্রকাশ করা হইয়াছে বটে। সুগ্রীবের বানরদিগকে দিগ্বিজয় নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে বাল্মীকি আপনার ভূগোল-বিদ্যার পারদর্শিতা বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। বাল্মীকি রামের সমকালবর্ত্তী ছিলেন; এবং সর্ব্বপ্রথমতঃ কাব্য রচনা করাতে 'আদিকবি' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

মহাভারতে রামের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

কালীদাসকৃত রঘুবংশ। বাল্মীকি যাহাকে নির্ম্মাণ করিয়া সুচারু পরিচ্ছদ প্রদান করেন, কালীদাস স্বকীয় অলৌকিক হস্ত স্পর্শদ্বারা তাহাকে সজীব করিয়াছেন। রঘুবংশ ঊনবিংশতি সর্গাত্মক মহাকাব্য; তন্মধ্যে নবমাবধি পঞ্চদশ পর্য্যন্ত সপ্তসর্গে দশরথ এবং রামের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইদানীন্তন এতদ্দেশীয় কোন সূক্ষ্মদর্শি পণ্ডিত কহিয়াছেন "রঘুবংশের আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বাংশই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। যে অংশ পাঠ করা যায়, সেই অংশেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্ব শক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।" ইহা প্রসিদ্ধ আছে, কালীদাস বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের মধ্যে এক জন ছিলেন; সুতরাং ঊনবিংশতি শতবর্ষ পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বেণ্টলি প্রভৃতি যে কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাকে আধুনিকরূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা কৃতকার্য্য হয়েন নাই।

মহানাটক, এতদ্দেশীয় পণ্ডিতদের মতে হনূমান্ কর্ত্তৃক বিরচি[illegible]। কিন্তু সম্ভবতঃ বিক্রমাদিত্যের

প্রাদুর্ভাব কালে কোন পণ্ডিত তাহা রচনা করেন। মহানাটক নয় অঙ্কে বিভক্ত ও ৬৭২ শ্লোকাত্মক। তাহার স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট রচনা আছে।

ভট্টিকাব্য, ভট্টনামক পণ্ডিত রচনা করেন। গ্রন্থখানি ২২ সর্গে বিভক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার রামচন্দ্রের চরিত্রের সহিত ব্যাকরণের নানাবিধ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

বীরচরিত, ও উত্তরচরিত। এই দুই উৎকৃষ্ট নাটক ভবভূতি প্রণীত। ভবভূতি কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্ম্মার সভাসদ ছিলেন, সুতরাং শকাব্দার সপ্তমশতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হয়েন।

অদ্ভুতরামায়ণ নামে এক গ্রন্থ বাল্মীকির কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; বস্তুতঃ তাহা অতি আধুনিক গ্রন্থ। গ্রন্থকার দশানন রাবণের উপাখ্যান শ্রবণে পরিতৃপ্ত না হইয়া শতানন রাবণের গল্প লিখিয়াছেন। যাহা হউক, তাহার রামায়ণের পূর্ব্বে যে 'অদ্ভুত' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা সুসঙ্গত।

অধ্যাত্মরামায়ণ। নীতিধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য কোন পণ্ডিত এই গ্রন্থ রচনা করেন; তাহা শিবপার্ব্বতীর প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত হইয়াছে। অধ্যাত্মের শ্লোক সংখ্যা ৪২০০।

বাশিষ্ঠরামায়ণ। এই গ্রন্থে অতীব সংক্ষেপে রামচন্দ্রের এক কল্পিত অবস্থার বিষয় লিখিত হইয়াছে; বেদান্তদর্শনকে সাধারণের হৃদয়ঙ্গমকরাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল। যদি তিনি এক উপযুক্ত বিষয়ে

লেখনীকে চালনা করিতেন, তবে সৎকবিদের মধ্যে অবশ্য গণনীয় হইতেন।

রাঘব পাণ্ডবীয় নামক গ্রন্থ কবিরাজ পণ্ডিত প্রণীত। ইহা এক অদ্ভুত গ্রন্থ; এক ভাবে ইহা শ্রীরামের চরিত্র, ভাবান্তর গ্রহণ করিলে পঞ্চ পাণ্ডবের বৃত্তান্ত হইয়া উঠে।

তুলসীদাস ব্রজভাষায় এক রামায়ণ রচনা করেন। তিনি চিত্রকূট সমীপস্থ হাজপুর গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। যৌবনাবস্থায় কাশীনগরীপতির দেওয়ানরূপে নিযুক্ত হয়েন। তিনি স্বকীয় ৩১ বর্ষ বয়সে [১৬৩১ সম্বতে] বারাণসীধামে রামায়ণের অনুবাদ আরম্ভ করেন। রামগুণাবলী নামে এক গ্রন্থ তাঁহার দ্বারা রচিত হয়।

আমারদের দেশে কৃত্তিবাস পণ্ডিত দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে রামায়ণকে বাঙ্গলাপরিচ্ছদে প্রকাশ করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার রচনা উত্তম নহে, কিন্তু তিনি নিতান্ত কবিত্বশক্তিশূন্য ছিলেন না। তাঁহার পুস্তক এক্ষণে পুনঃ পুনঃ মুদ্রিত হইয়া বিভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। আক্ষেপের বিষয় যে আমরা তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত কিছুই অবগত নহি।

রামের চরিত্র ভারতবর্ষমধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। আরাকান্ দেশে এক গ্রন্থ আছে, তাহার উপাখ্যান এই, যে তোৎসকন নামক এক ব্যক্তি প্ররামের পত্নী নংসীদাকে হরণ করিয়াছিল; প্ররাম ও তাঁহার ভ্রাতা প্রলাক্ তোৎসকনকে বিনাশপূর্ব্বক নংসীদার উদ্ধার করিয়াছিলেন।

শ্যামদেশে অবিকল এইরূপ এক গ্রন্থ প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম রামকিউন্।

বলীদ্বীপে কবিভাষায় রামায়ণ গ্রন্থ আছে: বাল্মীকি তাহার রচনাকর্ত্তা বলিয়া উক্ত হয়েন। এখানকার রামায়ণের ন্যায় তাহা সপ্ত কাণ্ডাত্মক নহে; কিন্তু উত্তরকাণ্ড ব্যতীত অপর ছয় কাণ্ড একত্রীভূত হইয়া ২৫ সর্গে বিভক্ত হইয়াছে। উত্তরকাণ্ড এক খানি পৃথক্ গ্রন্থ; তাহাও বাল্মীকিকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

লঙ্কাদ্বীপের ইতিহাসে রাম ও রাবণের প্রসঙ্গ আছে।

উপরোক্ত বিবরণ দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে রামচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত বহুদুর দেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে।

——শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকৃত সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব; তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা; Asiatic Researches; Journal of the Indian Archipelago; Craufurd's Researches. &c. &c.

*** পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্বাদপত্রে বাল্মীকির গদ্য অনুবাদ আরব্ধ হইয়াছে। এবং সম্প্রতি মহারাজা মহাতাপচন্দ্র বাহাদুরের প্রতিপোষকতায় বাল্মীকীয় আদিকাণ্ডের বাঙ্গলাপদ্য অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে। এই শেষোক্ত গ্রন্থহইতে আমরা কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি।

অভিধান।

অত্যুক্তি—(Hyperbole.) স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত বর্ণন।

আর্য্য—হিন্দুজাতি।

তাম্রসম্পুট—(Coffin.) তাম্রনির্ম্মিত বাক্স।

নেত্রবস্ত্র—সূক্ষ্মবস্ত্র

পূতিনিরসনক্রিয়া—(Embalming.) মৃতশরীরের পচিত না হইবার উপায়।

মঞ্জিষ্ঠা—(Rubia Manjith.) রক্তবর্ণ লতা বিশেষ।

যক্ষকর্দম—কুঙ্কুম, অগুরু, কস্তূরী, কর্পূর, চন্দন, এবং কঙ্কোল মিশ্রিত পদার্থ।

সরসবস্ত্র—বল্কলবস্ত্র।

রাসরসামৃত।

অর্থাৎ নানাশাস্ত্রসম্মত শারদীয় পূর্ণিমারজনীতে
নিকুঞ্জবনে ব্রজদেবীগণসহিত
ভগবানের বিহারবর্ণন।

শ্রীদ্বারিকানাথ রায় রচিত।

শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

বহুবাজারস্থ শ্রীপ্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বাঙ্গালসুপিরিয়র যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন১২৫৮। ২ আষাঢ়।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ

জয়তি

পরম সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মহাশয় বহুগুণমন্দিরেষু।

সমুচিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনমিদং।
মহাশয় আমি বহু প্রযত্ন পূর্ব্বক এই রাসরসামৃত পুস্তক প্রস্তুত করিলাম। এক্ষণে আমার একান্ত বাসনা যে এ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া সর্ব্বত্র প্রচার হয়। আপনি আমার পরমবন্ধু এবং বিজ্ঞ, রসজ্ঞ, বিদ্যানুরাগীও বটেন। বিশেষতঃ যৎকালে আমি এই কাব্য রচনা করিতাম, তৎকালেও আপনি ইহার নিগূঢ় রসাস্বাদনানন্তর যথেষ্ট পরিতুষ্ট হইয়া অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। এই সকল ভরসায় নির্ভর করত আমি আপনাকে এ গ্রন্থ সমর্পণ পূর্ব্বক এই ভারার্পণ করিতেছি, যে আপনি ইহা মুদ্রা যন্ত্রে প্রকাশ করিয়া আমার এই কাব্যছলেতে সেই ভুবনপতি ভক্তবৎসল ভগবানের প্রেমভক্তিরস বর্ণনের সার্থকতা করুন। ফলতঃ আমার এমত অভিলাষ নহে যে কোন বিশেষ প্রত্যাশা বশতঃ এগ্রন্থে কোন ধনাঢ্যের নামাঙ্কিত করি; আপনি আমার বিশেষ প্রিয়পাত্র: আপনকার নাম সংযোজন করিলেই পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হই।

সন ১২৫৭ }
২০ চৈত্র }

একান্ত অধীন সুহৃদ্
শ্রীদ্বারিকানাথ রায়স্য।

গ্রন্থ প্রকাশকের ভূমিকা

গ্রন্থকারের অর্থ সামর্থ্যের অভাব প্রযুক্ত এই ক্ষুদ্র অথচ বহুগুণসম্পন্ন কাব্য প্রকাশ না হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বঙ্গীয় পাঠকবৃন্দের উত্তম পাঠ্য পুস্তকের অসদ্ভাব বিবেচনা করিয়া এই কাব্যের গুণ সমূহ তাঁহাদিগকে বিদিত না করিলে আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। অতএব গ্রন্থকারের অভিমতানুসারে আমরা এই রাসরসামৃত নামক কাব্য প্রকাশ করিতেছি। ইহা বিদ্বান্‌মণ্ডলীকর্ত্তৃক আদর পূর্ব্বক গৃহীত হইলে গ্রন্থ-কারের শ্রম সফল ও আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

যদিও রাধাকৃষ্ণের রাসপ্রসঙ্গ সর্ব্বত্র বিদিত আছে; তথাপি ইহা অদ্যাবধি কাহার দ্বারা সুশৃঙ্খলা মতে ও উত্তম সন্দর্ভে গৌড়ীয় ভাষায় বর্ণিত হয় নাই। কিন্তু তৎ প্রযুক্তই যে আমাদিগের গ্রন্থকার তাঁহার রাসবর্ণন নির-বচ্ছিন্ন নিজ রচনাশক্তি দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছেন এমত নহে। তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে এ রচনাতে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহা হউক এই রাসরসামৃত পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে, যে ইহা কোন গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে; ইহাতে গ্রন্থকর্ত্তার স্বরচিত অনেক নূতন ভাব ও বর্ণনা প্রভৃতি আছে, ও সে সমস্ত এরূপ সুসংলগ্ন, কালোচিত ও প্রস্তাবিত প্রসঙ্গের পোষক যে তাহাতে আমাদিগের কবির পাণ্ডিত্যের প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ
জয়তি।

রাসরসামৃত।

মঙ্গলাচরণং।

তং নমামি নন্দসূনুমীশমিষ্টকারণং।
আদিভূতকারণঞ্চ কালভীতিবারণং॥
সর্ব্বলোকনাথমঙ্গহীনবিশ্বতারণং।
ভক্তবৃন্দকার্য্যজন্যযুগ্মরূপধারণং॥ *

*অনেকের মনোমধ্যে এইপ্রকার প্রগাঢ় প্রতীতি জন্মি-য়াছে, যে অদ্বিতীয় ও অশরীরি আত্মারাম, শুদ্ধ অসুর বধার্থ মনুষ্য দেহাবলম্বন করিয়াছেন। সুতরাং মৎ কৃত এই মঙ্গলাচ-রণেতে তাঁহাদিগের বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিতে পারে। কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বের দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে, যে তিনি কেবল ভক্তগণের কারণ অপরূপ যুগলরূপ ধারণ করি-য়াছেন। নচেৎ অসুরনিধনাদি ব্যাপার তাঁহার কটাক্ষে সম্পন্ন হইতে পারে, সে ছল মাত্র। যথা

ব্রজবোলীকি মঙ্গলাচরণ।

——————স্মরহুঁরে রাই বনয়ারী

কেবল নিরমল প্রেম কি নিবসতি যুগল মূর্ত্তি মনহারী॥

কিবা দোতনু রসমাধুরী নিত্য পরম সুখ পারাবার।

সুরসিক ভাবক সেবক জন মন মজতহি তদুপরি অনিবার॥

——000——

জয় জয় রাধা বংশীধারী।

নিরুপম রূপধর, নায়িকা নায়কেশ্বর,

প্রেমিক জনের মনোহারী॥

প্রেম বিনা কোন রস, করিতে না পারে বশ,

জানি প্রেমে মজে ব্রজনারী।

সদা প্রেম রসাবেশে, বিহরি যুগল বেশে,

দ্বারিকানাথেরে বশকারী॥

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।

উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা॥

স্মার্ত্তধৃত যমদগ্নের্ব্বচনং।

অপরঞ্চ।

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাং।

যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এষক্রীড়নদেহ ভাক্॥

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ॥ ইত্যাদি।

শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়া বর্ণনে ৩৩ অধ্যায়ে।

রাগিণী বেহাগ।
তাল আড়া ঠেকা।

মর্ত্যঘরে হেরিতে চলেছ রাসেশ্বরি।
আমারে লইয়ে যেতে হবে সঙ্গে করি ॥
ভারবাহী হয়ে আমি যাব গো সুন্দরি।
দয়া করি প্রেমভার দেহ শিরোপরি ॥

শ্রীবৃন্দাবন বর্ণন।

ত্রিলোকের মধ্যেতে ধরণী হৈল ধন্য।
রাধাকৃষ্ণ লীলাস্থান যথা বৃন্দারণ্য ॥
নন্দন নিন্দন তথা নিকুঞ্জাদি বন।
নাহি শোক তাপ পাপ অকাল মরণ ॥
তরু নানা জাতি ফল লতায় শোভিত।
নানা পুষ্প প্রস্ফুটিত অতি সুবাসিত ॥
ফুলে ফুলে মধুকরে মধু করে পান।
নানা বিধ বিহঙ্গে সুরঙ্গে করে গান ॥
সারি সারি শারীশুক প্রেমে মত্ত সুখে।
রাধাকৃষ্ণ গুণ গায় পিক ঊর্দ্ধমুখে ॥
একি অপরূপ নিত্য পূর্ণ চন্দ্রোদয়। *

*ইহার অভিপ্রায় এই যে বৃন্দাবনে নিত্যই রাধাকৃষ্ণ রূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইত; নচেৎ একমাত্র গগণচন্দ্র, বৃন্দাবনে নিত্য সম্পূর্ণ ভাবে উদয় হইলে সর্ব্বত্রই তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা

মন্দ মন্দ সুগন্ধ মারুত নিত্য বয় ॥
নিত্য নিত্য নৃত্য করে যত শিখিগণ।
নিত্যই বসন্ত নিত্যময়ের কারণ ॥
মদন চেষ্টিত হয়ে বেষ্টিত স্বগণে।
রতি সহ রহিলেন সদা কুঞ্জ বনে ॥
যথায় যমুনা নদী রম্যা অতিশয়।
আরো কত মনোমত আছে জলাশয় ॥
বুঝি কাম রাধাশ্যাম রূপ নিরখিয়ে।
হইল সলিল ময় ভাবেতে গলিয়ে ॥
যে যার ভক্ষক তথা রক্ষক সে তার।
ভুজঙ্গে বিহঙ্গে রঙ্গে একত্রে বিহার ॥
প্রীতি করি ভ্রমে করী কেশরির সঙ্গে।
শার্দ্দূলের সঙ্গে ভ্রমে কুরঙ্গে সুরঙ্গে ॥
সুখ দুঃখ সম তথা নাহি অন্য তত্ত্ব।
পশু পক্ষিআদি রাধাকৃষ্ণ প্রেমে মত্ত ॥
কীট পতঙ্গাদি রাধাকৃষ্ণের প্রসাদে।
সবে সুখার্ণবে মগ্ন পরম আহ্লাদে ॥
কিকব সুখের কথা সব সুখ ময়।
যথায় বিরাজে সুখময়ী সুখময় ॥ *

---

*শ্রীবৃন্দাবনের যমুনা পুলিনে যে কেলিকদম্ব বৃক্ষ, যাহার মূলেতে উপবেশন করিয়া শ্রীরাধাকান্ত জয় রাধেশ্রীরাধে ইত্যা-

শরৎকাল পাইয়া সেই বৃন্দাবনচন্দ্রের সন্তোষ জন্য
গগণ মণ্ডলে পূর্ণচন্দ্রোদয় হইল।

আহা আজি কিবা শোভা গগণ সভায়।
বার দিয়ে বসেছেন পূর্ণচন্দ্র রায়॥
সঙ্গেতে মহিষী নিশি কিবা শোভাপায়।
সভ্য যারা তারা তারা বসিয়ে তথায়॥
চকোর চকোরী গণ নর্ত্তক তাহায়।
প্রজা যত যুবক যুবতী গণ প্রায়॥
রসরঙ্গ কর যারা সতত যোগায়।
তহসিল দার তার আপনি অকায়।

দি রবেতে বংশীবাদন করিতেন; সেই বিটপিবর কলি যুগেও জীবিত থাকিবেক. এমত প্রমাণ পুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীবৃন্দাবন হইতে যে যে মহাশয়েরা এ অঞ্চলে আগমন করেন, তাঁহারাও বর্ণন করিয়া থাকেন, যে সে বৃক্ষ অদ্যাপি আছে বটে; কিন্তু এক্ষণে তাহার নবীন অবস্থা নাই। অপর অক্রূরতীর্থভাণ্ডাগার নামক স্থানে অদ্যাপি নিশীথ সময়ে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি. হয়; তত্রত্য সাধু মহাশয়েরা শুনিতে পান। বৃন্দাবনে আরও অনেক প্রকার আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে।

পুরাণে শ্রীবৃন্দাবনবর্ণনং যথা।

সাত্বতাং স্থানমূর্দ্ধন্যং বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভং।
নিত্যং বৃন্দাবনং নাম ব্রহ্মাণ্ডোপরি সংস্থিতং।
পূর্ণব্রহ্ম সুখৈশ্বর্য্যনিত্যমানন্দমব্যয়ং।
বৈকুণ্ঠাদি তদংশাংশং স্বয়ং বৃন্দাবনং ভুবি॥

বংশীধ্বনি রূপা দূতী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জ বনে আগমন
সংবাদ শ্রবণে গোপীগণের ভাবোদয়।

এ রূপ সুধাংশু হেরিয়ে হরি।
মনে হল যত ব্রজ সুন্দরী॥
নিকুঞ্জ কাননে গমন করি।
বাজান রসিয়ে রস বাশরী॥

লোকৈশ্বর্য্যঞ্চ যৎকিঞ্চিৎ গোকুলে তৎ প্রকীর্ত্তিতং।
বৈকুণ্ঠাদি বৈভবং যৎ দ্বারকায়াং প্রকাশয়েৎ॥
যদ্ব্রহ্ম পরমৈশ্বর্য্যং নিত্যং বৃন্দাবনাশ্রয়ং।
তস্মাৎ ত্রৈলোক্যমধ্যেতু পৃথ্বী ধন্যেতি বিশ্রুতা॥
ইত্যাদি।

পাদ্মে পাতালখণ্ডে ১ অধ্যায়ে।

বৃন্দাবন শব্দস্য ব্যুৎপত্তির্যথা।
যেন বৃন্দাবনং নাম পুণ্যক্ষেত্রঞ্চ ভারতে।
রাধাষোড়শ নাম্নাঞ্চ বৃন্দা নাম শ্রুতৌ শ্রুতং॥
তস্যাঃ ক্রীড়াবনং রম্যং তেন বৃন্দাবনং স্মৃতং।
গোলোকে প্রীতয়ে তস্যাঃ কৃষ্ণেন নির্ম্মিতং পুরা॥
ক্রীড়ার্থং ভুবি তন্নাম্না তেন বৃন্দাবনং স্মৃতং॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে বৃন্দাবন প্রস্তাবে
১৭ অধ্যায়ে।

বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকা মাহাত্ম্যং যথা।
বৃষভানুসুতা সাচ মাতা যস্যাঃ কলাবতী।
কৃষ্ণস্যার্দ্ধাঙ্গসম্ভূতা নাথস্য সদৃশী সতী॥
গোলোক বাসিনী সেয়মত্র কৃষ্ণাজ্ঞয়াধুনা।
অযোনিসম্ভবা দেবী মূল প্রকৃতিরীশ্বরী॥

তাহার স্বরের কি গুণ মরি।
জন্মিল দূতীর মূরতি ধরি॥ *
হাসি হাসি আসি পশি নগরী
জানায় যেখানে যত নাগরী॥

মাতুর্গর্ব্ভং বায়ুপূর্ণং কৃত্বাচ মায়য়া সতী।
বায়ুনিঃসারণে কালে ধৃত্বাচ শিশুবিগ্রহং॥
আবির্বভূব সা সদ্যঃ পৃথ্ব্যাং কৃষ্ণোপদেশতঃ।
বর্দ্ধতে সা ব্রজে রাধা শুক্লে চন্দ্রকলা যথা॥
শ্রীকৃষ্ণতেজসোর্দ্ধেন সাচ মূর্ত্তিমতী সতী।
একা মূর্ত্তির্দ্বিধাভূতাভেদো বেদে নিরূপিতঃ॥
ইয়ং স্ত্রী নপুমান্ কিম্বা সাবা কান্তা পুমানয়ং।
দ্বে রূপে তেজসা তুল্যে রূপেণচ গুণেনচ॥
পরাক্রমেণ বুদ্ধ্যাবা জ্ঞানেন সম্পদেনচ।
পুরতো গমনে নৈব কিন্তু সা বয়সাধিকা॥ ইত্যাদি।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ডে ১৩ অধ্যায়ে॥

রাধা নামোচ্চারণানন্তরং কৃষ্ণ নামোচ্চারণ বিধির্যথা।

নারদউবাচ।

আদৌরাধাং সমুচ্চার্য্য পশ্চাৎ কৃষ্ণং বিদুর্ব্বুধাঃ।
নিমিত্তমস্যমাং ভক্তং বদ ভক্তজনপ্রিয়॥

শ্রীকৃষ্ণউবাচ।

নিমিত্তমস্য ত্রিবিধং কথয়ামি নিশাময়।
জগন্মাতাচ প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চ জগৎপিতা॥
গরীয়সীতি জগতাং মাতা শত গুণৈঃ পিতুঃ।

---

*এ কেবল রূপক অলঙ্কার দ্বারা পদ বিন্যাস মাত্র, নচেৎ বংশীরব প্রকৃত দূতীরূপ ধারণ করেন নাই।

ধরিয়ে মুরারি মোহন রূপ।
হয়েছেন কুঞ্জবনের ভূপ॥
যত কামিনীর কাছে ভ্রূভঙ্গে।
করিবেন কামে দমন রঙ্গে॥

রাধাকৃষ্ণেতি গৌরীশেত্যেবং শব্দঃ শ্রুতৌশ্রুতঃ॥
তত্রৈব ৫২ অধ্যায়ে॥

রাধা শব্দস্য ব্যুত্পত্তির্যথা।
রেফোহি কোটি জন্মাঘং কর্ম্ম ভোগং শুভাশুভং।
আকারো গর্ব্ভবাসঞ্চ মৃত্যুঞ্চ রোগমুৎসৃজেৎ॥
ধকার আয়ুষোহানিনাকারো ভববন্ধনং।
শ্রবণ স্মরণোক্তিভ্যঃ প্রণশ্যতি নসংশয়ঃ॥
প্রকারান্তরং।

রেফোহি নিশ্চলাং ভক্তিং দাস্য কৃষ্ণপদাম্বুজে।
সর্ব্বেপ্সিতং সদানন্দং সর্ব্বসিদ্ধৌঘমীশ্বরং॥
ধকারঃ সহবাসঞ্চ তত্তুল্যং কালমেবচ।
দদাতি সার্ষ্টিং সারূপ্যং তত্ত্বজ্ঞানং হরেঃস্বয়ং॥
আকারস্তেজসোরাশিং দান শক্তিং হরৌ যথা।
যোগ শক্তিং যোগমতিং সর্ব্বকাল হরি স্মৃতিং॥
শ্রুত্যুক্তি স্মরণাদ্যোগমোহজালঞ্চ কিল্বিষং।
রোগশোকমৃত্যুময়া বেপন্তে নাত্র সংশয়ঃ॥
তত্রৈব ১৩ অধ্যায়ে॥

প্রকারান্তরং।
রা শব্দশ্চ মহদ্বিষ্ণোর্বিশ্বানি যস্য লোমসু।
বিশ্বপ্রাণিষু বিশ্বেষু ধা ধাত্রী মাতৃ বাচকঃ॥
ধাত্রী মাতাহমেতেষাং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।

তাই বলি এস যত যুবতি।
দেখিতে আঁখিতে কৌতুক অতি ॥
তোমাদের অরি সে দুরাচার।
আজি পাবে প্রতিফল তাহার ॥
শুনিয়ে শীহরে সব সুন্দরী।
বলে কি দূতীর গুণ আমরি ॥

তেন রাধা সমাখ্যাতা হরিণাচ পুরা বুধৈঃ ॥
তত্রৈব ১১০ অধ্যায়ে ॥

প্রকারান্তরং।
রা শব্দোচ্চারণাদ্ভক্তো রাতি মুক্তিং সুদুর্লভাং।
ধা শব্দোচ্চারণাদ্দুর্গে ধাবত্যেব হরেঃ পদং ॥
রা ইত্যাদানবচনোধাচ নির্ব্বাণবাচকঃ।
যতোহবাপ্নোতি মুক্তিঞ্চ সাচ রাধা প্রকীর্ত্তিতা।
ইত্যাদি।
তত্রৈব প্রকৃতি খণ্ডে রাধোপাখ্যানে ৪৫ অধ্যায়ে।

কৃষ্ণ নাম ব্যুৎপত্তির্যথা।
কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চনির্বৃতি বাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥
শ্রীধরস্বামি বচনং।

ভগবান্ বেদব্যাসাদি ঋষিগণ, ও শিব বিরিঞ্চ্যাদি বৃন্দারক বৃন্দ, বেদাদি শাস্ত্র সমূহ দ্বারা এবং মুক্ত কণ্ঠে যে নির্ম্মল প্রেম স্বরূপ মূল প্রকৃতি পুরুষের গুণ গণ বর্ণন করিয়া মনের তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিতে পারেন নাই; তবে এ দীন হীনের দ্বারা কি প্রকারে তাঁহার দিগের অপার গুণ পারাবার প্রবিস্তার রূপ বর্ণিত হইতে পারে।

অন্য দূতীস্বরে ধায় শ্রবণ।
ইহাতে ধায় রে জীবন মন॥
যে ধনী শুনে এ দূতীর ধ্বনি।
অমৃতেরে মৃত ভাবে অমনি॥
হবেনা হবেনা কেন কি দুখে।
জন্মেছে জগত পতির মুখে॥
নিগম যাঁহার বদনোদ্ভব।
ইচ্ছায় যাঁহার হইল ভব॥
হেন জন মুখে জনন যার।
এগুণ কি কভু আশ্চর্য্য তার॥
বলিতে বলিতে সভার মনে।
যে ভাব জন্মিল শুন সুজনে॥

সংসর্গগুণ বর্ণন।

কিহবে হে গুণধাম, কে পূরাবে মনস্কাম,
কেমনে পাইব শ্যাম, তব অঙ্গ সঙ্গ হে।
শুনেছি শাস্ত্রেতে কয়, সঙ্গগুণে কিনা হয়,
সাক্ষী তার রসময়, মুরলীর রঙ্গ হে॥
চন্দন বনের কাছে, যত অন্য বন আছে,
চন্দনত্ব পাইয়াছে, শুনেছি ত্রিভঙ্গ হে।
তাই বলি শ্যামরায়, লয়ে যাও হে আমায়,
নহে নাশ হবে কায়, প্রাণ দেয় ভঙ্গ হে॥

গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আগমনের ভাব বর্ণন।

এইরূপে বংশীরবে, মোহিত হইয়ে সবে,
হেরিবারে শ্রীকেশবে, চলে ত্বরা করি রে।
পিরীতের কি আবেশ, যে করিতেছিল বেশ,
ব্যতিক্রম হল শেষ, আহা মরি মরি রে,॥
পদ ভূষা শিরে ধরে, শিরোভূষা পদে পরে,
কটি ভূষা কণ্ঠোপরে, পরে সে নাগরী রে।*
নাথের হৃদয়োপরি, সুখেছিল যে সুন্দরী,
চলে কোন ছল করি, আহা মরি মরি রে॥
রন্ধন ভোজন ধর্ম্মে, কি পরিবেশন কর্ম্মে,
যে প্রবৃত্ত যেইমর্ম্মে, সব পরিহরি রে।
লাজ ভয় সব নাশি, বাঁশীর হইয়ে দাসী,
বাহির হইল আসি, আহা মরি মরি রে॥
মনে ভাবে পরস্পর, বংশী বরে পরাৎপর,
ডাকিছেন মনোহর, মোরনাম ধরি রে।

*অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে এইপ্রকার ভাবের নাম বিভ্রম। যথা
বল্লভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসংভ্রমাৎ।
বিভ্রমোহারমাল্যাদিভূষাস্থানবিপর্য্যয়ঃ॥
উজ্জ্বল নীলমণৌ।

চন্দ্রাবলী* ভাবে সাধে, বাশরী আমারে সাধে,
রাধা ভাবে বলে রাধে, আহা মরি মরি রে ॥
কিন্তু দেখে সে সকলে, যত গোপী কুঞ্জে চলে,
হাসিএ উহারে বলে, কোথা সহচরি রে।
কহে যত রসেশ্বরী, আমারি নামটি ধরি,
ডেকেছে গো সে বাশরী, আহা মরি মরি রে ॥
শুনি যত গোপী গণে, আশ্চর্য্য মানিয়ে মনে,
পরস্পর সর্ব্বজনে, কহিছে শীহরি রে।
কিবা মুরলীর গান, মরি কি মধুর তান,
হরে লয় মনঃপ্রাণ, আহা মরি মরি রে ॥

* চন্দ্রাবলী, শ্রীরাধিকা ব্যতীত তাবৎ গোপিকা হইতে মুখ্যা, এবং শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রিয়তমা, ইনি শ্রীকৃষ্ণ তুল্য নিত্য সৌন্দর্য্য বিশিষ্টা, এবং বৈদগ্ধ্যাদি গুণেতে আশ্রিতা। যথা

রাধাচন্দ্রাবলী মুখ্যা প্রোক্তা নিত্য প্রিয়াব্রজে।
কৃষ্ণবন্নিত্যসৌন্দর্য্যবৈদগ্ধ্যাদিগুণাশ্রয় ॥

উজ্জ্বল নীলমণৌ।

ইনি শ্রীমতীর পিতৃব্য চন্দ্রভানু নাম গোপকন্যা, শ্রীরাধার ন্যায় ইহাঁরো সমবয়স্কা সহচরী বহুতরা নবযুবতী; এবং কিশোরীর সঙ্গে ইহাঁর সর্ব্বদাই স্বপত্নী ভাব। ইহাঁর স্বরূপ যথা

হেমাভাং মধুরস্বরাং বিধুমুখীং গান্ধর্ব্ববিদ্যারতাং,
নানাভূষণভূষিতাঙ্গমধুরাং জাতীসুমল্লীস্রজং।
বীণাযন্ত্র সুবাদিনীং বরতনুং চিত্রাম্বরং বিভ্রতীং,
ধ্যায়ে কৃষ্ণপরায়ণাং সুচিবুকাং চন্দ্রাবলীং মঞ্জুলাং ॥

পাদ্মে উত্তর খণ্ডে শিবনারদ সম্বাদে শ্রীরাধা জন্মাষ্টমীকথন মাহাত্ম্য ১৬১ অধ্যায়ে।

গোপীগণকর্ত্তৃক বংশীধ্বনির
গুণ বর্ণন।

আলো ধনি, হেন ধ্বনি, শুনি নাই শ্রবণে।
একেবারে, সবাকারে, ডাকে বাঁশী কেমনে ॥
সেই স্বরে, মন সরে, ত্যজি দেহরতনে।
অনুক্ষণ, রাজা মন, দেহ প্রজা ভুবনে ॥
দেহ তবে, আর রবে, কেমনে গো ভবনে।
যত দেহ, ত্যজি গেহ, চলিলেক গহনে ॥

—000—

এমন সময়ে পতিভয়ে ভীতা অথচ কৃষ্ণপ্রেমপ্রয়াসিনী
কোন কামিনীর খেদোক্তি।

মনে মোর এই ভয়, পতি অতি দুরাশয়,
না জানি ফিরিছে কত মোরে তত্ত্ব করিতে।
ফিরে ঘরে গেলে পরে, গঞ্জিবেক ঘরে পরে,
তবু রৈতে নারি ঘরে বঁধুর বাশরীতে ॥

শ্রীমতীকর্ত্তৃক উত্তর প্রদান।

লোকের গঞ্জনে ভয়, করিলে কি প্রেম হয়,
বলনা বলনা ব্রজললনা গো ললনা।

তটিনীর তটোপরি, বাঁকাআঁখি আঁখি ভরি,
হেরি গিয়ে মনোসাধে চলনা গো চলনা,
নিত্যসুখ অন্বেষণে, ঋষিগণ রহে বনে,
কি ভয় হিংসকগণে বলনা গো বলনা,
যে জন জগৎসার, তাঁহারে ভজিতে আর,
কেহ যেন কোন বাধা তুলনা গো তুলনা,

কোন গোপিকার দেহত্যাগানন্তর
শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি।

এইরূপে কুঞ্জবনে যায় গোপীগণ।
এখানেতে গ্রাম মধ্যে শুন বিবরণ॥
এক সতী পতিভয়ে আসিতে না পারি।
হৃদিমাঝে চিন্তা করে ত্রিভঙ্গমুরারি॥
ভাবিতে ভাবিতে শেষে ত্যাগ করি অঙ্গ।
সকলের আগে সেই পাইল ত্রিভঙ্গ॥
বিচ্ছেদবিকার তার হইল শরীরে।
কাযে কাযে তনুত্যাগ হইল অচিরে॥
সূক্ষ্মময় হৈল প্রাণ ত্যাগ করি কায়।
সুতরাং সবার আগে তার প্রাণ যায়॥
সব গোপিনীর চেয়ে তার ভাল ভাল।
শাপে হয়ে গেল বর মরি কি কপাল॥

কোন কোন গোপিকার স্ব স্ব গৃহেতেই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি।

আরো কতিপয় গোপী স্বামির শঙ্কায়।
শ্যামদরশনে কুঞ্জে যাইতে না পায়॥
সেই অপরূপ রূপ মদনমোহনে;
বিরলে বসিয়ে ধ্যান করে এক মনে॥
অতি অনুরাগে ধ্যান করিতে করিতে।
জ্ঞানচক্ষে ধ্যানধনে পাইল দেখিতে॥
ভাগ্যবতী গোপিকার মনঃপ্রাণ সঙ্গে।
বিহার হইল তাঁর মহা রঙ্গে ভঙ্গে॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁর সন্ধান না পায়।
মেয়ে হয়ে পেলে তাঁরে হায় হায় হায়॥
অতএব কিবা ভাগ্য

গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণনিকটে আগমন।

এখানে শ্রীকৃষ্ণে মন সঁপি গোপীকুলে॥
ব্যাকুলা হইয়ে ধায় কালী দিয়ে কুলে॥
প্রেম ভরে অবশাঙ্গ খসিছে দুকূল।
টানিছে প্রেমের ডোরে কি করে দু কুল

ক্রমে আসি প্রণমিল শ্রীহরির পায়।
কমলকাননে যেন ভৃঙ্গ শোভা পায়॥
হেরিয়ে ঈষৎ হাসি মনঃপ্রাণ হরি।
ছলে গোপীগণে কিছু কহিছেন হরি।

—ooo—

ইতি শ্রীদ্বারিকানাথ রায় বিরচিতে শ্রীরাসরসামৃতে মহা কাব্যে শ্রীপ্রেমদ্বারবিমোচনোনাম প্রথমোরসঃ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণো

জয়তি ।

রাসরসামৃত ।

অথ দ্বিতীয় রস ।

রাগিণী শোহিণীবাহার ।

তাল মধ্যমান ।

এতদিন পরে বিধি নিধি দিল করে রে ।
পাইলাম প্রাণপ্রিয় শ্যাম গুণাকরে রে ॥
শুন ওরে ব্রজভূমি, কি তপ করেছ তুমি,
নিরন্তর নটবর তোমাতে বিহরে রে ।
সদাই তোমার সুখ, নাদেখ বিরহদুখ,
মোরে কেন চতুর্ম্মুখ, কুলবতী করে রে ॥

——০০০——

গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ।

আমি সব জানি চরাচরে ।
আমি হে ত্রিলোকস্বামী, আমি হে অন্তরযামী.
আমি থাকি বাহিরে অন্তরে ।

শুন যত রসবতি, যে কামিনী নিজপতি,
ভক্তি যোগে না করে সেবন।
এলোকে অযশ তার, পরলোকে নাহি পার,
এই সর্ব্ব শাস্ত্রের লিখন॥ *

—ooo—

পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

যে ঘোর যামিনী, কুলের কামিনী, হইয়ে কামিনী,
এলে হে বনে।
দেখিএ করম, কাঁপিছে মরম, ভয় কি সরম,
নাহিক মনে॥
কেন গোপীকুল, ত্যজিয়ে ত্রি কুল, হইলে ব্যাকুল,
স্বরূপ কবে।
পতি ত্যজি পরে, প্রাণ দিলে পরে, পাপ সিন্ধুপরে,
ভাসিতে হবে॥
তাই বলি সকলে ঘরে ফিরে যাও। ‡

---

* এই কবিতাতে শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ভজনা করিতে গোপী গণকে নিষেধ করিলেন, এবং প্রবৃত্তিও দিলেন ; এই দুই অর্থই স্ফূর্ত্তি হয়।

‡ বিশেষতশ্চ।
ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরধর্ম্মোহ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাঞ্চকল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণং॥
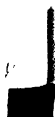
শ্রীমতীকর্ত্তৃক উত্তর প্রদান।

বেদের ভারতী, ত্রিজগত্পতি, তুমি হে শ্রীপতি,
শুনেছি সব।
তোমারে ভজিয়ে, অধর্ম্মে মজিয়ে, নরকে ডুবিয়ে,
রই হে রব॥

দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোপিবা।
পতিঃ স্ত্রীভির্ণহাব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী॥
অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গুকৃচ্ছ্রং ভয়াবহং।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্রহৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়ঃ॥
শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে রাসক্রীড়াবর্ণনে ২৯ অধ্যায়ে।

পুনশ্চ।
ন তীর্থসেবা নারীণাং নোপবাসাদিকাঃক্রিয়াঃ।
নৈব ব্রতানাং নিয়মোভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণংবিনা॥
ভর্ত্তৈব যোষিতাং তীর্থং তপোদানব্রতং গুরুঃ।
তস্মাৎসর্ব্বাত্মনা নারী পতিসেবাং সমাচরেৎ॥
পত্যুঃপ্রিয়ং সদা কুর্য্যাদ্বচসাপরিচর্য্যয়া।
তদাজ্ঞানুচরীভূত্বা তোষয়েৎ পতিবান্ধবান্॥
নেক্ষেৎপতিং ক্রূরদৃষ্ট্যা শ্রাবয়েন্নৈব দুর্ব্বচঃ।
নাপ্রিয়ং মনসা বাপি চরেৎ পত্যুঃ পতিব্রতা॥
কায়েন মনসা বাচা সর্ব্বদা প্রিয়কর্ম্মভিঃ।
যাপ্রীণয়তি ভর্ত্তারং সৈব ব্রহ্মপদং লভেৎ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রে অষ্টমোল্লাসে।

যদি জগৎপতি, হৈল পরপতি, কোন মূঢ়মতি,
পতি কেশব।
মরি হায় হায়, জেনেছি তোমায়, ভুলাবে কাহায়
কথাতে তব॥

অন্যচ্চ।
পতিরেকোগুরুস্ত্রীণাং
চাণক্যসংগৃহীত সারসংগ্রহে।

অপরঞ্চ।
নগরস্থো বনস্থোবা পাপো বা যদি বা শুচিঃ।
যাসাংস্ত্রীণাং প্রিয়ো ভর্ত্তা তাসাং লোকা মহোদয়া॥
ভর্ত্তা হি পরমং ন্যার্য্যা ভূষণং ভূষণৈর্বিনা।
এষা বিরহিতা তেন শোভনাপি ন শোভনা॥
বিষ্ণুশর্ম্মসংগৃহীত হিতোপদেশে বিগ্রহখণ্ডে।

কিঞ্চ
সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা॥
ন সা ভার্য্যেতি বক্তব্যা যস্যা ভর্ত্তা ন তুষ্যতি।
তুষ্টে ভর্ত্তরি নারীণাং সন্তুষ্টাঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥
ভর্ত্তা যস্যা গুণান্ ব্রূতে শীল ধর্ম্ম সমন্বিতান্।
অগ্নিসাক্ষিক মর্য্যাদো ভর্ত্তা হি শরণং স্ত্রিয়ঃ॥
ইত্যাদি।
তত্রৈব মিত্রলাভখণ্ডে।

শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক তদুত্তর প্রদান।

পুনর্ব্বার ছল করি কহেন শ্রীকান্ত।
ভাল যেন আমি ব্রহ্ম চিনেছ একান্ত॥
ভাল যেন পাপ নাই ভজিলে এ কান্ত।
কিন্তু লোকে বুঝিবেনা হলেও প্রাণান্ত॥
ঘরে পরে কলঙ্কিনী বলিবে নিতান্ত।
তাই বলি গোপীগণ প্রেমে হও ক্ষান্ত॥

পুনর্ব্বার শ্রীমতীর উত্তর।

কলঙ্কের ভয় কি দেখাও রসময়।
তাই চাই শ্যামকলঙ্কিনী নাম হয়॥
যে রসেতে রসিক যে জন রসরায়।
সেই কথা জল্পনায় কাল তার যায়॥
শয়নে স্বপনে কিম্বা ভোজনে ভ্রমণে।
সেই ভাব ভাবয়ে সতত মনে মনে॥
করে সে যে কোন কর্ম্ম রয় সে যেখানে।
মন কিন্তু থাকে তার সেই দিক্ পানে॥
সে রসে রসিক তারে যদি কেহ বলে।
ভাবে গদগদ হয়ে আহ্লাদেতে গলে॥

যদি লোকে কলঙ্কিনী বলে গোপিকায়।
সে কলঙ্ক ভূষণ হবে হে সর্ব্বকায়॥
যদি লোকে বলে গোপী হারাইল কুল।
আমরা বলিব বঁধু পাইলাম কুল॥
এভাব ভাবক বিনা বুঝে কোন জন।
শুনিয়ে হাসেন হরি মদনমোহন॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রতি বৃন্দাদূতীর উক্তি।

কাছে আসি হাসি হাসি বৃন্দাদূতী কয়।
বুঝেছি তোমার ভাব শুন গুণময়॥
গোপিকার ভুরুযুগ ধনুর সমান।
নয়নের তূণে আছে কটাক্ষের বাণ॥
সেই চাপে সেই বাণ করিয়ে যোজন।
প্রহার করিয়ে লয় হরিয়ে চেতন॥
সেই ভয়ে বুঝি নাথ হইয়ে ভাবিত।
ফিরে যেতে গোপীগণে কহিলে ত্বরিত॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুত্তর।

একি কথা প্রাণদূতি কহিলে কেমনে।
তুমি অতি বুদ্ধিমতী এই বৃন্দাবনে॥

যদি ও কটাক্ষবাণে হয় হে মরণ।
অধর সুধায় পুন পাইব জীবন॥
তাই বলি বল দেখি কি ভয় তাহায়।
বরং সে সুধায় যম জয়ী হওয়া যায়॥
অগ্রে কিছু ক্লেশ পেয়ে শেষ এত সুখ।
হয় যার তারে সখি বিধাতা সুমুখ॥

অতএব দূতি! আমি গোপীগণকে আর আর কারণে গৃহগমন করিতে অনুমতি প্রদান করিতেছি; নচেৎ এবিষয়ে আমার লাভ ব্যতীত কোন মতেই হানি নাই।

-000-

পুনর্ব্বার শ্রীরাধার উক্তি।

গোপিকার দেহরথে, অতিশয় মনোরথে,
সারথি হইলা মন শুন মহামতি হে।
পদদ্বয় হয় তায়, তারা বা কেমনে যায়,
না করে সারথিবর যদি অনুমতি হে॥
সারথির মনস্কাম, তোমারে ভুলিবে শ্যাম,
গোপীর শরীররথে ত্বরাকরি অতি হে।
তবে ওহে গুণাগার, কেমনে ভবনে আর,
ফিরে যেতে পারে সব নব রসবতী হে॥

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর।

——————বিধুমুখি বলনা তব সারথিরে
শ্রীনন্দনন্দন না বিহরে জীববপুরথবাহিরে॥
নিরন্তর অন্তরে বিহরে তিলেক অন্তর নাহিরে।
তবে কি মতে বাসনা পূর্ণ হইবে বলনা সখিরে॥

শ্রীরাধাকর্ত্তৃক তদুত্তর প্রদান।

শুন গুণসাগর রসময় নাগর সুদীননাথ মুরারে।
জীবশরীরে গোপনভাবে বিহরিছ আত্মাকারে॥
বাহির হইয়ে বিহার করিলে কি দোষ তাহে বলনা।
তব ছল বচনে হে বংশীধর কভু ভুলিবে না ললনা॥ *

সকল গোপিনীর উক্তি।

শুন ওহে রসরায়, বিশেষ যে দূতিকায়,
পাঠাইয়ে ছিলে হে নগরে।
শুনিয়ে তাহার বাণী, অমৃতেরে মৃত মানি,
শ্রোত্রেন্দ্রিয় মোহিত অন্তরে॥

* এই ছন্দঃদ্বয় মাত্রাবৃত্তি, অর্থাৎ লঘু গুরু উচ্চারণাধীন পাঠ্য।

শ্রোত্রের দেখিয়ে গতি, নেত্রের হইল মতি,
দর্শন করিতে তব মুখ।
করদ্বয় জানি ইহা, করে আলিঙ্গনে ঈহা,
ভাবে তবে যায় মনোদুখ ॥
এ তত্ত্ব জানিয়ে পদ, হয়ে ভাবে গদগদ,
বলে সবে চিন্তা দূর কর।
স্বচ্ছন্দে সবারে বয়ে, এখনি যাইব লয়ে,
যেখানেতে জগত্ ঈশ্বর ॥
শুনিয়ে ইন্দ্রিয়গতি, মনরায় মহামতি,
সকলে আশ্বাস দিয়ে বলে।
আমি আগে দেখে আসি, কেমন সে গুণরাশি,
পরে লয়ে যাব হে সকলে ॥
এই বলি মন এল, আর নাহি ফিরে গেল,
রাজা বিনা প্রজা হত হয়।
তাই করি প্রাণ পণ, এসেছি হে নারায়ণ,
ফিরে নিতে মন গুণময় ॥
তুমি প্রভু অনায়াসে, মনোভূপে নিজ পাশে
লুকায়ে রাখিলে চুরি করি।
যদি তারে দেহ ফিরে, ফিরে যাই ধীরে ধীরে,
ওহে বঁধু মনোচোর হরি ॥

চিরকাল নীলমণি, তুমি চোরচূড়ামণি,
ক্ষীর ননী করিতে হরণ।
রাজপথে আসিছুটে, গোপীর পসরা লুটে,
করপুটে করিতে ভোজন ॥
তাতে কিছু বড় ক্ষতি, হতো না হে ব্রজপতি,
তুচ্ছ খাদ্য দ্রব্য বৈত নয়।
শরীরের সার ধন, চুরি করি নিলে মন,
কেমন বিচার রসময় ॥
মনে যদি নিলে হরি, প্রাণে রাখ সঙ্গে করি,
মন ছাড়া প্রাণ নাহি রয় ॥

——০০০——

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক উত্তর প্রদান।

হায় মোরে মনোচোর বলিলে কেমনে
তোমরাতো বড় সাধু এতিন ভুবনে ॥
মরাল বারণ হতে হরেছ গমন।
চাঁদহতে মুখছাঁদ করেছ হরণ ॥
সিংহ হতে কটি নিলে করিয়ে চাতুরী।
নিতম্বেতে দ্বীপের উচ্চতা কর চুরি ॥
অতএব কত আর করিব হে নাম।

তবু মোরে চোর বল রাম রাম রাম ॥
বিধিও তেমতি শাস্তি করেছে প্রদান।
সকলেরি বুকে কুচপাষাণ চাপান ॥
মলরূপ বেড়ি পায় তবু দর্প সার।
চালনী বলেন সূঁচে কি ছিদ্র তোমার ॥
সে যাহক কেহ কেহ এসেছ যে বেশে।
লজ্জায় উন্মত্তগণ ভ্রমে দেশে দেশে ॥
শুনি সে সবার মন হইল চেতন।
লাজ উপজিল অঙ্গে পড়িয়ে নয়ন ॥
একেএকে সবে হরি জিজ্ঞাসে কারণ।
চতুরা গোপী কি বলে শুন সর্ব্বজন ॥

প্রশ্নোত্তর প্রবন্ধ।

কৃষ্ণ—কেন হে একরূপ বেশ কহনা স্বরূপ?
গোপী—তোমার বংশীর গুণ কি কব শ্রীরূপ ॥
কৃষ্ণ—বসন ভূষণ কেন বিপরীত ভাব?
গো—ভাবে বুঝ প্রণয়ের এমতি প্রভাব ॥
কৃষ্ণ—শিরোভূষা কি হেতু চরণে শোভা পায়?
গো—তোমারে দেখিবে বলি ধরিয়াছে পায় ॥
কৃষ্ণ—অঞ্জন কি হেতু ভালে খঞ্জননয়নে?

গো—অগ্রসর হইয়ে দেখিতে সাধ মনে ॥
কৃষ্ণ—কঙ্কণ কি হেতু কর্ণে কহনা আমায়?
গো—কাণে ধরে টেনে আনে দেখাতে তোমায়
কৃষ্ণ—নাসার বেশোর ধনি কি কারণ করে?
গো—সময় না পেয়ে কর এই রূপ করে ॥
কৃষ্ণ—একি দায় নারীরে কথায় আঁটা ভার?
গো—এত মিথ্যা কথা নয় ভেব না অসার ॥
কৃষ্ণ—যাহা কহি বিপরীত ঘটাও তাহায়?
গো—এমন ভাবিলে বঁধু তবে বড় দায় ॥
কৃষ্ণ—কুলবালা অবলা সরলা কভু নয়?
গো—ছাড়িবনা প্রমাণ না দিলে রসময় ॥
কৃষ্ণ—শুন সে প্রমাণ তবে গোপাঙ্গনাগণ?
গো—কহ দেখি বাঁকাআঁখি শুনি সে কেমন ॥

—ooo—

ছলে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নারীনিন্দা।

অবলা সরলা নারী কোন মূঢ়ে বলে।
তবে আর কেবা বলী খল ভূমণ্ডলে ॥
শুনিয়াছি ভীম নাকি বড় ভীম বলী।
কিন্তু সে তাহার বল গদাতে কেবলি ॥

নারীর বলের কথা বলে সাধ্য কার।
অস্ত্র শস্ত্র গদাদিতে কি কাজ তাহার॥
বারেক ভঙ্গিমা যারে করান্ দর্শন।
তখনি সে প্রায় যায় শমন ভবন॥
অস্ত্র শস্ত্র গদাদি করেন যদি করে।
তা হলে সংসার আর না জানি কি করে॥
সরলাও এই রূপ কি কহিব আর।
"যেমন্ দেব ভূষণ বাহন তেম্‌নি তার"
সর্পেরে সকলে বলে খলের প্রধান।
কিন্তু সে কখন নয় নারীর সমান॥
কাছে আসি সর্প যদি করয়ে দংশন॥
তবেত জীবের হয় তখন মরণ॥
দূরে থাকি নেত্রে নারী হেরেন যাহারে।
তখনি অমনি প্রাণে বধেন তাহারে॥
সু ধীর সুধীর উক্তি "বিষে বিষ ক্ষয়"*
সর্পে যদি পুনঃ দংশে বাঁচে সে নিশ্চয়॥
নারীগণ পুনঃপুন দৃষ্টি দেন যত।

---

* অস্য কবিতেয়ং
দৃষ্টিং দেহি পুনর্ব্বালে হরিণায়তলোচনে।
শ্রূয়তে হি পুরা লোকে বিষস্য বিষমৌষধং॥
শৃঙ্গার তিলকে।

ততই করেন নরে ক্রমে ক্রমে হত ॥
তাই বলি গোপীগণ বুঝনা বিচারে।
খলতায় ভুজঙ্গ কি জয়ী হতে পারে ॥
কিন্তু এক গুণ আছে কামিনী সবার।
দুঃখ পারাবারে তাই নরে হয় পার ॥
সর্প দেখ কাছে এলে অবশ্য মরণ।
কামিনী আইলে কাছে জীবের বাঁচন ॥
দূরে থাকি কটাক্ষে বধেন প্রাণ যার।
কাছে এলে করেন জীবন দান তার ॥
বিশেষত শ্রীমুখের সুধা দেন যায়।
কটাক্ষের যে ক্লেশ তখনি তার যায় ॥
মহা সুখী হয় যেন করে স্বর্গ পায়।
এই হেতু নারীবশ পুরুষেতে প্রায় ॥
ভাল ভাল এক কথা জিজ্ঞাসি সবায়।
প্রেম যে করিবে তবে প্রেম কহে কায় ॥

চন্দ্রাবলীকর্ত্তৃক প্রেমবর্ণন।

শুন রসময়, প্রেম পরিচয়, রূপ তার অপরূপ।
নিন্দি ইন্দীবর, আঁখি মনোহর, বদন সরোজ রূপ ॥

লাজেতে চপলা, হইল চপলা, হেরিয়ে তাহার হাসি।
তাহার বচন, না শুনে যে জন, সে হয় সুধা প্রয়াসী ॥
স্বভাব সরল, অতি নিরমল, তুলনা কি হবে চাঁদে।
কলঙ্কী সে জন, বিখ্যাত ভুবন, মৃগহরণাপবাদে ॥
তার মন্ত্রিবর, পরম সুন্দর, আবেশ আখ্যান যার।
খেদে কাঁদে প্রাণ, হয়ে রূপবান, অল্প দৃষ্টিশক্তি তার ॥
সে যারে দেখায়, সে যারে চিনায়, তারে প্রেম ভাল বাসে।
শয়নে স্বপনে, ভোজনে ভ্রমণে, রাখে তারে চিদাকাশে ॥
নিরন্তর সুখে, থাকে মুখেমুখে, এই সাধ অনিবার।
বিরহবদন, দেখিতে কখন, বাসনা নাহিক তার ॥
মিলন সময়ে, বিরহের ভয়ে, ভাবিয়ে ব্যাকুল মনে।
বিরহ যখন, মিলন কারণ, সতত মগ্ন রোদনে ॥
দোষ গুণ তার, না করে বিচার, বরং দোষে গুণ ভাবে।
যদি কটু কয়, তাহা সয়ে রয়, বরং গদগদ ভাবে ॥
গুরুর গঞ্জনে, লোকের লাঞ্ছনে, কিছু নাহি ভয় হয়।
হলে পরসঙ্গ, তাহারি প্রসঙ্গ, লাজ ভয়ে নাহি ভয় ॥
হলে সে কুরূপ, না ভাবে বিরূপ, ভাল বাসে নিশি দিবা।
আহা মরি মরি, দেখ প্রাণহরি, আবেশের শক্তি কিবা ॥
কাল রূপে তাই, মজিয়ে সবাই, হয়েছি তোমার দাসী।
শুনি সে ভারতী, মোহিত শ্রীপতি, অধরে না ধরে হাসি ॥

শ্রীরাধার উক্তি।

আরো শুন হরি, নিবেদন করি,
প্রেমে আর ব্রহ্মে প্রভেদ নাই।
যত মূঢমতি, এধনের প্রতি,
প্রতিবাদী হয় কেন কানাই॥
ব্রহ্মের ভজনে, ভবনে স্বজনে,
শয়নে ভোজনে, ঔদাস্য জ্ঞান।
মান অপমান, সকলি সমান,
সুস্থান কুস্থান, বোধ সমান॥
লোক লাজ ভয়, কিছু নাহি রয়,
নীচানীচ ভেদ নাহিক মনে।
কি শুচি অশুচি, দুয়ে সম রুচি,
দয়া মায়া সব সেএক জনে॥
প্রেমোপাসনার, তেমতি ব্যভার,
দেখনা বিচার, করিয়ে মনে।
তাই প্রেমধন, করি আরাধন,
ব্রহ্ম সনাতন, ভাবি সে ধনে॥

শ্যাম হে তুমি সেই প্রেমময় মাত্র সুতরাং তুমিই ব্রহ্ম, আমরা অবশ্যই তোমার প্রেমের দাসী হইব, কোন বাধা

মানিব না, কোন মতে ভুলিব না; অতএব প্রার্থনা করি*

পঙ্কজলোচনে, কৃপাবলোকনে, মমপ্রাণ মনে,
রাখ হে হরি।
তব সুধা পান, করে মনঃ প্রাণ, হয়ে সাবধান,
দিবা সর্ব্বরী॥
মনঃ প্রাণ হয়, চঞ্চলাতিশয়, বিচ্ছেদের ভয়,
তাইত করি।

* আমার প্রেমময়ী রসবতী রাধে; ধন্যা ধন্যা জগন্মান্যা রাজকন্যা সতী; আহা মরি তোমার কিবা বুদ্ধির প্রখরতা, ভগবান্‌চন্দ্রেতে আর প্রেমেতে যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, তাহার সংশয় কি। দেখ ভগবানের যেরূপ রূপ ও লক্ষণ প্রেমেরো সেই প্রকার সর্ব্বস্ব; আর প্রেমের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যথা।

চিত্তদ্রবঃস্থায়িভাবঃ প্রেমা শ্যামকলেবরঃ।
শ্রীকৃষ্ণদেবতঃ শুদ্ধ স্বভাব প্রকৃতির্ণতঃ॥
ভোজদেবীয় রসকৌমুদ্যাং।

অতএব এই প্রেম পরিপক্ক হইলেই সেই অতুল্য অমূল্য ধন যে নিত্য সুখ তাহা অবশ্য লাভ হয় যথা।

প্রেম পরিপক্ক হৈলে হয় মহারাগ।
মহারাগ হয় যার সেই মহাভাগ॥
বনয়ারি গোবিন্দ প্রকাশিত রসতরঙ্গিনী গ্রন্থে।

তা হলে আমার, কাম বিষে আর, নাহিক নিস্তার,
কেমনে তরি ॥ *

——০০০——

শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতায় গোপীগণের অহঙ্কার ও তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান।

তখন্—শ্যামে নিরুত্তর দেখি যত গোপীগণ।
বুঝিল সম্মত হৈল মদনমোহন ॥ ‡
কেহ আসি হাসিহাসি পীত ধটি ধরে।
কেহ বা ভ্রূভঙ্গ করে রস রঙ্গ ভরে ॥
কেহ বনফুলে মালা গেঁথে দেয় গলে।
কেহ বা শ্রীপদযুগ মুছায় অঞ্চলে ॥
কেহ তাঁর কর নিজ পয়োধরে ধরে।
কেহ গুণগান গায় সুমধুরস্বরে ॥
কেহ পুষ্প গুচ্ছলয়ে চূড়ায় পরায়।
কেহ বলে কাম পূর্ণ কর শ্যামরায় ॥
কেহ চন্দ্রমুখ পানে এক দৃষ্টে চায়।
বলে কেন পলক হইল হায় হায় ॥

* এই কবিতাতে তিন অর্থ স্ফূর্ত্তি হয়; প্রথমার্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার উক্তি; দ্বিতীয়ার্থ শ্রীরাধিকার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি; তৃতীয়ার্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গ্রন্থকারের প্রার্থনা।

‡ যে হেতুক " মৌনং সম্মতি লক্ষণং"।

মনে মনে মহা দর্প হইল সবার।
ত্রিলোকে এমন ভাগ্য কোথা আছে কার॥
দিনেশ গণেশ শেষ বিধি কালী কাল।
সন্ধান না পান যাঁর সাধি সর্ব্বকাল॥
সে ধন শ্রীবৃন্দারণ্যে গোপিকার ধন।
ধন্য ধন্য বৃন্দারণ্য ধন্য গোপীগণ॥
এই রূপে ব্রজাঙ্গনা মহা গর্ব্ব করে।
অন্তর্যামি ভগবান্ জানিলা অন্তরে॥
গোপিকার অহঙ্কার করিবারে চূর্ণ।
রাধা সঙ্গে একা শ্যাম অন্তর্হিত তূর্ণ॥
যদি বল দোঁহে একা সে আর কেমন।
ভাবক সেবক বিনা কে বুঝে কারণ॥
এক ব্রহ্ম ত্রিলোকেশ ত্রিলোক তারণে।
প্রকৃতি পুরুষ রূপে ভেদ বৃন্দাবনে॥*

*যথা। দক্ষিণাঙ্গশ্চ শ্রীকৃষ্ণো বামার্দ্ধাঙ্গাচ রাধিকা।
বভূব গোপীসংঘশ্চ রাধায়া লোমকূপতঃ॥
রাধাবামাংশভাগেন মহালক্ষ্মীর্বভূবসা।
চতুর্ভূজস্য যা পত্নী দেবী বৈকুণ্ঠবাসিনী॥
শ্রীকৃষ্ণলোমকূপৈশ্চ বভুবুঃ সর্ব্ব বল্লবাঃ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে রাধোপাখ্যানে ৪৫ অধ্যায়ে।
স্বয়ং দেবী হরেঃক্রোড়ে ছায়ারায়াণকামিনী॥
তত্রৈব।

বনে বনে পদব্রজে চলিতে চলিতে।
কমলিনী সতী অতি ব্যথা পান চিতে॥
কাতর হইয়ে কৃষ্ণে কহেন শ্রীমতী।
আমি আর চলিতে না পারি প্রাণপতি॥
আপনার প্রকৃতির বাড়াইতে মান।
রাধারে করেন স্কন্ধে স্বয়ং ভগবান্॥
বিধুমুখী অধোমুখী লজ্জা পেয়ে মনে।
ঈষৎ হাসিয়ে মুখ ঢাকেন বসনে॥ †

---

† অত্র শ্রীবেদব্যাস গোস্বামী বর্ণন করেন; যে যে গোপীকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হন, তাঁহারও অর্থাৎ রাধারও মনোমধ্যে অহঙ্কার জন্মিয়াছিল। এ জন্য দর্পহারি রাসেশ্বর তাঁহাকেও বিরহ সাগরে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়াছিলেন।

যথা।

সাচমেনে তদাত্মানং বরিষ্টং সর্ব্ব যোষিতাং।
হিত্বা গোপীঃ কাময়ানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ॥
ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রুবীৎ।
ন পারয়েহহংচলিতুং নয়মাং যত্র তে মনঃ॥
এবমুক্তঃ সতামাহ স্কন্ধমারুহ্যতামিতি।
ততশ্চান্তর্দ্ধধে কৃষ্ণ সাবধূরন্বতপ্যত॥

ভাগবতে ১০ স্কন্ধে রাসক্রীড়া বর্ণনে ৩০ অধ্যায়ে।

কিন্তু যিনি শুদ্ধ প্রেমময়ী মূলপ্রকৃতি; যাঁহার চরিত্র অহঙ্কারের লেশ মাত্র শূন্য; যিনি কেবল সুখময় প্রেমের ব্যাপার ভিন্ন আর কিছুই জানেন না; আমি ভজনহীন সাধারণ নর, কি প্রকারে তাঁহার এ প্রকার অহঙ্কাররূপ পাপবিকার বর্ণন

অত্র শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার ব্যবহার দেখিয়া গ্রন্থকারের মনোমধ্যে এই ভাবোদয় হইল।

অপরূপ শ্রীরাধার প্রেম।
তাই মন বলি সার, ঘরে কাজ নাহি আর,
সেই প্রেমে মজ হবে ক্ষেম ॥
যদি বল প্রাণ সম, ঘরে আছে নারী মম,
কত সুখ তার আলিঙ্গনে।

করিতে পারি; যে হেতুক অহঙ্কারের পর আর রিপু নাই; "নাহঙ্কারাৎ পরোরিপুঃ" গোস্বামীজী সাক্ষাৎ ভগবান্ "ব্যাসো নারায়ণঃস্বয়ং" তাঁহার সকলি শোভা পায়। বিশেষতঃ প্রেম পক্ষে অহঙ্কারাদি অতি গর্হিত, যাহাতে কোন কলঙ্ক নাই, কেবল নির্ম্মল জাহ্নবীজলসদৃশ বিমলচিত্ত ব্যক্তির শীলতা দ্বারা যাঁহার অবয়ব নির্ম্মিত হইয়াছে। অতএব যিনি এই জগতকে এমন পরম পদার্থ প্রেম নিধির শিক্ষা প্রদান করিতেছেন, এবং যিনি প্রেমের মাহাত্ম্য বিস্তার করিতে অবনীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন, তিনি কি এই প্রকার তাহাতে কলঙ্ক যোজন করিতে পারেন। অপর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যে শ্রীমতী-কে স্কন্ধে করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ। যথা।

সৌভাগ্যেন ব্রজকুলবধূ সার্থ সীমন্তরত্নং,
যা কংসারেরতিগুণবতী স্কন্ধমপ্যারুরোহ।
সেয়ং রাধা ব্যথয়তি তনুং ধূলিভির্ধূসরাঙ্গী।
নীহারাশ্রু স্নপিতনয়নাঃ শাখিনো রোদয়ন্তি ॥

উদ্ধবদূত কাব্যে।

কিন্তু তার এই রতি, ক্ষুদ্র জ্ঞান যেন রতি,
রাই রতি আছে যার মনে॥
তথাপি কেমন মায়াজাল।
জানিয়ে সকল তত্ত্ব, সংসার পালনে মত্ত,
হয়ে আছে কি ঘোর জঞ্জাল॥
রাধার মধুর হাসি, যেমন পীযূষ রাশি,
হাসি নয় সে প্রেমের ফাঁসি।
তবু নারী ঈষৎ হাস্য, তবু নারী রূপ আস্য,
কেন এত ভাল বাসাবাসি॥
অনুরোধ রাখহ আমার।
দেখ দেখি একবার, বশ হয়ে রাধিকার,
কত সুখ হয় হে তোমার॥
ধিক্‌রে অবোধ মন, প্রিয় তব হেন জন,
যে অনিত্য জল বিম্ব মত।
যৌবন যে আছে তায়, সে অশীত শশিপ্রায়,
দেখিতে দেখিতে হয় হত॥
ভাব দেখি ভাব শ্রীরাধার।
যে চিরযৌবনী ধনী, রমণীর শিরোমণি,
অজর অমর তনু যাঁর॥
সে রূপ রূপত আর, ত্রিভুবনে পাওয়া ভার,
সর্ব্বরূপ যা হতে জন্মান।

যাঁরে কন বংশীধারি, আমার রাই কি নারী,
স্মরের শরের খর শান ॥
কি বর্ণিব চরিত্র তাঁহার।
যেন অতি সুশীতল, নির্ম্মল জাহ্নবী জল,
শুদ্ধ তায় প্রেমের ব্যাপার ॥
দেখ দেবদেব শিব, জীবে যিনি দেন শিব,
তাঁর নাথ প্রভু ভগবান্।
চূড়ায় রাধার নাম, লিখিয়া সে গুণধাম,
বাসরিতে সদা গুণ গান ॥
বলিহারি প্যারীর পিরীতে।
তাহে স্থানাস্থান নাই, কালাকালো নাহি ভাই,
পার সদা সর্ব্বত্র ভজিতে ॥ †
ভাবিলে ভাবক জনে, এই ভাব সেই ক্ষণে,
তাহার উদয় হয় স্পষ্ট।
অশ্রু স্তম্ভ স্বরভেদ, রোমাঞ্চ বেপথু স্বেদ,
বৈবর্ণ প্রলয় এই অষ্ট ॥ *

---

† যথা। যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাদিত্যাদি।
বেদান্তে ৩ সূত্রে ৪ পাদে।

যথা। স্তম্ভঃ স্বেদশ্চ রোমাঞ্চঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃস্মৃতাঃ॥
অলঙ্কার কৌস্তুভে।

ইহার সাত্ত্বিক ভাব নাম।
ভাবিতে রাধার অঙ্গ, যার হয় এই রঙ্গ,
পায় সেই নিত্য সুখ ধাম॥
অধিক কি কব আর, চমৎকার ভাব তার,
জীবনে বিমুক্ত হয়ে রয়।
কোন ভেক নাহি ধরে, শুদ্ধ মত্ত ভাব ভরে,
উদার চরিত্র রসময়॥
নাহি তার কিছুই নিয়ম। ‡
কর্ম্মকাণ্ড আছে যত, কিছুতে না হয় রত,
শুচি কি অশুচি তার সম॥
ক্ষণে ক্ষণে থেকে থেকে, শুদ্ধমাত্র উঠে ডেকে,
বন্ধুগণ কে আছে তাপিত।
হয়ে অতি বেগবান্, প্যারীর প্রেমের বাণ,
বয়ে যায় এস হে ত্বরিত॥
না পারি চিনিতে মূঢ় যত।
যদি ব্যঙ্গ করে তারে, কি ক্ষতি করিতে পারে,
মৃদুবাতে টলে কি পর্ব্বত॥

‡ যথা।
পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলং।
তালবৃন্তেন কিংকার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে॥
কুলার্ণবে।

অতএব শুন মন, সেই নিত্য সুখ ধন,
যদি তব থাকে প্রয়োজন।
রাই প্রেমে মজ মজ, রাই রূপ ভজ ভজ,
সদা করি একান্ত মনন ॥
যুগল রূপেতে তাঁরে ভাব।
নাগর ত্রিভঙ্গ সঙ্গে, বিহার হতেছে রঙ্গে,
অপার সুখদ এই ভাব ॥
ব্রহ্মের প্রকৃতি প্যারী, আকৃতি শ্রীবংশীধারী,
এ হেতু দুয়েরি হও বশ।
তাঁহারে যুগল বেশে, ভজ মন মহাবেশে,
দ্বারিকানাথের এই রস ॥

ইতি শ্রীদ্বারিকানাথ রায় বিরচিত শ্রীরাসরসামৃতে
শ্রীপ্রেমমুখাবলোকনো নাম দ্বিতীয়ঃরসঃ।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণো
জয়তি।

রাসরসামৃত।

অথ তৃতীয় রস।

গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণবিরহ বর্ণন।

রাগিণী বারোঁয়া।
তাল ঠুংরি।

বিরহ রে! ত্যজ গোপিনী গণে।
নহিলে গমন হবে শমন ভবনে॥
আমরা কালার লাগি, হইব রে তনুত্যাগী,
তুই হবি মৃত্যু ভাগী, কি কারণে। ধ্রু॥

নাহি হেরি হরি যত ব্রজের ললনা।
বলে সখি হল একি উপায় বলনা॥
হাতে দিয়ে হেন নিধি পুন নিল হরি।
এই কি বিধির বিধি আহা মরি মরি॥
একুল ও কুল আজি গেল দুই কুল।
কেমনে যাইবে কুলে কুলবতী কুল॥

অকুলে পড়িয়ে প্রাণ করে গো আকুল।
লাভের মধ্যেতে শ্যাম করিল বাতুল॥
কুল গেল তবু নাহি পেলাম কেশবে।
লাভে হতে কুলকলঙ্কিনী নাম হবে॥
কে বলে সে নটবরে দীনদয়াময়।
তা হলে কি অবলার এত দুঃখ হয়॥
কে বলে হরির নামে রোগ শোক হরে।
তা হলে বিরহ রোগে গোপিনী কি মরে॥
কুল বালা অবলা আনিয়ে ঘোর বনে।
স্বচ্ছন্দে প্রস্থান প্রভু করিলে কেমনে॥
সিংহ ব্যাঘ্র সমাকুল নিবিড় গহন।
দ্বিযাম যামিনী তাহে অত্যন্ত ভীষণ॥
এতে কি নারীর প্রাণ বাঁচে হে ত্রিভঙ্গ।
একে ঘোর বিরহ দহনে দহে অঙ্গ॥
জানা গেল তুমি যত প্রেমিক সুজন।
তা হলে এমন প্রেম কর কি ভঞ্জন॥
প্রথম মিলন মাত্র বিচ্ছেদ ঘটন।
এ দুঃখ হইতে মৃত্যু ভাল নারায়ণ॥
কিন্তু তব কৃষ্ণনাম মহিমা কেমন।
স্মরণেতে মরণের হয় হে মরণ॥

কি কাল কালার প্রেম মরণো বিমুখ।
দেখ দেখি প্রাণ সখি কেমন অসুখ॥

বিরহ বিকার বর্ণন।

অনন্তর গোপীগণ, সমর্পণ করি মন,
ভাবিছেন ভব কর্ণধারে।
ভাবিতে ভাবিতে বেশ, অদ্ভুত ঘটিল শেষ,
সকলে ভুলিল আপনারে॥
ভাবনার বিকারেতে, গোপিকার শরীরেতে,
কিছু মাত্র নাহি বাহ্য জ্ঞান।
কেহ ভাবে আমি হরি, কি আশ্চর্য্য হরি হরি,
জ্ঞানবানে বুঝে এ সন্ধান॥
কেহ বলে ব্রজনারী, দেখ আমি বংশীধারী,
হের মোর কি বঙ্কিম আঁখি।
আনন্দে আমার সঙ্গে, বিহার করহ রঙ্গে,
সদা মম প্রতি মতি রাখি॥
যে ভাবেতে শ্রীনিবাস, হরিয়ে ছিলেন বাস,
সেই ভাবে কোন গোপী বলে।
যদি সবে যোড় করে, প্রণমহ দিনকরে,
তবে বস্ত্র দিব হে সকলে॥

সেই প্রভু ভগবান্, যেমন গমনে যান,
যেমন চাহনি চান তিনি।
হয়ে ভাবে ঢল ঢল, সেই সর্ব্ব অবিকল,
দেখালেন কোন বিরহিণী॥
যে ভাবে কদম্বতলে, বসিতেন কুতূহলে,
সে ভাব দেখান কোন ধনী।
বৃন্দাবনে রসরাজ, করিলেন যে যে কাজ,
দেখালেন যতেক রমণী॥*

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে এই ভাব অত্যন্ত বিস্তার রূপে বর্ণিত আছে। গোপীগণের এতাদৃশ চিত্ত বিভ্রমের তাৎপর্য্য এই, যে একান্ত চিত্তে যে ব্যক্তি যাহা ভাবনা করেন, তিনি তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়েন। যথা।

রাগিণী শোহিনী বাহার। তাল মধ্যমান।

যে জন যা ভাবে সদা তা হয় সে জন।
দেখ তৈলপায়ী তার আছে নিদর্শন॥
পেশস্কৃত যে সময়, বেগে আসি ধরে তায়,
ভয়ে তার রূপ ভাবি হয় সে তেমন।
অতএব নিত্য ধনে, ভাবনা রে কি কারণে,
যাঁরে ভাবি তৎস্বরূপ হবে সর্ব্বক্ষণ॥

বিশেষতঃ শ্রুতিতে এমত প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে, যে নর ব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্ম হয়েন। যথা

ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।

এ বিষয়ে অনেক শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে, কেবল টীকা বাহুল্য ভয়ে সংগ্রহ করিলাম না।

শ্রীকৃষ্ণ নাবিক হইয়া গোপী গণকে যমুনা পার করণ কালীন শ্রীরাধিকার প্রতি যে প্রকার উক্তি করিয়া ছিলেন; সেই প্রকার ললিতা সখী * আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান করিয়া, বিশাখা সখীকে রাধাভ্রমে কহিতেছেন

* সখীদিগের মধ্যে ললিতা বা অনুরাধা, বিশাখা, চম্পক লতা, চিত্রা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী, সুদেবী এই অষ্ট সখী সর্ব্বপ্রধানা। যথা

পরমপ্রেষ্ঠসখ্যস্তু ললিতা সবিশাখিকা।
সচিত্রা চম্পকলতা তুঙ্গবিদ্যেন্দুলেখিকা॥
রঙ্গদেবী সুদেবী চেত্যাষ্টৌ সর্ব্বগুণাগ্রিমা॥
উজ্জ্বল নীলমণৌ॥

ইহাঁরা রাধা কৃষ্ণের পরম প্রিয়তমা ও অত্যন্ত বিশ্বাস পাত্রী, এবং নিরুপম রূপ গুণ বিশিষ্টা; রাধা শ্যামের তাবৎ গোপনীয় কর্ম্ম ইহাঁরদিগের দৃষ্টিপথে হইত; ভগবান্ চন্দ্র শ্রীমতীর সহিত বিহারার্থ কুঞ্জবনমধ্যে নানা রত্ন বিনির্ম্মিত অষ্টদলপদ্মাকার যে কেলিমঞ্চ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার অষ্টদলে ঐ অষ্ট সখী উপবেশন করিতেন। মধ্যস্থলে শ্রীরাধাগোবিন্দ ভুবন মনোহর রূপে বিরাজ করিতেন। ঐ অষ্টসখী শ্রেণীয় নাম বরিষ্ঠা ইহাঁদিগের মধ্যে ললিতা সখী সর্ব্বপ্রধানা। ইহাঁতে দুর্গাতে আর রাধিকাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। যথা।

যা দুর্গা সৈব ললিতা ললিতা সৈব রাধিকা।
এতাসামন্তরং নাস্তি সত্যং সত্যং হি নারদ॥
পাদ্মে পাতালখণ্ডে রাসলীলায়াং নারদং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং॥

কটিতে কষণ, যে নীল বসন, হবে হে দূষণ,
রমণীমণি।
জ্ঞান করি ঘন, যদি ঘন ঘন, বহয়ে পবন,
এণনয়নি॥
কেমনে তরিতে,উঠিবে ত্বরিতে,নারিবে তরিতে,
বিধুবদনি॥

ললিতাস্তোত্রং।
শ্রীরাধাপ্রিয়সঙ্গিনীং বিধুমুখীং কৃষ্ণপ্রিয়াং প্রেয়সীং
হেমাভাং পরিবাদিনীং সুমধুরধ্বানাং সুবেশাম্বরাং।
সদ্রত্নাভরণৈর্মনোজ্ঞসুতনুং নিত্যাং জগন্মোহিনীং
বন্দে শ্রীললিতাং কুরঙ্গনয়নীং পীতাম্বরেণাবৃতাং॥
পাদ্মে উত্তরখণ্ডে শ্রীরাধাজন্মাষ্টমীব্রতকথনমাহাত্ম্যে
১৬২ অধ্যায়ে।

অপর কলাবতী, শুভাঙ্গদা, হিরণ্যাঙ্গী, রত্নলেখা, শিখাবতী কন্দর্পমঞ্জরী, ফুল্লকলিকা, অনঙ্গমঞ্জরী, এই অষ্টসখী ও রাধ শ্যামের পরম প্রিয় পাত্রী। ইহাঁদিগের শ্রেণীর নাম বর প্রথমমণ্ডল। যথা।

বরত্বেনাভিধীয়ন্তে এতা অষ্টা হি কন্যকঃ।
সর্ব্বা দ্বাদশবর্ষীয়াস্তাসামাদ্যা কলাবতী॥
শুভাঙ্গদা হিরণ্যাঙ্গী রত্নলেখা শিখাবতী।
কন্দর্পমঞ্জরী ফুল্লকলিকানঙ্গমঞ্জরী॥
শ্রীকৃষ্ণপরিবারমালায়াং।

দ্বিতীয়মণ্ডল বর শ্রেণীতে বিস্তর গোপিকা ইহাঁরদিগের প্রত্যে কের বিশেষ পরিচয় শ্রীকৃষ্ণপরিবারমালাতে বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে।

বিশাখা সখীও ললিতাকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে উত্তর প্রদান করিতেছেন।

ওহে পীতাম্বর, এই নীলাম্বর, এখনি সত্বর,
ত্যজিতে পারি।
অন্য পরিধান, করি পরিধান, রসের নিধান,
হে বংশীধারি॥
সহজে তোমার, যে নীল আকার, কি বিধান তার
বল মুরারি॥

অতএব শ্যাম হে এস, তোমার শিরে ঘোল ঢালিয়া দিয়া নীলবস্ত্র ঢাকিয়া দি ‡

পরে—চৈতন্য পাইয়ে যত ব্রজগোপিনীর।
নিরন্তর নীরজ নয়নে বহে নীর॥
আহা—মনে মনে কত ভাব হয় গো উদয়।
একে একে করুণা করিয়ে সবে কয়॥

‡ এই প্রশ্নোত্তরপ্রবন্ধ কবিতা দ্বয়ের ভাব এই শ্লোক হইতে গৃহীত।

রাধে ত্বং পরিমুঞ্চ নীলবসনং প্রারুহ্য নাবং মম
বাতোবারিদসম্ভ্রমাদ্‌যদি বহেন্মগ্না ভবেন্নৌরিয়ং।
সত্যঞ্চেৎ বসনান্তরং পরিদধাম্যাদৌ ত্বয়া স্বং বপুঃ
শ্যামং শ্যামনবীননীরদসমং তক্রৈঃ সমাচ্ছাদ্যতাং॥
নৌকাখণ্ডে॥

তত্র প্রথমতঃ চন্দ্রাবলীর উক্তি।

খেদে—চন্দ্রাবলী বলে নাথ কোথায় রহিলে।
ছল করি অবলারে দহিলে দহিলে॥
যত — গোপিকার মনোদুঃখ জাননা কি হরি।
তব পাশে মন আছে দিবস সর্ব্বরী॥
বঁধু — আমরা যেমন মন দিয়াছি তোমায়।
তুমি যদি দেহ মন ব্রজ গোপিকায়॥
তবে — দুঃসহ বিরহক্লেশ জান হে নাগর।
কি আর কহিব ওহে গুণের সাগর॥

——০০০——

চিত্রা সখীর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ ছলে ভৎসনা।

শ্যাম হে শুনেছি পুরাণে সার, তুমি নাকি বহ ভবের ভার,
ক্ষীণাঙ্গী নারীর ভার তোমার, এতই কি হল ভারি হে।*
আমরা কৃষাঙ্গী কামিনী হরি, তবু প্রাণ পণ করি আমরি,
সতত তোমারে হৃদয়ে ধরি, এই সাধ অনিবারি হে॥
তোমারে সেরূপ হে গুণাগার, বহিতে ভার না দিব হে ভার,
বিচ্ছেদ চ্ছেদের ভার তোমার, সহিতে হবে মুরারি হে।
শুনেছি তুমি হে জগতবল, তোমার এ বল নাই কি বল,

* এই কবিতার প্রতি শেষ চরণের তিন বর্ণ, গুরু লঘু উচ্চারণাধীনপাঠ্য।

ওই তুচ্ছ তার বহ কেবল. ওহে গিরিবর ধারি হে ॥
গভীর দুস্তর ভবসাগর, পারের নাবিক তুমি নাগর,
তবে বিরহের সরিতুপর, কেন ভাসাইলে নারী হে ॥
আমরি যে করে সাগর পার, নদী পার করা ভার তাহার,
এ কথা কাহারে সুধাব আর, ওহে মুনি মনোহারি হে ॥

চম্পকলতা সখীর নিজ নয়ন প্রতি খেদোক্তি।

শুন রে নয়ন, তোরে কবিগণ, বলে নাগর প্রহরী রে।
তাই অতি সুখে, তোমার সম্মুখে, রাখিয়েছিলাম হরিরে॥
তব অযতনে, সে নীল রতনে, নিল কোন জনে হরি রে।
হইয়ে রক্ষক, হইলি ভক্ষক, হায় হায় হরি হরি রে ॥

নয়নের উত্তর।

শুন বিনোদিনি, প্রেম প্রয়াসিনি, কেন মোর দোষ দেহ গো।
অধিক কিকব, দ্বারী হয়ে তব, বিক্রয় করেছি দেহ গো ॥
করিতে দমন, পারে গো নয়ন, গোচর হয় যে কেহ গো।
হরিরে হরণ, করেছে যে জন, সে জন বিরহাদেহ গো ॥

তুঙ্গবিদ্যা সখীকর্ত্তৃক পুরুষ ভর্ৎসনা।

শ্যাম হে—পুরুষের প্রাণ, শরের সমান,
যুবতীজনের ধনুর প্রায়।

ধনু প্রাণ পণে, প্রেমের কারণে,
ডোরে বাঁধা পড়ি বাঁকিয়ে যায় ॥
তবু পোড়া বাণ, দয়া হীন প্রাণ,
মিলন মাত্রেতে করে প্রস্থান।
ধিক নারীগণে, এ পুরুষ সনে,
মজিয়ে ভজিয়ে বিকায় প্রাণ ॥
বিশেষত ধিক্, ধিক্ শতাধিক,
ব্রজের পাপিনী গোপিনীগণে।
হেন জনে প্রাণ, করেছে প্রদান,
যে দুষ্ট পুরুষশ্রেষ্ঠ ভুবনে ॥

ইন্দুলেখা সখীর ফল ভারে প্রণত কোন বৃক্ষের শাখার প্রতি উক্তি।

ওহে শাখা সখারে করেছ দরশন।
বুঝিলাম নত শিরে আছ সে কারণ ॥
কে বলে ফলের ভারে শাখা তুমি নত।
সে কথা কথার কথা অতি অসঙ্গত ॥
এই পথে দেখি মোর নটবর শ্যাম।
নত শির হয়ে তাঁরে করেছ প্রণাম ॥
অতএব তাঁরে তুমি করেছ দর্শন।
বল কোন পথে গেল সে পীতবসন ॥

রঙ্গদেবী সখীর নিজ করের প্রতি উক্তি।

শুন মন কর, কি কর কি কর, প্রাণ বংশীধর,
গেল কোথায়।
কে ছল করিয়ে, লইল হরিয়ে, নারিলে ধরিয়ে,
রাখিতে তায়॥
সে প্রাণ কালায়, হারায়ে হেলায়, এ ব্রজ বালায়,
ফেলিলে দায়।
যুগল আঁখিতে, দেখিতে দেখিতে, মিশাল চকিতে,
হায় রে হায়॥

করের উত্তর।

শুন ওলো ধনি, সুধাংশুবদনি, কি হেতু আপনি,
দোষ গো মোরে।
আমি অতি দীন, তোমারি অধীন, বাঁধা চির দিন,
আজ্ঞার ডোরে॥
দেখ তব মন, ইন্দ্রিয় রাজন, তাহারে যে জন,
হরয়ে জোরে।
ও প্রাণ ললনা, নিগূঢ় বলনা, করি কি ছলনা,
রাখি সে চোরে॥

সুদেবী সখীর বিরহ রোগ।

বিরহ বিকারে হরি, বুঝি আজি প্রাণে মরি,
তোমা বিনা ত্রিভুবনে কেবা করে ত্রাণ হে।
যত রোগ ত্রিসংসারে, বৈদ্যের ঔষধে সারে,
এ রোগে ঔষধ শুধু ও বিধুবয়ান হে॥

কলাবতী সখীকর্ত্তৃক কন্দর্পের ব্যবহার বর্ণন।

কে বলে সজনি, দিবস রজনী, রতিপতি ভয় করে গো শিবে।
তা হলে সবার, স্বয়ম্ভু আকার, কুচ দেখি আর কেন আসিবে॥

শুভাঙ্গদা সখীর নিজ স্তনের প্রতি উক্তি।

——————পয়োধর রে শুন মম বাণী। ‡
কিকারণ কবিগণ তোরে শম্ভু বলে কারণ না জানি॥
হইলে স্মরহর ভাবি ভক্তবর আসিত শ্রীবনমালী।
শিরে দিয়ে কর অভয় দান করি নাশিত তব মন কালী॥
ভক্ত তাঁর জীবন সদৃশ পিয়তম ভক্ত ভগবদভেদ।
ভক্ত দুঃখ অসহ্য তাঁহার কহে সর্ব্ব পুরাণ বেদ॥ *

‡ উহা মাত্রাবৃত্ত ছন্দঃ সুতরাং লঘু গুরু উচ্চারণাধীন পাঠ্য

* যথা। ভক্ত ভক্তি ভগবন্ত গুরু নাম চতুর বপু এক।
এনকে চরণ বন্দন করত নাশে বিঘ্ন অনেক॥
ভক্ত মালকি দোঁহা।

হিরণ্যাঙ্গী সখীকর্ত্তৃক চন্দনের প্রতি ভৎসনা

চন্দনে চর্চ্চিত আর করিব না অঙ্গ।
বিষ সম দগ্ধ করে বিনা সে ত্রিভঙ্গ॥
যখন হল গো সখি শ্যাম অঙ্গসঙ্গ।
শীতল করিল মম মনঃ প্রাণ অঙ্গ॥
সময়েতে সখা অসময়ে এই রঙ্গ।
কেন না হবে লো যার প্রিয়ত ভুজঙ্গ

রত্নলেখা সখীকর্ত্তৃক প্রেমের প্রতি ধিক্কার প্রদান

শুন সহচরি, দিবস সর্ব্বরী,
স্মরশরে যদি যায় জীবন।
তবু প্রেম পথে, আমি মনোরথে,
যাব না যাব না এই সে পণ॥
দেখ দেখি কালা, দিল কত জ্বালা,
কাননে আনিয়ে যুবতী যত
বিরহ দহন, করিছে দহন,
অবলার প্রাণে সহে গো কত॥
ঘরে গেলে পরে, সবে ঘরে পরে,
তুলে দিবে শিরে কলঙ্ক ডালা।

এই প্রেমদায, যেই প্রমদায়,
না ঠেকেছে তার বল কি জ্বালা ॥

—ooo—

শিখাবতী সখীর উত্তর।

কেন কেন সখি, এ ভাব নিরখি,
প্রেমে দোষ দেওয়া উচিত নয়।
মনের কারণ, প্রেমের সাধন,
মনত বঁধুর পাশেতে রয় ॥
শুন লে, মহিলে, বিরহ নহিলে,
চিনিবে প্রেমের গুণ কি মতে।
ওলো প্রাণ সই, তোরে সার কই,
" নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে"। ‡
বিশেষত ধনি, ও বিধুবদনি,
বরং প্রেম হয়ে ভাল বিরহ।

---

‡ অস্য সম্পূর্ণা কবিতেয়ং।
শ্লাঘ্যং নীরস কাষ্ঠতাড়ন শতং শ্লাঘ্যঃপ্রচণ্ডাতপঃ,
ক্লেশঃশ্লাঘ্যতরঃসুপঙ্কনিচয়ঃ শ্লাঘ্যোতি দাহানলঃ।
যৎকান্তাকুচকুম্ভ বাহুলতিকাহিল্লোললীলাসুখং
লব্ধং কুম্ভবর ত্বয়া নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে ॥
শৃঙ্গার তিলকে।

মৃত বৎসা বাণী, বরং সয় প্রাণী,
অপুত্রিকা বাণী অতি দুঃসহ॥
কারণ মৃত বৎসা রমণী বাৎসল্য রসের আস্বাদনত জানে

-000-

কন্দর্পমঞ্জরী সখীকর্ত্তৃক বিরহপ্রতি ভয় প্রদর্শন।

রহ রহ রে বিরহ, বহ্নি সম অহরহ,
আর তুই কিপ্রকারে জ্বলাবি আমায় রে।
সেবক বৎসল শ্যাম, বারেক যে স্মরে নাম,
"বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি" সাধু গণ গায় রে॥
বারেক থাকুক দূরে, কোটিবার সে প্রভুরে,
জপি জপি জপবলে যাইব তথায় রে।
আমি তাঁর আসিবার, বাঞ্ছা না করিব আর,
আপনি যাইয়ে তথা দেখিব তাঁহায় রে॥
রসিয়ে রসিক সঙ্গে, তোরে দূর করি রঙ্গে,
করিব রে নিত্যলীলা লয়ে রসরায় রে॥

ফুল্লকলিকা সখীকর্ত্তৃক প্রেমসরোবর বর্ণন।

ভাবি নিরন্তর, প্রেম সরোবর, সুধা সম নিরমল।
মরি হায় হায়, কে জানে তাহায়, আছে ঘোর হলাহল॥

শ্রবণ দর্শন, স্মরণ মনন, এই চারি তীর যার।
ভাব হাব হাস,* রসের সম্ভাষ, পুষ্পবন চমৎকার॥
বিধাতার লীলা, কিবা তীর্থশীলা, পূর্ব্বরাগ † নাম তার॥

* ভাবাদের্লক্ষণং।
নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃপ্রথম বিক্রিয়া।
গ্রীবাভঙ্গাদি সংযুক্তো ভ্রূনেত্রাদি বিকাশকৃৎ।
ভাবাদীনাং প্রকাশোযঃ স হাব ইতি কথ্যতে॥
উজ্জ্বল নীলমণৌ।
হাস সেই হাস্যে বলি বৃথা হয় যেই।
ভারতচন্দ্রকৃত রসমঞ্জরী গ্রন্থে।

† পূর্ব্বরাগ লক্ষণং।
রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শন শ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগ স উচ্যতে।
উজ্জ্বল নীলমণৌ।

মতান্তরং।
শ্রবণাদ্দর্শনাদ্বাপি মিথঃ সংরূঢ়রাগয়োঃ।
দশা বিশেষো যোঽপ্রাপ্তৌ পূর্ব্বরাগ স উচ্যতে॥
সাহিত্য দর্পণে।

মতান্তরং।
স্বপ্নাদ্বা শ্রবণাদ্বাপি চিত্রাদের্ব্বাবলোকনাৎ।
সাক্ষাদাকস্মিকাদ্বাপি দর্শনাদ্দুর্লভে জনে॥
প্রাক্তনীরতিরুদ্ভূতা সম্প্রাপ্তেঃ পূর্ব্বমেবসা।
পাকদ্বয়ান্তরে পূর্ব্বরাগতাম্প্রতি পদ্যতে॥
অলঙ্কার কৌস্তুভে।

আলিঙ্গন জল, করে ঢল ঢল, হেলয়ে কটাক্ষ বায়।
করে কত রঙ্গ, মরি কি সুরঙ্গ, চুম্বন তরঙ্গ তায়॥
সুখ মীনগণ, কৌতুক কথন, কমলিনী মনোহর।
রাগ রঙ্গ সঙ্গ, সংগীত প্রসঙ্গ, প্রেময়ে ভ্রমরবর॥
নাগরী নাগর, তাহে নিরন্তর, স্নান করিবারে যায়।
কিন্তু এই খেদ, কুম্ভীর বিচ্ছেদ, গ্রাস করে হায় হায়॥

অনঙ্গমঞ্জরী সখীর ছলে হরিনিন্দা।

একি তব রীতি হে ব্রজপতি।
ছলনা করো না ললনা প্রতি॥
সাধিয়ে ডাকিয়ে আনি যুবতী।
কেমনে এমনে বধ শ্রীপতি॥
একেত পুরুষ কঠিন অতি।
তোমার আবার বাঁকা মুরতি॥
চিকুর জিনিয়ে বর্ণের জ্যোতি।
সরল হবে কি তোমার মতি॥
জানি জানি কাল রূপের গতি।
তার সাক্ষী দেখ ঘন সম্প্রতি॥
যা হতে পাইল নিজ আকৃতি।
তাহারে সংহারে হেন প্রকৃতি॥

হবে না হবে না কেন তেমতি।
তুমিত সে বর্ণ ধারি শ্রীপতি॥

দূতীর উত্তর।

এ সব শুনিয়ে ক্রোধে বৃন্দা দূতী কয়।
হরি নিন্দা করো না গো প্রাণে নাহি সয়॥
তোমরা কহিছ তাঁর কঠিন মরম।
কিন্তু শ্যাম ভবজনে করে গো নরম॥
বাঁকা বটে কিন্তু সোঝা করে ত্রিভুবন।
কাল হয়ে আলো করে জগতের মন॥
বিশেষত জান না কি রূপ কালরূপ।
জগতের আদি বস্তু জানিহ স্বরূপ॥
হয় নাই যখন সৃজন ত্রিভুবন।
রবি শশি আদি কিছু ছিলনা তখন॥
সুতরাং কখন আলো ছিলনা তৎকাল।
শুদ্ধ ছিল সেই কাল আর বিশ্বপাল॥
ব্রহ্মসঙ্গী যে জন সে জনো ব্রহ্মাকার।
অতএব কাল নিন্দা ভাল নয় আর॥
ভাবিয়ে কালরে সার জগত ঈশ্বর।
ত্রিভঙ্গ কালিম অঙ্গ ধরিলা সুন্দর॥

এস সবে শ্রীকেশবে করি অন্বেষণ।
যত্ন বিনা রত্ন লাভ না হয় কখন॥

——ooo——

গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণান্বেষণের ভাব

যুবতীগণ যৌবন ভার ভরে।
টলিয়ে পড়িছে অবনী উপরে॥
বিরহে বহিয়ে কি মতে বলনা।
হরি তত্ত্ব করে অবলা ললনা॥
অবশেষ অনঙ্গ রসে রসিয়ে।
চলিলা অনুরাগ রথে বসিয়ে॥

উচ্চ শাখী দেখি জিজ্ঞাসা করে।
তোমরা দেখেছ সে গুণাকরে॥
তারা বহু দূর দেখিতে পায়।
যদি কোথা দেখে সে শ্যামরায়॥
জিজ্ঞাসে যমুনা নদী নিকটে।
কারণ শ্রীকান্ত বসেন তটে॥
উত্তর না পেয়ে হইল অগ্নি।
বলে জানি ওত যমের ভগ্নী॥
শেষেতে সুধায় তুলসীবনে।
বৃক্ষসে উত্তর দিবে কেমনে॥

তাহা না বুঝিল ক্রোধের ভরে।
বৃন্দারে গোপীরা ভৎসনা করে॥

গোপীগণকর্ত্তৃক তুলসীর প্রতি ভৎসনা ও শাপ প্রদান।

বৃন্দে জানি লো তোমারে ২।
সতিনী বলিয়ে বুঝি ঘৃণা এ সবারে॥
বৃক্ষ হয়ে কি প্রকারে ২।
হইয়াছ হরিপ্রিয়া এ তিন সংসারে॥
বুঝি সেই অহঙ্কারে ২।
কথাটি কহিয়ে নাহি সম্ভাষ কাহারে॥
নীচ উচ্চ হলে পরে ২।
"তৃণবন্মন্যতে জগৎ" কহে সর্ব্ব নরে॥
গর্ব্ব যাবে ছারে খারে ২।
কুক্কুরে প্রশ্রাব করি দলিবে তোমারে॥

শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার পদাঙ্ক দর্শনে গোপীগণের ভাবোদয়।

এই রূপে বৃন্দাবনে, ভৎসি সবে বৃন্দাবনে,
অন্য বনে হয় উপনিত।
নেত্র ঝরে অনিবার, সদা করে হাহাকার,
হতাশেতে জীবন কম্পিত॥
হেন কালে পথ পানে, চেয়ে দেখে স্থানে স্থানে,
পড়িয়ে প্রভুর পদচিহ্ন।

ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ রেখা, রয়েছে সুন্দর লেখা,

অতি পরিষ্কার ভিন্ন ভিন্ন ॥

অমনি রমণী দলে, কেঁদে পড়ে ভূমিতলে,

রেণু লয়ে মাখে সর্ব্ব কায়।

বলে ওহে পদরজ, অন্তরে যাইয়ে মজ,

দূর কর বিরহের দায় ॥

শুনেছি প্রভুর গুণ, তিনি নাকি সুনিপুণ,

ভক্তগণ দুঃখ নিবারণে।

ভক্ত সে ভবের ধ্বজ, জানাতে নাকি সে অজ,

ধ্বজ রেখা ধরেন চরণে ॥

ভক্ত জনে দ্বেষ যার, দমন কারণ তার,

বজ্র চিহ্ন করেন ধারণ।

কুকর্ম্মে ভক্তের মত, হলে মত্ত করি মত,

ও অঙ্কুশ বারণ কারণ ॥ *

তাই বলি রেণু শুন, কেন এত সুবিগুণ,

এভক্ত কামিনীগণে হরি।

---

* শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নানি। যথা

চন্দ্রার্দ্ধং কলসং ত্রিকোণ ধনুষীং খং গোষ্পদং প্রোষ্ঠিকাং,
শঙ্খং সব্যপদেঽথ দক্ষিণপদে কোণাষ্টকং স্বস্তিকং।
চক্রং ছত্র জবাঙ্কুশং ধ্বজ পবী জম্বূর্দ্ধরেখাম্বুজং,
বিভ্রাণং হরিমূণবিংশতি মহ.লক্ষ্মার্চ্চিতাংঘ্রিং ভজে ॥

রূপচিন্তামণৌ।

এই রূপে গোপী সব, কাতরে করেন স্তব,
প্রভুর পদাঙ্ক লক্ষ করি ॥
পরে দেখে তার কাছে আর এক চিহ্ন আছে,
নারীপদ চিহ্ন সেই হয়।
বিস্মিতা হইয়ে সবে বলে সখি দেখ তবে,
কাহার এমন ভাগ্যোদয় ॥
দল মাঝে সখীগণ, দেখে করি অন্বেষণ,
শুদ্ধ মাত্র শ্রীরাধিকা নাই।
বলে ওলো চারুশীলে, কি পুণ্য করিয়েছিলে,
মরি তোর লইয়ে বালাই ॥
ফাকি দিয়ে সবাকায়, একাই সে শ্যামরায়,
লয়ে ভোর করিলি রজনী।
কিছু মাত্র দয়া মনে, হল নাকি চন্দ্রাননে,
মোরা তোর হইত সজনী ॥
যেমন করেছি গর্ব্ব, তেমতি হয়েছি খর্ব্ব,
পেয়েছি তেমতি শাস্তি ঘোর।
আর না সহিতে পারি, দয়ে এস বংশীধারী,
দাসী হয়ে রব মোরা তোর ॥

ইতি শ্রীদ্বারিকানাথ রায় বিরচিত শ্রীরাসরসামৃতে
শ্রীপ্রেমলীলাবর্ণনো নাম তৃতীয়ঃ রসঃ ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ।

জয়তি॥

রাসরসামৃত।

অথ চতুর্থ রস।

রাগিণী ঝিঝিট। তাল মধ্যমান।

থাক হে মিলন তুমি অতি সাবধানে।
বিরহ সতিনী তব আছে সে সন্ধানে॥
দেখ যেন ছল করি, হরিয়ে লয়না হরি,
তারি বশ বংশীধারী কত খেলা জানে॥
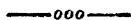
—ooo—

শ্রীকৃষ্ণের আগমনে গোপীগণের করুণা প্রকাশ।

এই রূপে গোপীগণ, দুঃখার্ণবে সুমগন,
হৈল যেন পাগলিনী প্রায়।
ভক্তাধীন ভবাধার, রৈতে না পারেন আর,
কন যেতে হইল আমায়॥
রাধা সনে অবশেষ, ধরিয়ে যুগল বেশ,
প্রবেশ করেন কুঞ্জবনে।

শ্রীবদনে পীতবাস, তাহে মৃদু মৃদু হাস,
সুপ্রকাশ যথা গোপীগণে ॥
দেখি সবে কমলাখি, হৈল অনিমিখ আঁখি,
কদম্ব কুসুম সম গাত্র।
কেমন হইল ভাব, কি বর্ণিব সে প্রভাব,
ভাবকে বুঝেন মনে মাত্র ॥
যথা চিরদীন জন, চির দিন পরে ধন,
পাইলে যে রূপ ভাব ধরে।
সেইরূপ ব্রজাঙ্গনা, সুখার্ণবে সুমগনা,
ত্রিভঙ্গ পাইয়ে রঙ্গ করে ॥
কেহ ধরে পীত বাস, অধরে মধুর হাস,
কোন সখী ধরে করদ্বয়।
কেহ বা কাঁদিয়ে বলে, পড়িয়ে চরণতলে,
কে বলে তোমারে দয়াময় ॥
কেবলে হে নারায়ণ, তুমি হে ভক্তের ধন,
তা হলে কি এত দুঃখ হয়।
তুমি নাকি বংশীধারি, ঘোর ভবভয় হারী,
তা হলে কি ভয়ে প্রাণ যায় ॥
আহা মরি শ্রীরাধিকা, হল তব প্রাণাধিকা,
যারে লয়ে নির্জ্জনে বঞ্চিলে।

আমরাও ওহে হরি, তব পদ ধ্যান করি,
তবে কেন এত দুঃখ দিলে ॥
যদি বল জগৎপতি, দর্পে হল এ দুর্গতি,
তারো হেতু তুমি হে শ্রীপতি।
বপুপুরে নিরন্তর, আত্মারূপে বাস কর,
তুমি সর্ব্ব সুমতি কুমতি ॥
সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম চয়, তোমারি ইচ্ছায় হয়,
তবে কেন দোষ গোপিকায়।
পাইয়ে অসীম দুখ, দেখিলাম বিধু মুখ,
কাম পূর্ণ কর শ্যামরায় ॥
বুঝিয়ে সবার মন, হাসিয়ে শ্রীনারায়ণ,
মনঃ প্রাণ করিয়ে হরণ।
রাস রস তরঙ্গেতে, রসিলেন সুরঙ্গেতে,
জগতের তারণ কারণ ॥

মহাদেবের ভ্রান্তি। *

এখানে আকাশ পথে, সুরগণ থাকি রথে,
দেখেন জগতনাথ রঙ্গ।

---

*শ্রীভাগবতীয় রাসক্রীড়াবর্ণনাতে মহাদেবের ভ্রান্তিবিষয়ে কোন কথার উল্লেখ নাই; এ সন্ধান মতান্তরে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।
যথা। রাসক্রীড়াং সমালোক্য সন্দিগ্ধোতিশয়ংহরঃ।
ছলেন শ্রীহরিং জ্ঞাতুং গোপীরূপং দধাতিসঃ॥

শঙ্করের সেইক্ষণে, সন্দেহ জন্মিল মনে,

বলে একি রঙ্গ হে ত্রিভঙ্গ ॥

বিরিঞ্চি বাসব শেষ, না পান যাঁহার শেষ,

আমি শিব যাঁর ধ্যানকারী।

যাঁহার প্রেমেতে মজি, সুখ ভোগ সব ত্যজি,

হই যাঁর প্রেমের ভিক্ষারী ॥

সে ধন কি বৃন্দারণ্যে, আভীর নারীর জন্যে,

হয়েছেন মদনেতে মত্ত।

শুদ্ধ সত্ যাঁর মর্ম্ম, তাঁর এ অসত্ কর্ম্ম,

কেমনেতে বোধ হবে সত্য ॥

অতএব আজি শেষ, ধরি কোন ছদ্ম বেশ,

দেখিব রে সেবা কোন জন।

ইহা ভাবি পশুপতি, চলিলেন দ্রুতগতি,

ব্রহ্মা তাঁর বুঝিলা মনন ॥

কহেন ইন্দ্রের প্রতি, শুন ওহে সুরপতি,

দেখ দেখি কি করেন ভব।

অলক্ষেতে গুপ্ত ভাবে, তাঁর পাছে পাছে যাবে,

দেখে আসি কবে মোরে সব ॥

শ্রুত মাত্র সুররায়, শিব পাছে পাছে ধায়,

শেষে এক অদ্ভুত দেখিয়ে।

বিস্মিত হইয়ে অতি, ফিরে আসি শীঘ্রগতি,
ব্রহ্মারে কহেন বিবরিয়ে ॥

—000—

দেবরাজকর্ত্তৃক অত্যদ্ভুত ব্যাপার বর্ণন।

শুন প্রজাপতি কি কব ভারতী, যে অদ্ভুত দেখিয়াছি।
কখনো এমন, না করি দর্শন, ত্রিভুবন ভ্রমিয়াছি।
গিয়ে কিছু দূর, দেখি গো ঠাকুর, কোথা যেন গেল হর।
কেমন করিয়ে, আইল মিলিয়ে, তিন লোক চরাচর ॥
আগে জলধর, সবার উপর, ধরিয়ে সর্পের বেশ।
কুণ্ডলী করিয়ে, সুস্থিরা হইয়ে, বসিয়ে রহিল শেষ ॥
না শুনি কখন, সর্প হয় ঘন, কি আশ্চর্য্য আহা মরি।
মেঘের উপর, শোভে সুধাকর, তথা মেঘ চন্দ্রোপরি ॥
হেরি এ সময়, স্মর রসময়, নিজ ধনু দুইখানি।
আর ইন্দীবরে, রচিত দুশরে, রাখিল তথায় আনি ॥
জানি গো, চকোর, পানে হয় ভোর, গগনশশির সুধা।
সে চাঁদে বসিয়ে, শুক সুধা পিয়ে, নিবৃত্তি করিছে ক্ষুধা ॥
সুধাতে মজিয়ে, যায় সে ডুবিয়ে, বিম্ব দেখি এ সময়ে।
শুষ্ক চঞ্চুকায়, যাগায়ে তথায়, রাখিল ভক্ষণাশয়ে ॥
তদন্তরে আর, দেখি চমৎকার, করিকুম্ভ দাড়িম্বেতে।
হয় ঘোর রণ, উভয়েরি মন, থাকিতে এক স্থানেতে ॥

শেষেতে দুজনে, প্রেম আলাপনে, দুপাশে রহে দোঁহায়।
তার অতি কাছে, বিশদ্বয় আছে, প্রফুল্ল পঙ্কজ তায়॥
দেখি তার পর, এক সিংহ বর, ত্যাগ করি কলেবর।
মধ্য স্থানে আসি, রহিল প্রকাশি, শুধু কটি ক্ষীণতর॥
এ রস দেখিতে, সাগর হইতে, এক দ্বীপ তথা আসি।
অদ্ভুত দেখিয়ে, মোহিত হইয়ে, হল তার পশ্চাৎবাসী॥
পরে করিকর, হইল অধর, করিকুম্ভ গেল বলি।
হাসি হাসি হাসি, রহে দ্রুত আসি, হয়ে অতি কুতূহলী॥
দেখি তদন্তর, যেই সুধাকর, ছিল সকলের আগে।
সে যেন আসিয়ে, রয়েছে বসিয়ে, ভাগ হয়ে দশ ভাগে॥
সবাকার পরে, দেখি প্রভাকরে, কমলিনী সহ সুখে।
হাসিয়ে হাসিয়ে, রসেতে ভাসিয়ে, প্রেম করে মুখে মুখে॥
কে বলে ভাস্করে, থাকিয়ে অন্তরে, পদ্মিনীরে ফুল্ল করে।
তবে কেন সুখে, তথা মুখে মুখে, ভাসিছে প্রেমসাগরে॥
শেষেতে আসিয়ে, স্থান না পাইয়ে, স্বর্ণ হয়ে বর্ণময়।
ঢাকিল সবায়, মরি সে শোভায়, মানস মোহিত হয়॥
হায় হায় হায়, বর্ণে সে সবায়, ঢাকে কার সাধ্য বল।
যে গুণ যাহার, হরে সাধ্য কার, যাগিয়ে রহে সকল॥
দেখি সে ব্যাপার, মনঃ প্রাণামার, রহিতে চায় গো তথা।
তবে যে ত্বরায়, এলাম হেথায়, তোমাকে কৈতে সেকথা॥

এ সব শ্রবণে, বিধি ভাবে মনে, যাঁরে ত্রিভুবনে সাধে।
হায় দুর্গাকান্ত, তাঁর প্রতি ভ্রান্ত, একি ফের সাধে সাধে॥

বিধাতাকর্ত্তৃক অদ্ভুত ব্যাপারের মীমাংসা।

শুনিয়ে শক্রের বাণী যত সুরচয়।
জিজ্ঞাসেন বিধাতারে হয়ে সবিস্ময়॥
কহ কহ পিতামহ এ আর কেমন।
এমন অদ্ভুত বাণী না শুনি কখন॥
হাসিয়ে কহেন বিধি শুন সুরগণ।
ভ্রমে পড়েছেন আজি দেব পঞ্চানন॥
ঈশ্বরের রাসরস দেখিয়ে নয়নে।
বিষম সংশয় তাঁর হইয়াছে মনে॥
এহেতু মোহিনী বেশ ধরিয়ে সংপ্রতি।
ছলিতে যাইতে তাঁরে করেছেন মতি॥
মেঘ যারে সর্পাকারে দেখে সুরেশ্বর।
সে নহে প্রকৃত মেঘ কেশ বেণীবর॥
তদন্তরে দেখে চন্দ্র সেও চন্দ্র নয়।
এমনি মুখের প্রভা চন্দ্র জ্ঞান হয়॥
ইত্যাদি যে সব দেখে ত্রিদশ প্রধান।
সে সব একেক অঙ্গ তাহারি সমান॥

এরূপ স্ত্রীরূপে তাঁরে ছলিবেন হর।
স্বয়ং ব্রহ্ম তিনি কিম্বা কোন দুষ্ট নর॥
করুন ছলনা তাহে না করি বারণ।
কিন্তু তার প্রতিফল পাবেন তেমন॥
কতবার আমি তাঁরে বুঝিতে নারিয়ে।
দেখিয়াছি কত মতে ছলনা করিয়ে॥
তেমতি তাহার শাস্তি পেয়েছি তৎক্ষণে।
সে সব অখ্যাতি মম বিখ্যাত ভুবনে॥
এইরূপে ব্রহ্মদেবে কথোপকথন।
এদিগে শঙ্কর লয়ে শুন বিবরণ॥

——000——

হরির প্রতি হরের ছদ্মবেশে ছলনা।

বাছি ত্রিলোকের রূপ, ধরি রূপ অপরূপ।
মন অভিমত, রাস ভূষা যত, পরিলেন কতরূপ॥
মরালের গর্ব্ব হরি, গমন যেমন করী।
নিকুঞ্জে আসিয়ে, দাঁড়ান হাসিয়ে, চঞ্চলা চঞ্চলা করি॥
যেখানে কামিনী ভাগে, দাঁড়ায়ে সবার আগে।
শ্রীপতির প্রতি, কহেন ভারতী, প্রেম রস অনুরাগে॥
ভাসি দুঃখ পারাবারে, পেয়েছি প্রভু তোমারে।
দিয়ে আলিঙ্গন, রাখ হে জীবন, মরি হে মার বিকারে॥

অন্তর্যামি হৃষীকেশ, দেখিয়ে শিবের বেশ।
হাসিয়ে ইঙ্গিতে, নয়ন ভঙ্গিতে, মায়া প্রকাশিলা শেষ।

শ্রীকৃষ্ণের মায়া প্রকাশ।

যে লোচনে দেখিছেন নিকুঞ্জকানন।
যে লোচনে দেখিছেন নন্দের নন্দন॥
যে লোচনে দেখিছেন গোপবধূ চয়।
সে লোচনে ত্রিলোচন দেখেন ব্যত্যয়॥
কুঞ্জবন নহে সেত বৈকুণ্ঠভুবন।
নন্দসুত নন তিনি প্রভু নারায়ণ॥
গলে দোলে কৌস্তুভ কিরীটি শিরোপরে।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চতুষ্করে॥
ভৃগুপদ চিহ্ন হৃদে কি শোভা আমরি॥
সভা করি বসেছেন রত্নাসনোপরি॥
কত ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র শমন স্মরারি।
রত্নাসন শিরে ধরি বসি সারি সারি॥
যত গোপাঙ্গনা তারা দেবাঙ্গনাগণ।
শোভা করি বসেছেন হয়ে সভাজন॥
বৃষভানুসুতা যিনি তিনি সিন্ধুসুতা।
প্রভুবামে বসেছেন ঈষৎ হাস্য যুতা॥

নারী নহে স্বয়ং স্বরস্বতী চন্দ্রাবলী।
নানা রাগে অনুরাগে গান পদাবলী॥
সে ত বৃন্দা দূতী নয় ভূধরনন্দিনী।
নিজ জায়া মহা মায়া ভুবনবন্দিনী॥
সবাকার আগে বামা বন্দিয়ে শ্রীপদ।
যোড় করে স্তব করে ভাবে গদগদ॥ †

---

† এই বর্ণনা দ্বারা পাঠকবর্গ এমত বোধ করিবেন না, যে বৈকুণ্ঠধামের লক্ষ্মীনারায়ণই রাধাকৃষ্ণের আদিরূপ; রাধা কৃষ্ণের যুগল রূপই লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি ত্রিসংসারের তাবৎ রূপের আদি কারণ; যে যুগলরূপ গোলোকধামেতে অহরহ বিরাজমান্। তবে যে ভগবান্ মহামায়াতে মহাদেবকে বৈকুণ্ঠের বেশ দেখাইলেন; সে কেবল তাঁহার প্রবোধের জন্য মাত্র। গোলোকচন্দ্রের ও গোকুলচন্দ্রের রূপেতে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই; সুতরাং কি প্রকারে গোলোকের বেশ ধারণ করিবেন। এবং গোকুল বৃন্দাবনেতে ও গোলোকধামেতে প্রায় অভেদ ও অর্থেও প্রায় এক ভাব, সুতরাং মায়াতে বৈকুণ্ঠধাম কল্পনা করিতে হইল। গোলোকনাথের রূপবর্ণন। যথা

নবীন নীরদ শ্যামং কিশোর বয়সং শুভং।
শরন্মধ্যাহ্ন রাজীবপ্রভা মোচন লোচনং॥
শরৎ পার্ব্বণ পূর্ণেন্দু শোভাচ্ছাদন মাননং।
কোটি কন্দর্পলাবণ্য লীলা নিন্দিত সুন্দরং॥
কোটিচন্দ্র প্রভামুষ্ট পুষ্ট শ্রীযুক্ত বিগ্রহং॥
সস্মিতং মুরলীহস্তং সুপ্রসন্নং সুমঙ্গলং॥
বহ্নিসংস্কার পীতাংশু যুগলেন সমুজ্জ্বলং।

সংস্কৃত স্তোত্রং।

জয় নারায়ণ কৃষ্ণ মুরারে,
মাধব মধুকৈটভ দনুজারে।
ত্রিবর্গদাত্রী তরল তরঙ্গা,
তব পদজাতা সুবিমল গঙ্গা।

চন্দনোক্ষিত সর্ব্বাঙ্গং কৌস্তুভেন বিরাজিতং ॥
আজানু মালতীমালা বনমালা বিভূষিতং।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা যুক্তং মুক্তা মাণিক্য ভূষিতং ॥
ময়ূর পিচ্ছ চূড়ঞ্চ সদ্রত্ন মুকুটোজ্জ্বলং।
রত্ন কেয়ূর বলয়ং রত্নমঞ্জীর রঞ্জিতং ॥
রত্ন কুণ্ডল যুগ্মেন গণ্ডস্থল সুশোভিতং ॥
মুক্তাপংক্তি বিনিন্দৈক দশনাংশু মনোহরং ॥
পক্ক বিম্বাধরৌষ্ঠঞ্চ নাসিকোন্নত শোভিতং।
বীক্ষিতং গোপিকাভিশ্চ বেষ্টিতাভিশ্চসন্ততং ॥
স্থির যৌবন যুক্তাভিঃ সস্মিতাভিশ্চ সাদরং।
ভূষিতাভিশ্চ সদ্রত্ন নির্ম্মাণ ভূষণেনচ ॥
সুরৈরিন্দ্রেশ্চ মুনীন্দ্রেশ্চ মনুভির্মানবেন্দ্রকৈঃ।
ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবানন্ত ধ্রুবাদ্যৈরভি বন্দিতং ॥
ভক্তিপ্রিয়ং ভক্তনাথং ভক্তানুগ্রহ কাতরং।
রাসেশ্বরং সুরসিকং রাধা বক্ষস্থলস্থিতং ॥
এবং রূপমরূপন্তং ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবা মুনে ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

গোলোকধাম বর্ণনং।

ঊর্দ্ধংস্থিতঞ্চ বৈকুণ্ঠাৎ পঞ্চাশৎকোটিযোজনং।
গো গোপ গোপী সংযুক্তং কল্পবৃক্ষগণান্বিতং ॥

বিভো ত্রিগুণধর সংসারগতে,
সুদীনবন্ধো সংসারগতে।
জগদীশ জনার্দ্দন কংসারে,
ত্বং ব্রহ্ম পরং ভবসংসারে ॥
দশরথতনয়ো রাক্ষস মথনাৎ,
হরঃ পঞ্চাননো গুণ কথনাৎ।
জয় যজ্ঞেশ্বর দশাননারে,
তব পদ নৌর্ভববপারাবারে ॥
ব্রজেশসূনো ব্রজপুরীন্দো,
রাধাজীবন করুণাসিন্ধো।
দুষ্টদমনাদ্দশরূপধারী,
সেবক রমণাদ্রাসবিহারী ॥

মায়াধ্বংস।

যে রূপ আছিল কুঞ্জ যতেক যুবতী।
যে রূপ ছিলেন রাধা চন্দ্রাবলী সতী ॥
কি রূপে সে রূপ পুন হইল স্বরূপ।
নিজ মায়াজাল ছেদ করিলা শ্রীরূপ ॥

কামধেনুভিরাকীর্ণং রাসমণ্ডপ মণ্ডিতং।
বৃন্দারণ্য বনাচ্ছন্নং——————

ইত্যাদি। তত্রৈব।

দ্বিভুজ মুরলীধর হইলেন হরি।
চন্দ্রমুখে মনঃসুখে বাজান বাঁশরী॥
বৃন্দা দূতী নিজ রূপ করিয়ে ধারণ।
ভ্রান্ত উমাকান্তে কিছু করিছে ভর্ৎসন॥

-000-

শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারে ও দূতীরূপা ভগবতী উপদেশ ছলে ভর্ৎসনা করাতে লজ্জায় শঙ্করের প্রস্তরত্ব প্রাপ্তি।

মম পতি পশুপতি পশু সম মতি।
কি মতে এমতি ভাল হবে হে শ্রীপতি॥
চিরকাল মহাকাল তোমার সন্ধানে।
ভ্রমেন সংসার ত্যজি শ্মশানে শ্মশানে॥
হয়েছেন পঞ্চানন বর্ণিতে তোমায়।
তথাপিও এত ভ্রম একি ঘোর দায়॥
করেছেন নর জ্ঞান তোমারে স্মরারি।
নহে কেন হবে পররমণীবিহারী॥
এই হেতু মনোরমা রামারূপ ধরি।
ছলিতে আইলা ওই মহা রঙ্গ করি॥
না বুঝেন তমোগুণে মজিয়ে শঙ্কর।
যিনি জগতের পতি কেবা তাঁর পর॥
বিশেষত জগন্নাথে যে ভাবে যে ভাবে।

বেদে বলে অবশ্য সে জন তাঁরে পাবে ॥
এক রাগ নানা নাম করিলা ধারণ।
পুত্রাদিতে হলে স্নেহ বলে সর্ব্বজন ॥
গুর্ব্বাদিতে হলে ভক্তি অভিধান হয়।
কাম ভাবে হলে বলে পিরীতি প্রণয় ॥
একারণ কাম ভাবে অনুরাগ করি।
কেননা পাইবে নাথে যতেক সুন্দরী ॥
পথের মতের কিছু নাহিক নির্ণয়।
অনুরাগ করিলেই পাইবে নিশ্চয় ॥ *
বিশেষত কাম ভাবে দেখি সবাকার।
অতিশয় অনুরাগ হয় অনিবার ॥
অতএব বুঝ এ সন্ধান আসে যাঁর।
তাই শীঘ্র কৃষ্ণ লাভ হৈল গোপিকার ॥
শ্রীকৃষ্ণক্রোড়ের ধন যতেক নাগরী।
নিজপতি পাশে রয় ছায়া রূপ ধরি ॥ ‡

যথা। কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেবচ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে ॥
শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে রাসক্রীড়াবর্ণনে ২৯ অধ্যায়ে।

যথা। কৃষ্ণক্রোড়গতা গোপ্যশ্ছায়াএবাত্মভর্ত্তৃষু।
ভবিষ্যপুরাণে।

কিছু মাত্র অনুরাগ নাহিক ভর্ত্তায়।
রতি মতি নতি সব শ্রীপতির পায়॥
একে অনুরাগ যার তার নাম সতী। *
কৃষ্ণ ভিন্ন গোপীর নাহিক অন্য মতি॥
নির্জ্জনে নিকুঞ্জবনে মনের আবেশে।
গান্ধর্ব্ববিবাহ ‡ তারা করে হৃষীকেশে॥
এই হেতু সিদ্ধান্ত করেন সাধুচয়।
গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া নয়॥
দেখিয়ে হরির কর্ম্ম নত শির হর।
দূতীরূপা নিজ জায়া ভৎসিল বিস্তর॥
অধৈর্য্য হইয়ে ঘোর লজ্জার বিকারে।
হলেন প্রস্তরময় † ত্যজি সে আকারে॥

* যথা। একেনানুরাগো যস্যাঃ সা সতী ইতি কথ্যতে। জনশ্রুতঃ

‡ গোপনে বর কন্যার পরস্পর অনুরাগ দ্বারা যে বিবাহ তাহার নাম গান্ধর্ব বিবাহ।

† বৃন্দাবনে শ্রীগোপীশ্বর নামা এক শিবলিঙ্গ আছেন; অনুভব করি তিনিই ঐ প্রস্তরময় মূর্ত্তি। যথা

শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনংধন্যাং যমুনায়াঃ প্রদক্ষিণং।
শিবলিঙ্গমধিষ্ঠাতা দৃষ্টো গোপীশ্বরাভিধঃ॥
পাদ্মে পাতালখণ্ডে ১ অধ্যায়ে।

প্রভু কন ভাল যদি হইলে প্রস্তর।
আমি এক বর দিব ওহে স্মরহর ॥
অদ্যাবধি বৃন্দাবনে আসিবে যে জন।
তোমারে পূজিয়ে মোর করিবে পূজন ॥
কাণ্ড দেখি গোপীগণ অবাক হইল।
এ কান্ত জগতকান্ত একান্ত জানিল ॥

রাসবিহার বর্ণন।

অনন্তরে রাসরসে রসে নারায়ণ। *
ভাবক ভক্তের বৃদ্ধি করণ কারণ ॥
মঞ্চ করি তদুপরি করিলেন রঙ্গ।
মধ্যে মধ্যে এক গোপী একেক ত্রিভঙ্গ ॥
পরস্পরে করে করে প্রবদ্ধ হইয়ে।

* এই রাসকেলি সময়ে বৈকুণ্ঠ নিবাসিনী, নানা সুখাভিলাষিণী, দারিদ্র নিবাশিনী, হাব ভাব হেলা লীলা লাবণ্যাদি সম্পন্না, কেলিকুশলা কমলা দেবী, অপাঙ্গ ভঙ্গিক্রমে ক্রমে ক্রমে রাসক্রীড়ার্থ তত্র আগমন করিলেন. শ্রীরাসেশ্বর সেই পরম সুখময় রাসমণ্ডপে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন না। যে হেতুক তিনি অত্যন্ত চঞ্চলা, ঐশ্বর্য্য বিলাশিনী, কি প্রকারে ব্রজের মধুর প্রেম ভাবানুগামিনী হইবেন। এ জন্য দেবী অত্যন্ত ব্যথিতান্তঃকরণে আপনাকে ধিক্কার প্রদান দ্বারা ব্রজ গোপী হইবার মানসে কঠোর তপস্যাতে প্রবৃত্তা হইলেন।

নৃত্য করে চক্রাকারে আনন্দে মাতিয়ে॥
গোপিকার অলঙ্কার বাজে ঘন ঘন।
এলাইয়ে পড়িতেছে স্তনের বসন॥
কটির বক্রতা হয় নৃত্যের ছটায়।
উরু ভুরু নিতম্ব সঘনে কাঁপে তায়॥
কুটিল কটাক্ষ করে ভুরুর ভঙ্গিতে।
মজিয়ে মধুর স্বরে হরিগুণ গীতে॥
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হয় বদন কমলে।
যেন কত মার্জ্জিত মুক্তার মালা জ্বলে॥
ক্ষণে ক্ষণে হাস্য করে গোপিকা সকল।
সে যে ভক্ত জন মনোমৃগ ধরা কল॥
সবাকার পাশে দাঁড়াইয়ে নারায়ণ।
সবে ভাবে নিতান্ত আমারি কৃষ্ণধন॥
একা হয়ে বাঁকা শ্যাম হৈলা এত জন।
তাঁর কি আশ্চর্য্য যিনি ব্যাপ্ত ত্রিভুবন॥
সুর বৃন্দে মহানন্দে করে দরশন।
জয় নাথ বলি করে পুষ্প বরষণ॥
কেমনে সে শোভা আমি বর্ণিব কথায়।
ভুবনে ভাবিয়ে তুলা নাহি পাওয়া যায়॥
যেমন সূর্য্যের তুলা সূর্য্য সনে সার।
তেমতি তাহার সঙ্গে তুলনা তাহার॥

কার সাধ্য বর্ণে বর্ণে সে শোভা প্রভাব।
ভাবিলে ভাবকে মাত্র মনে উঠে ভাব॥
বিশেষ ব্রহ্মস্থ রস ব্রহ্মেরে লইয়ে।
বর্ণন উচিত নয় বিস্তার করিয়ে॥
কি জানি কিসে কি হয় নাহক নির্ণীত
বুধের বচন সর্ব্ব অত্যন্ত গর্হিত॥ *

প্রার্থনা।

আহা মরি মরি আজি ভক্তের কারণ গো।
রাসরসে বৃন্দাবনে কি রূপ ধারণ গো॥
যে রূপ বিধাতা ভব আদি ভবজন গো।
মনোগৃহে দ্বার দিয়ে করে বিলোকন গো॥
বিরাজেন যে রসে শ্রীরূপ সনাতন গো॥
কি রূপে শ্রীরূপে তার করিব বর্ণন গো।

---

* অস্য শ্লোকঃ।
অতি দর্পে হতালঙ্কা অতিমানেচ কৌরবাঃ।
অতি দানে বলির্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং॥
চাণক্যসংগৃহীত সারসংগ্রহে।

শ্রীভাগবত মতানুসারে, তদনন্তর ভগবান্চন্দ্র প্রামোদার্ণবে মগ্ন হইয়া, প্রমদাগণ সঙ্গে নানা রঙ্গে অতি ধীরে ধীরে যমুনা নীরে তীরে, এবং কুসুম কাননাদিতে বিহার করিয়াছিলেন।

যে রূপ দর্শনে নাশে শমন দর্শন গো ॥
অতএব দেখ মেলি মানসনয়ন গো ।

—•••—

এই গ্রন্থ পাঠাদির ফল ॥

এই রাসরসামৃত করিয়ে যতন ।
যে জন করয়ে পাঠ শ্রবণ কীর্ত্তন ॥
অনায়াসে দিব্য জ্ঞান হয় গো তাহার ।
হেলায় সে জন হয় ভবসিন্ধু পার ॥
রাধাকৃষ্ণে প্রেম ভক্তি উপজে অবশ্য ।
এ গ্রন্থ প্রেমিক সাধুজনের সর্ব্বস্ব ॥
যত ভণ্ড পাষণ্ড এ কাণ্ড শুনি হাসে ।
অনুরক্ত ভক্ত ভক্তি সাগরেতে ভাসে ॥

গুণিগণ প্রতি গ্রন্থকারের নিবেদন ।

এক পয়োধরে কিবা কৌশল বিধির ।
শিশু করে ক্ষীর পান জলোকা রুধির ॥
বিচার করিয়ে বুঝ যতেক সুধীর ॥

সেরূপ গ্রন্থের গুণ গ্রাহি সাধুজন।
নিন্দকে সর্ব্বদা করে দোষ আস্বাদন॥ *
সুতরাং ভ্রমেতে মম ভয় অকারণ॥
আদিরস † সর্ব্বপ্রিয় সর্ব্ব রসসার।
সতী যদি পতি লয়ে করে গো বিহার।
পুন ভক্তি রসে যদি মিলা থাকে তার॥

* যথা। গৃহ্ণাতি সাধুরপরস্য গুণং ন দোষান্,
দোষান্বিতো গুণগণং পরিহায় দোষং।
বালস্তনাৎ পিবতি দুগ্ধ মসৃগ্বিহায়,
ত্যক্ত্বা পয়ো রুধিরমেব ন কিং জলৌকাঃ॥ জনশ্রুতঃ।

অন্যচ্চ। খলোপি মৃগ্যতে দোষান্ গুণ পূর্ণেষু বস্তুষু।
বনে পুষ্পকুলৈর্যুক্তে পুরীষমিবশূকরঃ॥ জনশ্রুতঃ।

† আদিরস অর্থাৎ শৃঙ্গার রস তৎস্বরূপ। যথা।
শৃঙ্গং হি মদনোদ্ভেদস্তদাগমনহেতুকঃ।
উত্তমপ্রকৃতিঃ প্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার ইষ্যতে॥
পরোঢ়াংবর্জ্জয়িত্বাত্র বেশ্যাংবাননুরাগিণীং।
আলম্বনং নায়িকাঃস্যুর্দক্ষিণাদ্যাশ্চ নায়কাঃ॥
চন্দ্র চন্দনরোলম্ব পিকাদ্যুদ্দীপনম্মতং।
ভ্রূবিক্ষেপ কটাক্ষাদিরনুভাবঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
ত্যক্ত্বোগ্র্য মরণালস্য জুগুপ্সা ব্যভিচারিণঃ।
স্থায়িভাবো রতিঃ কৃষ্ণবর্ণোসৌ বিষ্ণু দৈবতঃ॥
সাহিত্যদর্পণে।

অতএব রাস রস হইল রচন।
বিবিধ মতের সার করি আকর্ষণ ॥
দোষ যদি থাকে শুধিবেন সুধীগণ।
বেদ রসে রসি ঋষি পরব্রহ্মে পান।
সেই শকে এগ্রন্থ হইল সমাধান ॥
হরি হরি বল সবে ভবে হবে ত্রাণ ॥

মঙ্গল.চরণ। আদ্যাক্ষরে চিত্রকাব্য

গৌ—রীকান্ত সদাশিব,
রী—তি তাঁর দেখ জীব,
ভা—বি হরিপাদপদ্ম
নি—বাস শ্মশানেতে।
বা—ঞ্ছা কল্পতরু যিনি,
সি—দ্ধ হইবারে তিনি,
শ্রী—পদ করেন ধ্যান
দ্বা—র দিয়ে প্রাণেতে ॥
র—হ মন সেই পদে,
কা—ল কাট মিছা মদে,

না —জান কি কাল শেষে,
থ —র থর কাঁপাবে হে।
রা —খহ বচন মোর,
য —দি হবে ভব পার,
কৃ —ষ্ণপদ কর সার,
ত —বে মুক্তি পাবে হে॥

ইতি শ্রীবৈদ্যকুলসম্ভূত শ্রীদ্বারিকানাথ রায় বিরচিত
শ্রীরাসরসামৃতে শ্রীপ্রেমসহবিহারবর্ণনো
নাম চতুর্থঃ রসঃ।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।